শোনিতের স্বাক্ষর

রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড

বর্তমান যুগের শহীদ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী

শোণিতের স্বাক্ষর

রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড

প্রণীত

= অনুবাদ =

হেমেন্দ্র মল্লিক

J.T.T.C.W., INC.
VOICE OF THE MARTYRS
Rev. Richard Wurmbrand
General Director
P.O. Box 11
Glendale, Ca. 91209

প্রকাশক
WURMBRAND PUBLICATIONS
Box No. 656
Bombay-1

Signature with the Blood

Bengali Edition

Copyright 2015 Voice Media

info@VM1.global
Web home: www.VM1.global

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic, or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the publisher, addressed "Attention: Permission Coordinator," at the address above.

This publication **may not be sold, and is for free distribution** only.

গ্রন্থকার পরিচয়

আচার্য রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড (Rev. Richard Wurmbrand) রুমানিয়ার খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর একজন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক। তিনি কম্যুনিষ্ট কারাগারে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল বন্দী ছিলেন। রুমানিয়ায় বর্তমান কালে আচার্য ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের মত একজন শ্রদ্ধেয় খ্রীষ্টীয় নেতা, গ্রন্থকার ও সংস্কারকের নাম শোনা যায় না।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিষ্ট শক্তি কর্তৃক রুমানিয়া অধিকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যখন মণ্ডলীগুলিকেও তারা আপন স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিতে দখল ও ব্যবহার করার কর্মসূচী ঘোষণা করল, আচার্য ওয়ার্মব্র্যাণ্ড সেই সময় হতেই পদানত রুমানিয়াবাসী ও আক্রমণকারী রুশ সৈন্যদলের মধ্যে

সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী গুপ্ত মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়—সেইসঙ্গে তাঁর স্ত্রী Sabine Wurmbrand-কেও গ্রেফতার করা হয়। আচার্য ওয়ার্মব্র্যাণ্ড তিন বৎসর কাল নির্জন কারাবাসে আবদ্ধ ছিলেন—তারপরে—জেরা, জিজ্ঞাসাবাদ ও যন্ত্রণার পাঁচটি বৎসরও তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়।

খ্রীষ্টীয় নেতা হিসাবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্যই নানা বিদেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সদাসর্বদাই তাঁর সংবাদের জন্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে প্রশ্নাদি করতে থাকেন। তাঁদের প্রায়ই বলা হত যে, আচার্য ওয়ার্মব্র্যাণ্ড রুমানিয়া থেকে পলায়ন করেছেন, গোয়েন্দা পুলিসের সাধারণ বেশধারী লোকেরা তাঁর পত্নীর নিকটে সংবাদ দিয়েছে যে, তারা আচার্য মহাশয়ের সমাধি-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রুমানিয়ায় তাঁর সমস্ত বন্ধু ও আত্মীয়বর্গের নিকটে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

আট বৎসর পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গুপ্ত মণ্ডলীর কার্যে অবতীর্ণ হন। দুই বৎসর পরে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং পঁচিশ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের দণ্ড মকুব উপলক্ষে তাঁকে পুনরায় মুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি পুনরায় গুপ্ত মণ্ডলীর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। নরওয়ে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ এই সময়ে আচার্য ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের তৃতীয় কারারুদ্ধির আশঙ্কায় রুমানিয়া থেকে তাঁর প্রস্থান সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেন। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি এই সময়ে আর্থিক সঙ্কট ও অন্যান্য কারণে তাঁদের হেফাজতে খ্রীষ্টীয় বন্দীদের বিক্রয়-অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছিলেন। এই সকল বন্দীদের মুক্তি-মূল্য ছিল আটশত পাউণ্ড। আচার্য ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের মুক্তির মূল্য ধার্য করা হয়েছিল—আড়াই হাজার পাউণ্ড!

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ওয়াশিংটনে মার্কিন সিনেটের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সাব কমিটির সম্মুখে কটিদেশ পর্যন্ত অনাবৃত দেহে আঠারোটি গভীর প্রহার ক্ষতের সাক্ষ্য প্রদর্শন ও বর্ণনা প্রদান করেন। সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রগুলিতে এই সংবাদ বহুল পরিমাণে ও পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গোপন সূত্রে তাঁকে শাসিয়ে দেওয়া হয় যে, রুমানিয়ার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র তাঁকে হত্যা করার জন্য গোপন-গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে!

আচার্য ওয়ার্মব্র্যাণ্ড নীরব হতে পারেন নি। সমগ্র পৃথিবী তাঁকে নাম দিয়েছে—"গুপ্ত মণ্ডলীর স্বাধীন কণ্ঠস্বর!"

খ্রীষ্টীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে একজন 'জীবন্ত শহীদ' ও 'লৌহ যবনিকার পৌল' নামে আখ্যাত করেছেন!

ভূমিকা

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি সর্বপ্রথম রুমানিয়ায় প্রবেশ করি। ইতিপূর্বে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে কেবলমাত্র আলবেনিয়ায় ও রুমানিয়াতেই আমার আসা হয়নি। কয়েক মাস পূর্ব হতেই আমি যেন ঈশ্বরের নির্দেশ অনুভব করছিলাম যে, আমাকে সেখানে যেতে হবে। অবশেষে Rev. John Moseley-র সঙ্গে হাঙ্গারীর সীমান্ত অতিক্রম করে রুমানিয়ায় প্রবেশ করি।

অবিলম্বেই আমরা জানতে পারলাম যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ সকলেই আমাদের গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। তথাপি, স্থানীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর নেতৃবর্গ আমাদের আত্মীয়সুলভ ঘনিষ্ঠতা ও সম্মানজনক আহ্বান জানালেন এবং খ্রীষ্টাগমন-পর্বের প্রথম রবিবারে রাজধানী বুখারেষ্টের জার্মান ব্যাপটিষ্ট গির্জার উপাসনায় আমরা যোগদান করি। এখানে আমরা দুইজনেই আমাদের প্রীতিসম্ভাষণ ও সাক্ষ্যের বাণী উপস্থাপিত করি।

উপাসনার শেষে উপস্থিত অনেকের সঙ্গেই আমাদের আলাপাদি হয়। এই সময়ে একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক আগ্রহপূর্ণ ভঙ্গিতে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি বললেন, আমাদের সঙ্গে গোপনে অনেক কথা আছে এবং আমরা তাঁর বাসভবনে আসতে পারবো কিনা। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে আমরা রিচার্ড ওয়ার্মব্র্যাণ্ড তাঁর স্ত্রী ও সন্তান মিহাই যে ঘরে বাস করতেন সেইখানে এসে উপস্থিত হলাম।

নীরবে আমরা সেই উপরের কক্ষে প্রবেশ করলাম এবং আচার্য মহাশয়—যাঁর সম্বন্ধে পশ্চিমের সমস্ত স্থানে আমরা প্রচুর বিবরণী পেয়েছি —তিনি তাঁর অভিজ্ঞতামূলক জীবনকাহিনী বিবৃত করলেন। এই সময়ে পুত্র মিহাই এবং পরে পত্নী মিসেস সেবিনা গৃহের বহির্ভাগ

দেখে এসে বললেন যে, আমাদের গৃহটি পুলিস ঘিরে ফেলেছে এবং তাদের গাড়ী গৃহের বিপরীত দিকেই অপেক্ষারত আছে।

আমরা জানতাম না—কতক্ষণ পুলিস অপেক্ষা করবে অথবা কি তাদের আগমনের উদ্দেশ্য। আচার্য ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের কাহিনী শেষ হলে আমরা প্রার্থনা আরম্ভ করলাম। এই অবিস্মরণীয় প্রার্থনার কথা আজও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। ঈশ্বরের নিকটে তাঁর সেবক ও ভৃত্যদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই সে রাত্রে আমরা প্রার্থনা করেছিলাম। আচার্য ওয়ার্মব্র্যাণ্ডের দেহের প্রহার ক্ষতগুলি আমরা দেখেছিলাম এবং নির্যাতন-মহিমায় উদ্ভাসিত তাঁর মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্যও আমরা নিরীক্ষণ করেছিলাম।

ঈশ্বর আমাদের সেই রাত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করেছিলেন। প্রার্থনার শেষে পুনরায় গৃহদ্বারে এসে আমরা দেখি, পুলিস বা পুলিসের গাড়ী সবই প্রস্থান করে গেছে!

জীবনে এই প্রথমবার আমি এই বীর খ্রীষ্ট সেবকের পরিবারের মধ্যে আগমন করি। আমরা দুজনেই অনুভব করি যে এর পরে আমাদের জীবনও আর পূর্বের মত আচার, আচরণ ও স্বভাব-প্রভাবিত থাকবে না।

সুতরাং আজ এই পুস্তকটির ভূমিকা লিখতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমার একান্ত প্রার্থনা: ঈশ্বর যেন অসংখ্য-হৃদয়ের মধ্যে পূর্ব ইউরোপের অসংখ্য অধিবাসীর জন্য সহানুভূতির সৃষ্টি করেন এবং যাঁরা নির্ভীকভাবে খ্রীষ্ট যীশুর জন্য নির্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করেছেন সেই সকলের জন্যে এবং অভাবগ্রস্ত গুপ্ত মণ্ডলীর জন্য মহা জাগরণের সৃষ্টি করেন।

—W. Stuart Harris, F. R. G. S.

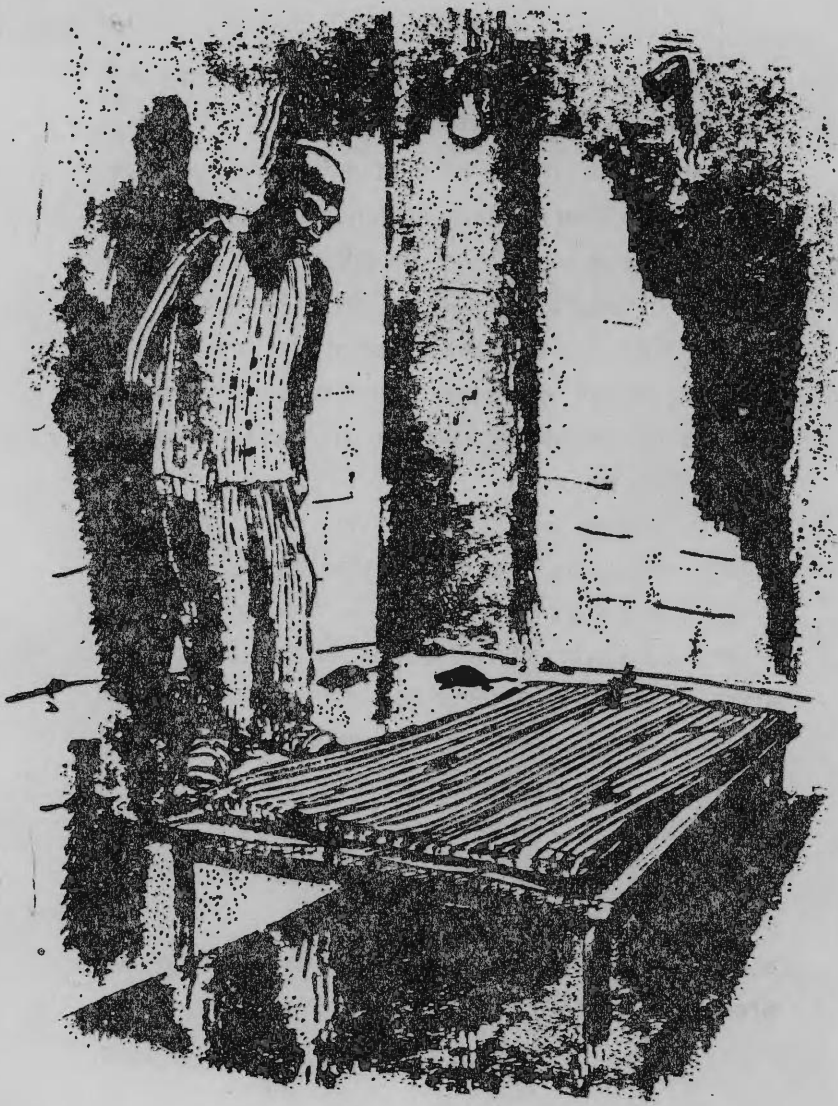

"গভীর মৃত্তিকার নিম্নে আমার নির্জন কারাকক্ষ।"

শোণিতের স্বাক্ষর

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ নাস্তিকের খ্রীষ্ট অন্বেষণ ॥

যে পরিবারে আমি লালিত ও পালিত হয়েছিলাম তার মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাসের কোন আবহাওয়াই ছিল না। বাল্যকালে কোন ধর্মশিক্ষাই আমি পাইনি, ফলে, চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময়ই বলতে গেলে, আমি একজন অতি-নিশ্চিত ও কঠিন-মনা নাস্তিক হয়ে উঠেছিলাম। শান্তিহীন ও তিক্ত শৈশবকালই এর জন্য দায়ী। জীবনের প্রথম থেকেই আমি মাতৃপিতৃহীন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দারিদ্র্যের নির্মম যন্ত্রণার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। সেই চৌদ্দ বছর বয়সেই আমি আজকের কম্যুনিষ্টদের মতই নাস্তিকতাবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। এ সম্বন্ধে বহু পুস্তকাদি আমি পাঠ করেছিলাম এবং ঈশ্বর বা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যে আমার অবিশ্বাস ছিল তা নয়, তবে, মানব মনের সুস্থতার জন্য এই ধারণাগুলি যে অতিশয় অনিষ্টকারক - তা আমি ঘৃণার সঙ্গে উপলব্ধি করতাম। সুতরাং, বলা যায় যে— ধর্মবিশ্বাসের প্রতি একটা তিক্ত মনোভাব নিয়েই আমি বড় হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে পৌছিয়ে উপলব্ধি করলাম যে, সেই আমাকেই ঈশ্বর মনোনীত করলেন— যদিও তার যথার্থ কারণ আমি কোন দিনই উপলব্ধি করতে পারিনি। এটুকু ভাল করেই জানতাম যে এ মনোনয়ন আমার চরিত্রগত কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর জন্য নয়। কেননা, আমার চরিত্র অতিশয় মন্দভাবাপন্ন ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করি যে, ঘোর নাস্তিক হলেও কতকটা অযৌক্তিক ভাবেই আমি গির্জাঘরের প্রতি প্রায়ই একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। কোন গির্জার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়ে তার মধ্যে প্রবেশ না করে আমি পারতাম না। যদিও গির্জার ভিতরের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে আমার কোন পরিষ্কার উপলব্ধি ছিল না। পুরোহিতের উপদেশ (সার্মন) শ্রবণ করতাম, কিন্তু হৃদয়-তন্ত্রীতে কোনই সাড়া জাগতো না। আমি দৃঢ় নিশ্চিত ছিলাম যে—ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর একজন মনিব এবং তাঁকে সদা-সর্বদা মান্য করতে হবে—এই ধারণা থাকাটাই আমার পক্ষে গভীর বিতৃষ্ণার বিষয় ছিল। কিন্তু—একটি কথা জানবার জন্য আমার মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই বিশ্ব-ভূমণ্ডলের কোথাও একটি গভীর প্রেমপূর্ণ হৃদয় আছে। বাল্যে বা তারুণ্যের অবস্থায় তেমন কোন আনন্দের আস্বাদ আমি ভোগ করিনি। বিশাল বিশ্ব-চরাচরের কোথাও একটি ভালবাসাপূর্ণ দরদী হৃদয়ে আমার জন্য স্পন্দন হয়—এ সংবাদ জানবার জন্য অন্তর মধ্যে আমি প্রায়ই গভীরভাবে আগ্রহান্বিত হতাম।

আমি অবশ্যই জানতাম যে, ঈশ্বর নাই, তথাপি, এইরকম একটি প্রেমিক ঈশ্বর কোথাও নেই—এ জন্যও আমার বেশ দুঃখ হত। মনে আছে, এইপ্রকার আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক সঙ্কটের অশান্তির মধ্যে একবার আমি একটি ক্যাথলিক উপাসনালয়ে ঢুকে পড়েছিলাম। দেখি, ভিতরে সকলেই তখন একসঙ্গে জানু পেতে কি যেন উচ্চারণ করে চলেছেন। ভাবলাম, আমিও তাঁদের নিকট জানু পেতে বসি এবং তাঁদের কথাগুলি অনুসরণ করে করে আমিও সেই সকল প্রার্থনা উচ্চারণ করে দেখি—কোন ফল পাওয়া যায় কি না। দেখলাম, তাঁরা একটি প্রার্থনা বারংবার বলে চলেছেন "Hail Mary full of Grace". আমিও কথাগুলি বারে বারে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকলাম এবং সম্মুখস্থ

কুমারী মরিয়মের মূর্তিটির দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু কিছুই ঘটল না! আমার সেদিন অত্যন্ত দুঃখ হয়েছিল।

আরও একদিনের কথা মনে পড়ে—

কঠিন নাস্তিকমনা হলেও সেদিন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। প্রার্থনার কথাগুলি কতকটা এই প্রকার ছিল—"ঈশ্বর, আমি নিশ্চিত জানি যে আপনার কোন অস্তিত্বই নাই। কিন্তু যদি একান্তই আপনি সত্য হন—যে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে—আপনাকে বিশ্বাস করা আমার কর্তব্যের মধ্যে নয়, বরং আপনারই কর্তব্য আমার সম্মুখে আপনার সত্তাকে প্রকাশিত ও প্রমাণিত করা।" আমি ঘোর নাস্তিক হলেও—সেই নাস্তিকতা কোন দিনই আমার হৃদয়ে শান্তি এনে দেয়নি।

পরে জানতে পেরেছিলাম যে, আমার মানসিক সঙ্কটের এই সময়টিতেই, রুমানিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের একটি গ্রামে একজন বৃদ্ধ ছুতার মিস্ত্রী এই প্রকার প্রার্থনা করে চলেছিলেন: "হে ঈশ্বর, এই সংসারে আমি তোমার সেবা করছি—আমার একান্ত কামনা যে সেই সেবা ও আরাধনার পুরস্কার এই পৃথিবীতে এবং পরে স্বর্গরাজ্যে তুমি আমাকে প্রদান কর। যেহেতু যীশু যীহুদী জাতিসম্ভূত ছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে যেন অন্ততঃ একটি যীহুদীকেও আমি যীশুর নিকটে আনতে পারি—এই পুরস্কারই আমি তোমার নিকট কামনা করি। আমি দরিদ্র, বৃদ্ধ ও রুগ্ন। আমার গ্রামে কোন যীহুদী নাই—অন্য কোথাও সন্ধান করতে যাওয়ার সাধ্যও আমার নাই। তুমিই দয়া করে এখানে একজন যীহুদীকে এনে দাও—যেন প্রাণপণ চেষ্টায় তাকেই আমি যীশুর চরণে নিয়ে আসতে পারি।"

নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে একটা দুর্নিবার আকর্ষণে আমি একদিন সেই গ্রামে এসে পড়লাম। সেখানে কোনই কাজ ছিল না আমার।

সমগ্র রুমানিয়ায় প্রায় বারো হাজার গ্রাম আছে। কিন্তু আমি এই বিশেষ গ্রামটিতেই গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি একজন যীহুদী জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুতার মিস্ত্রী মহা-সমাদরে আমার সঙ্গে পরিচয় ও সখ্যতা স্থাপন করলেন। কোন রূপসী তরুণীও সম্ভবতঃ তেমন উদগ্র সখ্যতা ও মনোযোগ পায় না! বৃদ্ধ যেন তার আকুল প্রার্থনার উত্তর-রূপেই আমাকে তার কাছে পেল এবং যথাসময়ে একটি বাইবেল আমাকে উপহার দিল। অবশ্য, সাহিত্য হিসাবে বাইবেল গ্রন্থখানি পূর্বেই আমার কয়েকবার পড়া ছিল। কিন্তু এ বাইবেলটি অন্য ধরনের ছিল। সে নিজেই আমাকে পরে বলেছিল যে, আমার এবং আমার পত্নীর অন্তরে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রার্থনা করেছিল। কাজেই, তার উপহার দেওয়া বাইবেলখানি কেবল ছাপার অক্ষর দিয়া পূর্ণ না হয়ে যেন প্রার্থনার শিখায় সমুজ্জ্বল প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। এই বাইবেলখানি, বলতে গেলে—আমি পড়তেই পারিনি। বইখানি নিয়ে আমার যেন ক্রন্দনের পালা আরম্ভ হয়ে গেল। যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও আমার নিকৃষ্ট জীবন, তাঁর পবিত্রতার সঙ্গে আমার অপবিত্রতা এবং তাঁর উদার প্রেমের সঙ্গে আমার ঘৃণার চিন্তা যেন আমাকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে তুললো। এইভাবে তিনি আমাকে একদিন তাঁর সম্পূর্ণ আপনার করে নিলেন! আমি খ্রীষ্টকে আমার জীবনে গ্রহণ করলাম!

তারপর আমার স্ত্রী-ও ধর্মান্তরিত হলেন। তাঁর চেষ্টায় আরও কয়েকজন খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং এই নবাগতদের উৎসাহে আরও বহুজন একে একে ধর্মান্তরিত হতে লাগলেন। শীঘ্রই দেখা গেল —রুমানিয়ার সেই অঞ্চলে একটি নূতন লুথারেন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা হল।

কতকটা এই সময়েই দেশে নাৎসীবাদের উদ্ভব ঘটল। আমাদের অশেষ কষ্টভোগ আরম্ভ হয়ে গেল। সারা রুমানিয়ায় এই নাৎসীবাদ

ক্রমে একটা কঠোর এক-নায়কত্ব সৃষ্টি করে তুললো। এদের দাপটে প্রোটেষ্টাণ্ট ও যীহুদী—উভয় সম্প্রদায়ই রীতিমত উৎপীড়িত হতে লাগল।

যথারীতি অভিষিক্ত এইং পৌরোহিত্যে উৎসর্গীকৃত হওয়ার পূর্বেই নতুন মণ্ডলীর সূচনাকারী হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই আমি এর নেতৃত্বপদ পেয়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত দায়িত্বভারও যেন আমার ওপরে এসে গিয়েছিল। ফলে, পত্নীর সঙ্গে আমাকে কয়েক বারই গ্রেফতার করা হল এবং পরিশেষে প্রহার ও লাঞ্ছনার পরে নাৎসী বিচারকদের আদালতে উপস্থিত করা হল। নাৎসী উৎপীড়নের কোন মাত্রা ছিল না, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে, কম্যুনিষ্ট অত্যাচারের তুলনায় তা ভূমিকা মাত্র!

এই সময়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের পুত্র মিহাই-এর অ-যীহুদী নামকরণ করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম।

ক্রমে ক্রমে দেখলাম, নাৎসীদের এই অত্যাচার ও উৎপীড়ন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী হয়ে উঠল। দৈহিক উৎপীড়ন ও প্রহারকে সহ্য করার পথে আমরা ক্রমেই এগিয়ে যেতে থাকলাম। আমরা দেখলাম, ঈশ্বরের দয়া ও সাহায্যে অকথ্য ও অবর্ণনীয় অত্যাচারও সহ্য করা যায়। এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা গোপনে খ্রীষ্টীয় ধর্মাচার ও ক্রিয়াকলাপ পরিচালনায় দক্ষতা আয়ত্ত করতে লাগলাম। ক্রমে, ভবিষ্যতের আরও নিষ্ঠুর ও কঠোর দুর্দিনের জন্য আমরা ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে থাকলাম।

॥ রুশীয়দের মধ্যে কার্যবিস্তার ॥

দীক্ষা গ্রহণের দিন থেকেই আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হল যেন রুশদের নিকটে আমার সাক্ষ্য ও প্রচার ফলপ্রসূ হয়। পূর্বে অবিশ্বাসী ছিলাম বলেই সম্ভবতঃ এইপ্রকার মনোভাব আমার গড়ে উঠেছিল। জন্ম থেকেই রুশরা নিরীশ্বরবাদের মধ্যেই লালিত ও বর্ধিত হয়। ওদের কাছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি আমার একদিন পূর্ণ হল। নাৎসীদের সময় থেকেই

এটি সম্ভব হয়েছিল। কারণ, এই সময়ে রুমানিয়াতে কয়েক সহস্র রুশ যুদ্ধবন্দী ছিল—এবং এদের ভিতরেই আমরা খ্রীষ্টধর্মের প্রচার আরম্ভ করি।

এই প্রচার অভিযানটি যেমন অভিনব তেমনি গভীর বেদনাদায়ক। একটি রুশীয় বন্দী-সৈনিকের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের স্মৃতি আমি জীবনে কোন দিন ভুলতে পারব না।

লোকটি বলল, সে একজন ইঞ্জিনীয়ার। আমি প্রশ্ন করলাম—সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কিনা?

যদি সে 'না, করি না' উত্তর দিত - আমার কিছুই মনে হত না। কেননা, প্রত্যেক মানুষেরই যে কোন বিষয়ে বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস করার অধিকার আছে। কিন্তু, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে সে দুটি চোখের নির্বোধ দৃষ্টি তুলে আমার দিকে চেয়ে একান্ত অসহায় ভাবে বলল, বিশ্বাস করা বা না করা সম্বন্ধে আমি আজও কোন সামরিক নির্দেশ পাইনি। আদেশ পেলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে আমি প্রস্তুত আছি!

আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। আমার চোখ থেকে অশ্রুর ধারা গড়াতে লাগলো। আমার হৃদয় যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগলো। অবাক-বিস্ময়ে আমি দেখলাম—আমার সম্মুখে একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে—যার সমস্ত মন মৃত! মানব-জীবনে ঈশ্বরের যে প্রধান ও পরম দান, তার মানব-সত্ত্বা, তাই-ই সে হারিয়ে ফেলেছে। উপলব্ধি করলাম, কম্যুনিষ্ট কর্তাদের 'মগজ-ধোলাই' প্রক্রিয়ার এই একটি অতিজীবন্ত নিদর্শন! উপরওলার আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই কোন কিছুতে বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস করার জন্য যে সর্বদাই প্রস্তুত! নিজের চিন্তার স্বাধীনতা তার নেই। রুশীয় সাম্যবাদীর প্রভাব ও পরিণাম—এই ইঞ্জিনীয়ার বন্দী-সৈনিক!

মানুষের মন ও আত্মার উপরে কম্যুনিজমের এই অপপ্রভাবের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করে একদিন আমি আমার ঈশ্বরের নিকটে শপথবদ্ধ হলাম, এদের জন্যই আমি জীবন উৎসর্গ করব। আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি এদের নিজস্ব মন ও আত্মাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং এদের সেই নব জাগ্রত অন্তরের মধ্যে ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য।

রুশীয়দের কাছে পৌছাবার জন্য আমাকে রাশিয়ায় যেতে হল না।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট থেকে আরম্ভ হল রুমানিয়ায় রুশীয় আক্রমণ এবং ক্রমে ক্রমে দশ লক্ষ রুশ সৈন্য সমগ্র রুমানিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করল। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল দুঃখ-যন্ত্রণাময় দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে আমরা অনেকেই বিগত নাৎসী-লাঞ্ছনার দিনগুলির কথা ভাবতে লাগলাম।

এই সময়ে রুমানিয়ার এক কোটি আশী লক্ষ নরনারীর মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য-সংখ্যা ছিল মাত্র দশ হাজার! কিন্তু রুশ পররাষ্ট্রসচিব ভিশিন্স্কি রাজা মাইকেলের রাজকীয় দপ্তরে প্রবেশ করে উচ্চকণ্ঠে আদেশ জারি করলেন—সরকারী উচ্চপদে যেন অবিলম্বে কম্যুনিষ্টদের নিয়োগ করা হয়!

আমাদের পুলিস ও সৈন্যেরা পূর্ব হতেই নিরস্ত্র ছিল। অতএব সকলের অবজ্ঞা ও ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখেই রুমানিয়ান কম্যুনিষ্ট শক্তির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অপ্রত্যক্ষভাবে মার্কিন ও ব্রিটিশ সমর্থনও পূর্ণরূপেই এই পরিবর্তনের সহায়তা করেছিল!

কেবল ব্যক্তিগত পাপ নয়, জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল পাপাচরণ—আমরা সে সকলের জন্যও ঈশ্বরের নিকটে দায়ী। পরাভূত রাষ্ট্রগুলির বন্দীদের উপরে যে সকল নির্মম আচরণ সংঘটিত হয়েছে মার্কিন ও ব্রিটিশ খ্রীষ্টীয়ানদের হৃদয়-হীনতাও সেজন্য দায়ী। সেই

সময়ের মার্কিন কর্তৃপক্ষ ভালভাবেই জানেন যে, বহু ক্ষেত্রে তাঁরা রুশ-শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের উপরে অবর্ণনীয় বিভীষিকা ও হত্যার রাজত্ব কায়েম করে দিয়েছিলেন। মার্কিনী খ্রীষ্টীয়ানদের আজ সেই সমস্ত বন্দী মানবগোষ্ঠীদের খ্রীষ্টীয় সভ্যতার আলোকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় আন্তরিক প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

॥ ভালবাসা এবং ভ্রষ্টতার প্রলোভনের ভাষা ॥

রাষ্ট্রীয় শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কম্যুনিষ্টরা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রতি কৌশলের সঙ্গে প্রলোভনের নীতি আরম্ভ করল। কেননা, সকলেই জানেন যে ভালবাসার ভাষা এবং ভ্রষ্টতার পথে প্রলুব্ধ করার ভাষা প্রকাশ্যে একই! একটি তরুণীকে যে পত্নীরূপে কামনা করে এবং যে ক্ষণস্থায়ী আনন্দভোগের পরে পরিত্যাগের চিন্তা পোষণ করে—দুজনেই প্রকাশ্যে বলে থাকে "তোমাকে ভালবাসি"!

যীশু খ্রীষ্ট আমাদের এই ভালবাসা ও প্রলুব্ধকরণের ভাষার পার্থক্য করতে আদেশ করেছেন এবং ভেড়ার আবরণে নেকড়ের পরিচয় জানতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু, যখন কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্রীয় শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো, সহস্র সহস্র পাদরী পুরোহিত ও মণ্ডলী প্রধানেরা তখন যেন মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন তাঁদের যথার্থ বক্তব্য ও পরিচয় বুঝতে গিয়ে।

একটি নির্দিষ্ট দিনে রাষ্ট্রীয় পরিষদভবনে দেশের সমস্ত খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়-গুলির সম্মেলন কম্যুনিষ্টরা আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে সর্বস্তরের ও সম্প্রদায়ের প্রায় চার হাজার পুরোহিত ও মণ্ডলী প্রধানেরা যোগদান করলেন। সভার প্রারম্ভেই এই চার হাজার মণ্ডলী প্রধানেরা সমবেত-ভাবে জোসেফ ষ্টালিনকেই সম্মেলনের মাননীয় সভাপতি বরণ করলেন। যদিও, এই জোসেফ ষ্টালিনই নিরশ্বরবাদী বিশ্ব আন্দোলনের সভাপতি এবং খ্রীষ্টীয়ানদের পাইকারী হারে হত্যার নায়ক ছিলেন।

একের পর এক বিশপ ও পুরোহিতেরা সম্মেলনের সভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন,—সাম্যবাদ ও খ্রীষ্ট ধর্ম মূলতঃ একই এবং এই দুই প্রকার মত-বিশ্বাসের সহাবস্থানের কোনই বাধা নাই। পুরোহিত মহাশয়েরা দ্ব্যর্থহীন বাক্যে সাম্যবাদের প্রশংসা-গান করলেন এবং দেশের নতুন প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সর্বাঙ্গীণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন!

আমার স্ত্রী এবং আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমার স্ত্রী আমার পাশেই ছিলেন। এক সময়ে তিনি আর থাকতে না পেরে বললেন, রিচার্ড, ওরা খ্রীষ্টের মুখে থুতু দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো না? উঠে দাঁড়াও, সব থুতু ধুয়ে দাও।

কম্পিত স্বরে চুপি চুপি আমি বললাম, তা যদি এখন করি, তুমি স্বামী হারা হবে।

আমার স্ত্রী বললেন, আমার স্বামী এত কাপুরুষ হবে, তাও যে আমি ভাবতে পাচ্ছি না গো—

মনে মনে প্রস্তুত হয়েই আমি উঠে দাঁড়ালাম। ধীর ও স্পষ্টোচ্চারণে খ্রীষ্টীয়ান হত্যাকারীদের কোন প্রশংসা না করে আমি খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করে বললাম,—খ্রীষ্টীয়ান হিসাবে আমাদের প্রাথমিক বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতা তাঁর প্রতি অচল থাকা দরকার। আমরা অন্য যা কিছু বলি বা করি—আমাদের প্রথম কর্তব্যে যেন আমরা স্থির থাকি।

বলাই বাহুল্য, কম্যুনিষ্ট পরিষদের এই সম্মিলনের সমস্ত ভাষণ ও বক্তৃতাই সেদিন মাইকের সাহায্যে সর্বত্র প্রচারিত করা হয়েছিল এবং দুর্লভ সুযোগে আমার এই অতি সংক্ষিপ্ত কথাগুলিও সেদিন চতুর্দিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল! কিন্তু, প্রাণসংশয় না ঘটলেও এই কারণে আমাকে পরে বেশ কষ্টভোগ করতে হয়েছিল।

ক্রমে প্রোটেষ্টাণ্ট ও Orthodox মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকটে নতি স্বীকার প্রতিযোগিতায় যেন মেতে উঠলেন। নিজের পোষাকে হাতুড়ি ও কাস্তের ছাপ তুলে নিয়ে একজন Orthodox বিশপ তাঁর অধীনস্থ সকল পুরোহিত ও পাদরীদের নির্দেশ দান করলেন—এখন থেকে আমাকে "your grace"-এর বদলে "Comrade Bishop" বলবেন! রেশিতা শহরে অনুষ্ঠিত একটি ব্যাপটিষ্ট সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে দেখলাম—রণস্থলে লাল ঝাণ্ডার প্রাচুর্য এবং সভার প্রারম্ভে সকলে দণ্ডায়মান হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়গান করলেন। ব্যাপটিষ্ট সভাপতি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, মাননীয় ষ্টালিন এ পর্যন্ত মহান ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা অনুসারেই সমস্ত কিছু সম্পাদন করেছেন। বাইবেল ধর্মশাস্ত্রের একজন পরম বাস্তববাদী শিক্ষক হিসাবে ষ্টালিনকে তিনি প্রকাশ্যে অভিহিত করলেন।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ পুরোহিত—Patrascoin এবং Rosianu আরও সোজাসুজি এই প্রশংসা ও উচ্ছ্বাসে অগ্রসর হলেন। এঁরা পরে গুপ্ত পুলিস বিভাগের পদস্থ অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন। রুমানিয়ার লুথারেন মণ্ডলীর সহকারী বিশপ Rapp ধর্মতত্ত্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকালে বললেন, ঈশ্বর আমাদের জন্য তিনবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন—প্রথমবার মোশি—দ্বিতীয়বার যীশু এবং তৃতীয়বার মহামান্য ষ্টালিনের মাধ্যমে! প্রতিবারই পূর্বাপেক্ষা উন্নত ও সংশোধিতভাবে।

মনে রাখা দরকার যে প্রকৃত ব্যাপটিষ্ট সভ্যেরা, যাঁরা এই সকল ক্রিয়া-কলাপের সমর্থন করতেন না এবং খ্রীষ্টের প্রতি আস্থায় ও বিশ্বাসে স্থির ছিলেন, তাঁদের বহু কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু, কম্যুনিষ্ট-সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত এই সকল নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বকে অস্বীকার করারও কোন উপায় তাঁদের ছিল না। কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত এই সকল

মণ্ডলী প্রধানেরা পরে প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের বহু দুঃখ ও উৎপীড়নের কারণ হয়েছিলেন।

রুশ বিপ্লবের পরে সেখানে রুশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত মণ্ডলীর মত, রুমানিয়ায় কম্যুনিষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বাধ্য হয়ে গুপ্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপনের আয়োজন করতে হল। পরিচিত মাণ্ডলিক নেতৃবৃন্দের অনেকেই এখন আমাদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের গুপ্ত মণ্ডলীর প্রচার, প্রার্থনা ও বিশ্বাসীদের মধ্যে সংযোগসাধনের এই কার্যসূচীকে কম্যুনিষ্টরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং সরকার স্বীকৃত মণ্ডলী প্রধানেরা সমর্থন প্রকাশ করলেন।

কয়েকজনের সঙ্গে আমিও এই গুপ্ত প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করলাম। প্রকাশ্য বিচারে আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত হওয়ায় এই গুপ্ত মণ্ডলীর কাজে সেটা বেশ সুবিধাজনকই হয়েছিল। নরওয়ে লুথারেন মিশনের অধীনস্থ পুরোহিত হিসাবে আমি এই সময়ে রুমানিয়ার খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর তরফ হতে বিশ্ব মণ্ডলী পরিষদের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত ছিলাম। (এই সংস্থাটি সে সময়ে সাধারণ ত্রাণকার্য ছাড়া আর কিছুই করতেন না) আমার প্রকাশ্য পরিচয়-দুটির জন্য কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমার গোপন কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারতেন না।

আমাদের এই গোপন অভিযানের দুটি শাখা ছিল :

প্রথম—দশ লক্ষ রুশ সৈন্যদের মধ্যে এবং

দ্বিতীয়—কম্যুনিষ্ট শক্তি পর্যুদস্ত ও প্রভাবিত লক্ষ রুমানিয়াবাসীদের মধ্যে।

॥ রুশীয়দের অতি পিপাসিত আত্মা ॥

রুশীয়দের নিকটে সুসমাচার প্রচারের কাজ আমার নিকটে যেন স্বর্গসুখের মতন হল। বহু জাতির লোকের নিকটে আমি সুসমাচার

প্রচার করেছি—কিন্তু রুশীয়দের মতন এমন করে সুসমাচারের কথা গ্রহণ করতে আমি আর কোন জাতিকে দেখিনি।

আমার এক বন্ধু—একজন orthodox পুরোহিত একদিন টেলিফোন করে বললেন—একজন রাশিয়ান অফিসার তাঁর নিকটে পাপ-স্বীকার করতে চান। বন্ধুটি রুশীয় ভাষা না জানায়, আমার জানা আছে জেনে তাঁকে আমার কাছেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন। পরদিনই ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। লোকটি ঈশ্বরকে প্রেম করেন, ঈশ্বরের জন্য মনে মনে ব্যাকুলতা বোধ করেন, কিন্তু তিনি কোনদিনই বাইবেল দেখেন নি। কোনদিন কোন গির্জায় উপাসনায় তিনি যোগদান করেন নি। রাশিয়ায় গির্জার সংখ্যাও অতিশয় অল্প। ধর্মীয় কোনপ্রকার শিক্ষাই তাঁর ছিল না। ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জেনেই তিনি ঈশ্বরকে প্রেম করতেন।

ধর্মপুস্তক থেকে যীশুর পার্বতীয় উপদেশ এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত-মূলক গল্পগুলি আমি তাঁকে পড়ে শোনালাম। এইগুলি শোনার পরে লোকটি আনন্দে ঘরময় নৃত্য করতে লাগলেন।—কি আশ্চর্য-জনক কথা। এমন খ্রীষ্টকে না জেনে আমি কি করে এতদিন বেঁচে ছিলাম?

আমার জীবনেও এই আমি প্রথম দেখলাম যে, যীশু খ্রীষ্টের কথা শুনে কোন লোক এতখানি বিহ্বল হতে পারে। এর পরেই কিন্তু আমি একটা ভুল করে ফেললাম। কোনপ্রকার মানসিক প্রস্তুতির সুযোগ ও সময় দেওয়ার পূর্বেই আমি তাঁর কাছে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও ক্রুশারোপণ-পর্ব এবং মৃত্যুকাহিনী পড়ে শোনাতে লাগলাম।

আমার ভুল আমি শীঘ্রই বুঝতে পারলাম। বেচারা এই কাহিনীর জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। খ্রীষ্টকে প্রহার, অপমান ও যন্ত্রণা-ভোগ করতে করতে অবশেষে মৃত্যুবরণ করতে শুনে লোকটি তাঁর

বড় চেয়ারেই শুয়ে পড়ে অশান্তভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। যাঁকে তিনি জীবনের ত্রাণকর্তারূপে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেছিলেন—আজ সেই ত্রাণকর্তা নিজেই বিপক্ষীয়দের হস্তে প্রাণত্যাগ করলেন! ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমার অনুশোচনার সীমা রইল না। আমি নিজেকে বিশ্বাসী খ্রীষ্টান বলি, পুরোহিত ও শিক্ষকরূপে গণ্য করি, কিন্তু এই অপরিচিত রুশীয় ভদ্রলোকটির মত খ্রীষ্টের যাতনা ও মৃত্যুর এই মর্মবেদনা তো কোনদিন নিজে এমনভাবে অনুভব করিনি? ওর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হল যেন, মগ্দলিনী মরিয়ম নতুন মূর্তি ধরে আমার সম্মুখে ক্রন্দনরতা হয়েছেন!

কিছুক্ষণ পরে আমি খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে পড়তে আরম্ভ করলাম। বেচারা প্রথমে বুঝতেই পারেন নি যে, তাঁর ত্রাণকর্তা কবর পরিত্যাগ করে পুনরায় জীবিত হয়েছেন। যখন সমস্ত কাহিনীটা তিনি বুঝলেন, তখন আকস্মিক আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে তিনি সাধারণ সৈনিকের মতই একটা অশালীন উল্লাসোক্তি করে ফেললেন! আমি বুঝতেই পারলাম, কোনপ্রকার ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা না থাকার জন্য তাঁর পক্ষে এই অপ্রত্যাশিত ও আশাতিরিক্ত উল্লাস প্রকাশের ভাষাটা যে আরও পবিত্র ও সভ্য হওয়া আবশ্যক—সে কথা তাঁর জানাই ছিল না। আর একবার মহানন্দে ঘরময় ঘুরে ঘুরে তিনি নৃত্য জুড়ে দিলেন। তাঁর আনন্দের মাত্রাও যেন কোন বাধা বা সীমা মানতে চাইল না!

আমি বললাম, আসুন, আমরা 'প্রার্থনা করি'! বেচারা প্রার্থনা কাকে বলে তাই-ই জানেন না। জানেন না আমাদের পরিচিত ও পবিত্র বিনতি বাক্যগুলি! আমার পাশেই জানু পেতে তিনি সরল ও সাদাসিধে ভাবে প্রার্থনা আরম্ভ করে দিলেন: "হে ঈশ্বর, তুমি কি চমৎকার লোক! আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম এবং তুমিও

আমার স্থলে, তাহলে আমি কখনই তোমার পাপ ও অন্যায়গুলি ক্ষমা করতাম না! কিন্তু, দেখতেই পাচ্ছি—তুমি সত্যিই খুব চমৎকার লোক আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে ভালবাসি!"

প্রার্থনাটি আমাদের পরিচিত ও বাঁধা পদ্ধতি অনুযায়ী না হলেও, আমার মনে হয়, স্বর্গের দূতেরা সেই সময়ে তাদের হাতের সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে এই রাশিয়ান অফিসারের প্রার্থনাটি আকুল আগ্রহে শ্রবণ করছিলেন! কৃতজ্ঞ চিত্তে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম যে, লোকটিকে অবশেষে যীশু খ্রীষ্টের নিকটে আনা সম্ভব হয়েছে।

একদিন একটা দোকানে একজন রুশীয় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার দেখা হল। তাঁর সঙ্গে একজন মহিলা কর্মচারীও ছিলেন। কিছু জিনিসপত্র কিনছিলেন তাঁরা। কিন্তু, দোকানী রুশ ভাষা না বুঝতে পারায় ওঁদের অশান্তি লক্ষ্য করে আমি ওঁদের দোভাষীর ভূমিকায় সাহায্য করতে অগ্রসর হলাম। ফলে, অবিলম্বে ওঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল। বেলা বেড়ে যেতে আমি ওঁদের আমার ঘরে আহারের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলাম।

আহারের প্রাক্‌কালে আমি বললাম: "আপনারা একটি খ্রীষ্টীয়ান পরিবারে এসেছেন। আমরা আহারের পূর্বে প্রার্থনায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি, আসুন!" ওঁরা দুজনেই চমকে গেলেন। প্রার্থনাটি আমি রুশ ভাষাতেই করলাম! তারপর সবই যেন ওলোটপালোট হয়ে গেল। হাতের কাঁটা ও চামচ পাশে রেখে দিয়ে ওঁরা দুজনে আমার দিকে প্রথমে বিমূঢ়ের ন্যায় চেয়ে রইলেন। তারপরে আরম্ভ হল ওঁদের প্রশ্নের পালা। ঈশ্বরের সম্বন্ধে, যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে এবং বাইবেলের সম্বন্ধে। উচ্চশিক্ষিত হলেও এসব ওঁরা কিছুই জানতেন না!

ওঁদের সঙ্গে কথা বলা তেমন সহজ কাজ মনে হল না আমার। সেই হারানো মেষের কাহিনীটা বলতে গিয়েই আমি এটা বুঝতে পারলাম।

একজন লোকের একশত মেষ ছিল—শুনেই ওঁরা আপত্তি করলেন, "সে কি কথা! একটা লোকের একশত মেষ থাকবে কেন? সরকারী যৌথ খামারে জমা পড়বে না?" যখন আমি বললাম যে—যীশু ছিলেন রাজাদের রাজা। ওঁরা বলে উঠলেন, রাজারা সকলেই তো স্বার্থপর ও অত্যাচারী, যীশুও নিশ্চয়ই তাদেরই একজন ছিলেন। এর পরে, দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দৃষ্টান্তটি শুনে ওঁরা বললেন, "শ্রমিকেরা মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তো ভালই করেছিল। দ্রাক্ষাক্ষেত্রটিও সরাসরি যৌথ খামারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল।"

দেখা গেল, আমার কথাবার্তার অধিকাংশই ওঁদের নিকট নূতন ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে লাগল। যীশুর জন্ম-কাহিনী শুনে এমন একটি প্রশ্ন করে বসলেন, সেটা যে কোন বিশ্বাসীর শ্রবণেই পাপ ও ঈশ্বরনিন্দা বলে মনে হবে:

"তাহলে মরিয়ম কি ঈশ্বরের স্ত্রী ছিলেন?"

কেবল এই দুইজন নয় আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝতে আরম্ভ করলাম যে, এতকাল জন্মাবধি সাম্যবাদের ধারাবাহিক শিক্ষা-দীক্ষার পরে এখন এই সব রুশদের নিকট ধর্মপ্রচার করতে হলে আমাদের নূতন পদ্ধতি ও ভাষার ব্যবহার করতে হবে।

মধ্য আফ্রিকায় যে-সব মিশনারী ধর্মপ্রচারের জন্য প্রথমে গিয়েছিলেন, তাঁরাও এই প্রকার অসুবিধায় পড়েছিলেন। যিশাইয় ভাববাদীর উক্তি: "তোমার পাপের রং রক্তবর্ণ হলেও তা হিম অপেক্ষাও শুক্লবর্ণ হবে।" একথা কিছুতেই কাউকে বোঝাতে সক্ষম হননি। কেননা সেখানকার লোকে হিম কোনদিন দেখেনি! হিম বা তুষার সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের নেই! অতএব প্রচারকদের এই বলতে হল: "তোমার পাপ নারিকেলের শাঁসের ন্যায় শুভ্র হইবে!"

সুতরাং আমাদেরও এইবার সুসমাচারগুলিকে একে একে মার্কস-য়

ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গী অনুসারে পুনর্বিন্যাস করতে হল। আমাদের নিজেদের চেষ্টায় এ-কাজ একান্তই দুরূহ ছিল। কিন্তু—আত্মার পরিচালনায় আমরাও একদিন এ-কাজ সম্পাদন করলাম।

বলতে গেলে, প্রায় সেই দিনেই সেই ক্যাপ্টেন এবং মহিলা অফিসার খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, পরে, আমাদের এই গোপন ধর্মপ্রচার অভিযানে এঁরা দুজনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।

সুসমাচারের এই সব রূপান্তর ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সাহিত্য গোপনে ছাপা হতে লাগলো এবং গোপনেই রুশদের মধ্যে বিলি হতে লাগলো। ক্রমে এইসকল ধর্মান্তরিত রুশ সৈনিকদের সহায়তায় প্রচুর পরিমাণে বাইবেল ও তার খণ্ডাংশ আমরা রাশিয়ায় প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এই সকল রুশীয় সৈনিকদের নিকটে বাইবেল ও সুসমাচারের বই পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমরা আর একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করতাম। এঁদের অধিকাংশই আপন গৃহ ও পরিবার হতে বহু দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে ও প্রবাসে জীবন যাপন করছিল। রুশীয়রা সাধারণতঃই আপন পরিবার ও গৃহ-অনুরক্ত! এদের অনেকেরই ঘরে ছেলেমেয়ে ছিল। তাছাড়া—রুশরা খুবই ছেলেমেয়ে ভক্ত!

আমার পুত্র মিহাই এবং অন্যান্য দশ বৎসরের কম ছেলেমেয়েরা প্রায়ই ওদের নিকটে যেতে আরম্ভ করল। প্রায় প্রতি জনের সঙ্গে বাইবেল ও সুসমাচারের বই লুকানো থাকতো। রুশ সৈনিকরা এদের কাছে ডাকতো, আদর করত, নানা কথা বলত, গান শুনতো এবং প্রায়ই লজেন্স, চকোলেট ইত্যাদি দিয়ে খুশী করত। তখন এরাও পকেট বা থলের মধ্যে থেকে বইগুলি বার করে ওদের হাতে তুলে দিত।

দেখা গেল, আমাদের পক্ষে যে কাজ অতিশয় বিপজ্জনক হতে পারতো—আমাদের ছেলেমেয়েরা সামান্য একটু সাবধানতার মধ্যে অতি

সহজেই সেই কাজ সম্পন্ন করতে লাগলো। বলতে গেলে রুশ সৈন্যদের নিকটে এরাই তরুণ মিশনারী হয়ে উঠল। এর ফলাফলও অতিশয় উল্লেখযোগ্য হতে লাগলো। প্রচুর বই তারা নিতে আরম্ভ করল এবং হাতে হাতে বহুজনের নিকটে প্রেরিত হতে থাকল…

রুশ সৈন্য শিবিরে প্রচার আরম্ভ ॥

ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য ও প্রচার ছাড়াও এই সময়ে আমরা রুশদের মধ্যে ছোট ছোট দলীয় প্রার্থনা সভারও ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম।

রুশরা খুবই ঘড়ি ভক্ত। সৈনিকদের মধ্যে ঘড়ি-চুরির খুবই হিড়িক ছিল। পথের মধ্যে একাকী পথিকদের থামিয়ে ওরা ঘড়ি কেড়ে নিত। দেশে কোনদিন তারা ঘড়ি ব্যবহার করতে পায়নি, ওদের কারোরই ঘড়ি ছিল না, সুতরাং—এখন এই ঘড়ি সম্বন্ধে তাদের রীতিমত দুর্বলতা ছিল। যতই পাক—কিছুতেই যেন ওদের ঘড়ি সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা মিটতো না।

অনেক সময় রুমানিয়ানরা ওদের কাছে সস্তায় ঘড়ি কিনতে যেত। অনেক সময়ে অনেক চুরি করা ঘড়িই আবার ওরা প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দামে বিক্রী করে দিত। কাজে কাজেই রুমানিয়ানদের পক্ষেও এই ঘড়ি কেনার অজুহাতে রুশীয় শিবিরে যাওয়া আসা ক্রমেই সহজ হয়ে গেল।

গোপন মণ্ডলীর তরফ থেকে আমরাও এই সুযোগ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলাম। প্রথম প্রচেষ্টার আয়োজন করতে উদ্যত হয়ে আমি মাণ্ডলীক পর্বসূচী অনুযায়ী সাধু পৌল ও পিতরের দিনটি ধার্য করলাম। রুশ সৈন্য শিবিরে আমি সেই ঘড়ি ক্রেতার পরিচিত ভূমিকাতেই উপস্থিত হলাম।

প্রথম ঘড়িটি দেখে সেটার খুব বেশী দাম বলে আমি পিছিয়ে এলাম,

অন্য একটি খুব ছোট, অপরটি খুব বড়—এইভাবে আমি কাল হরণ করতে লাগলাম। ক্রমে ক্রমে বেশ অনেক জন সৈনিক আমাকে ঘিরে এসে দাঁড়াল। যার যার নিজের বস্তুগুলি আমাকে সুলভে বিক্রয় করার জন্য আগ্রহ দেখাল। আমিও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের মধ্যে পৌল বা পিতর নামে কেউ আছে কি?

কয়েক জনই সাগ্রহে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো।

আমি বললাম, তোমরা কি জানো যে আদি খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী আজকের দিনটাকে সাধু পৌল ও পিতরের দিনরূপে বিশেষভাবে সম্মান ও পালন করেন? দেখলাম, জনকয়েক বয়স্ক রুশ সে কথা জানে। সুতরাং আমি এইবার বললাম, কিন্তু এই পৌল বা পিতর কে ছিলেন তা কি তোমরা জানো?

—না—কেউই জানে না—

আমি তখন তাদের নিকটে সাধু পৌল ও পিতরের কথা বলতে আরম্ভ করলাম। একজন বয়স্ক রুশ সৈনিক আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, তাহলে আপনি এখানে ঘড়ি কিনতে আসেন নি, আপনার ধর্মবিশ্বাসের কথা বলতে এসেছেন, কেমন? আসুন, আপনি এইখানে বসুন—তারপর ধীরে ধীরে বলুন। আমরা শুনতে চাই। কিন্তু—খুব সাবধান। আমরা জানি কাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে। এখানে যারা বসে আছে—এরা সকলেই ভাল লোক। যখন আপনার হাঁটুতে আমি হাত রাখবো—সঙ্গে সঙ্গে আপনি তখন কেবল ঘড়ির কথা বলবেন, হাত সরিয়ে নিলে—আবার এই কথা ধরবেন।

দেখলাম—ইতিমধ্যে আরও অনেকেই আমার চারিদিকে এসে জড় হয়েছে। আমিও সবিস্তারে পৌল ও পিতর এবং খ্রীষ্ট—যাঁর জন্য পৌল ও পিতর প্রাণত্যাগ করেছিলেন—এই সকল কথা তাদের বললাম। মধ্যে মধ্যে কয়েকবারই অবশ্য, আমার হাঁটুতে সে লোকটি হাত

রাখলেন এবং আমিও তাঁর পূর্ব শিক্ষামত ঘড়ির প্রসঙ্গে কথা আরম্ভ করলাম।

বলা বাহুল্য, এই ভাবে আমি বহু দিন এই সৈন্যশিবিরে আগমন করে প্রচারকার্য চালিয়েছি। রুশীয় খ্রীষ্ট ভক্তরা আমাকে এ প্রচেষ্টায় খুবই সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছেন—বহু সাথী ও বন্ধুকেও আমার কাছে নিয়ে এসেছেন ধর্মকথা শোনাবার জন্যে। শত শত খণ্ড সুসমাচার ও বাইবেল-এর খণ্ড-পুস্তক এখানে গোপনে বিতরণ করা হতে থাকলো। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা দরকার যে, আমাদের দলের বেশ কয়েকজন গোপন-প্রচারক এই প্রচেষ্টায় ধরা পড়লেন এবং প্রহার ও অন্যান্য শাস্তি ভোগ করলেন। কিন্তু লাঞ্ছনা বা অপমান যতই হোক, কেউ-ই এই গুপ্ত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নি।

এই কাজের মধ্যে আমাদের পুরস্কারও দিল প্রচুর। গুপ্ত-প্রচার অভিযানের বহু রুশীয় সহকর্মীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটত, তখন নানা কথাবার্তার মধ্যে তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও আমরা শুনতাম। অনেকের মধ্যে আমরা চরিত্রবান সাধুর সন্ধান পেতাম। সাম্যবাদী শিক্ষা ও নিয়মের মধ্যে এমন কি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা পার হয়ে এসেও তাঁদের আত্মিক সত্তা এখনও প্রভাবমুক্ত, নির্দোষ ও পবিত্র ভাবেই সুরক্ষিত ছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই বলতেন, আমাদের পতাকায় কাস্তে-হাতুড়ি ও তারকার চিহ্ন যে যীশু খ্রীষ্টের ধর্মবিরোধী তা আমরা জানি এবং জেনেশুনেই ঐ প্রতীক চিহ্ন আমরা আমাদের সামরিক পোশাকে ও টুপীতে বহন করে বেড়াই।

ওদের কথার মধ্যে গভীর বেদনার আভাস থাকতো। এঁরা সকলেই রুশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সুসমাচার প্রচারের কাজে যথেষ্ট সহায়তা দান করতেন।

সময়ে সময়ে একটি বৃহৎ পার্থক্যের কথা আমি লক্ষ্য করতাম। এঁদের জীবনে খ্রীষ্টীয়ানের সকল প্রকার গুণ ও বৈশিষ্ট্যই দেখা যেত, কেবল একটি বিষয় ছাড়া। সেটি হচ্ছে—খ্রীষ্টীয় স্বভাবের নির্মল আনন্দ। এ আনন্দ বা প্রফুল্লতা কেবল কথাবার্তার সময়ে ফুটে উঠতো তাঁদের মধ্যে। অন্য সময়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। আমার প্রথমে খুবই অবাক লাগতো। একজন ব্যাপটিষ্ট মতাবলম্বীকে একদিন আমি প্রশ্ন করি: আপনার জীবনে আনন্দ নেই কেন?

তিনি কম্পিত স্বরে বললেন, জানেন না কেন? আমার মণ্ডলীর পুরোহিতের কাছে আমাকে প্রতিনিয়ত গোপন করতে হয় যে, আমি একজন গোপনে দীক্ষাপ্রাপ্ত সক্রিয় খ্রীষ্টান। আমার জীবনে প্রার্থনা আছে এবং আমি এই গুপ্তমণ্ডলী ও প্রচার কাজে গোপনে সাহায্য করে থাকি। আমার মণ্ডলীর পুরোহিত যে রাষ্ট্রের একজন গুপ্তচর—তা তো আপনি জানেন! মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যই অপর সভ্যদের পিছনে চর-গিরি করে থাকেন এবং আমাদের যিনি পালক তিনিই আমাদের চরম বিপজ্জনক ও বিশ্বাসঘাতক বিপক্ষীয়। আমাদের অন্তরের গভীরে মুক্তি ও পরিত্রাণের আনন্দ আছে সত্য, কিন্তু বাহিরের যে আনন্দ আপনি সর্বদাই উপভোগ করে থাকেন—আমাদের এই জীবনে সেই প্রকাশ্য আনন্দ আর সম্ভব নয়!

"আমাদের জীবনে খ্রীষ্টধর্ম অতিশয় বিপজ্জনক অভিযানের মতন। আপনারা স্বাধীন খ্রীষ্টীয়ানেরা যখন কাউকে দীক্ষা দান করেন তখন আপনারা একজনকে জীবন্ত মণ্ডলীর পরিত্রাণপ্রাপ্ত সভ্য করেন। কিন্তু, আমরা যখন কাউকে এ-পথে নিয়ে আসি, তখন ভাল করেই জানি যে, এজন্য সে হয়তো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে অথবা তার ছেলেমেয়েরা পিতৃহীন হবে। কোন বিনষ্টপ্রায় আত্মাকে প্রভু যীশুর নিকটে ফিরিয়ে আনার যে পবিত্র পরিতৃপ্তি ও আনন্দ, তা সর্বদাই এই দুর্ভাবনা ও

বেদনাময় চিন্তার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে যে, এজন্য কঠোর মূল্য দিতেই হবে।

আমরা যেন নতুন একটি খ্রীষ্টীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ পেলাম। এ খ্রীষ্টান সেই গুপ্তমণ্ডলীর নবদীক্ষিত খ্রীষ্টান! সঙ্গে সঙ্গে অশেষ বিস্ময়-ও!

অনেকের বিচারে যেমন এঁরা খ্রীষ্টীয়ান হয়েও প্রকৃতপক্ষে তা নন, তেমনি অনেক রুশীয় নর-নারী আছে যারা প্রকাশ্যভাবে নিজেদের নিরীশ্বরবাদী বলে পরিচয় দিলেও প্রকৃতই তা নয়।

একটি রাশিয়ান দম্পতির কথা বলি: এঁরা দুজনেই প্রস্তরশিল্পী! আমার কাছে ঈশ্বরের কথা শুনে এঁরা বললেন—না, ঈশ্বর কোথাও নেই! আমরা মানি না। কিন্তু আমরা আপনাকে এ-সম্বন্ধে একটা ঘটনার কথা বলতে পারি—আপনার ভালই লাগবে—

আমরা সে সময়ে ষ্টালিনের একটি মূর্তি নির্মাণ করছিলাম। কাজ করতে করতে একদিন আমার স্ত্রী বললেন, মূর্তির বুড়ো আঙ্গুলটার সম্বন্ধে কি হবে? বুড়ো আঙ্গুলটা যদি অন্য আঙ্গুলগুলোর মুখোমুখী না হয় অথবা যদি পায়ের আঙ্গুলের মতন হয়—তাহলে কোন কিছুই তো ধরা যাবে না। হাতুড়ি, বই, রুটি, কোন যন্ত্রপাতি, বুড়ো আঙ্গুলের অভাবে হাতটাই তো অকেজো হয়ে যাবে। ভেবে দেখেছো? একটা ছোট বুড়ো আঙ্গুলের অভাবে জীবন কি রকম অসুবিধাজনক ও অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে!

কিন্তু—বলতে পারো, এই বুড়ো আঙ্গুল কে তৈরী করল? বাল্য-কালে আমরা বিদ্যালয়ে মার্কসবাদ শিক্ষা করেছি এবং আমরা জানি যে, স্বর্গ বা পৃথিবী আপনা হতেই আছে। সেগুলো ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট নয়। এই-ই আমাদের শিক্ষা এবং এই ই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু যদি ঈশ্বর এই পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টি না করে থাকেন এবং যদি তিনি কেবল এই বুড়ো আঙ্গুলটিকেই সৃষ্টি করে থাকেন, তবু, এই ক্ষুদ্র কাজটির জন্যও তাঁকে চিরদিন প্রশংসা করতে হয়।

আমরা এডিসন, বেল এবং ষ্টিফেনসনের প্রশংসা সর্বদাই করে থাকি। কেননা এঁরা বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন এবং রেলগাড়ীর আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু যিনি এই বুড়ো আঙ্গুলটির সৃষ্টিকর্তা তাঁকে প্রশংসা করব না কেন? যদি এডিসনের এই বুড়ো আঙ্গুলটি না থাকতো তাঁর পক্ষে কিছু আবিষ্কার করাও হয়ত সম্ভব হত না। সে ক্ষেত্রে, মনে হয়, কেবল বুড়ো আঙ্গুলের সৃষ্টিকর্তা হিসাবেও ঈশ্বরের গুণগান করা কর্তব্য!

স্ত্রীর মুখে এই রকম কথা শুনে স্বামীটি স্বভাবতঃই খুব বিরক্ত হলেন, কেননা, স্ত্রীর মুখে কোন জ্ঞানের কথা স্বামীরা প্রায়ই পছন্দ করেন না! তিনি বিরক্তস্বরে বললেন, বোকার মত কথা বোলো না। তুমি তো জানো যে, ঈশ্বর নেই এবং এখানেও যে কেউ আমাদের কথা শুনছে না বা আমরা এর জন্য বিপদে পড়ব না তাও বলা যায় না। মনের মধ্যে এই কথাটা ভাল করে গেঁথে রাখো যে, ঈশ্বর নেই এবং স্বর্গেও কেউ নেই।

স্ত্রী বললেন, এটা তো আরও আশ্চর্যজনক কথা! স্বর্গে যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থেকে থাকেন, আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁদের মূর্খতা-প্রযুক্ত যাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন, তাহলে এটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে আমরা কি করে বুড়ো আঙ্গুল পেলাম। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সবই করতে পারেন। সুতরাং বুড়ো আঙ্গুলও তার মধ্যেই পড়ে। তবে, যদি বলো যে, স্বর্গে কেউ-ই নেই, বুড়ো আঙ্গুলটির নির্মাতা হিসাবে আমি স্বর্গবাসী সেই অনুপস্থিত অস্তিত্বকেই পূজা করতে প্রস্তুত আছি!

অতএব এই স্বামী ও স্ত্রী ক্রমে ক্রমে একজন অনুপস্থিত শক্তিকেই পূজা ও আরাধনা করতে আরম্ভ করলেন। এই অনুপস্থিত অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস তাঁদের দিনে দিনে গভীরতর হাত থাকলো এবং ক্রমে কেবল বুড়ো আঙ্গুল নয়, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, ফুল-ফল, ছেলেমেয়ে এবং

সংসারের সমস্ত সুন্দর কিছুর সৃষ্টিকর্তা রূপেই বিশ্বাস ও ভজনা আরম্ভ করলেন।

মনে হল, পুরাতন কালে এথেন্স শহরের সেই অপরিচিত ঈশ্বরের পূজারী—যাঁদের কথা সাধু পৌল বলেছেন—এঁরাও যেন সেই দলের!

রুশ দম্পতি আমার কাছে শুনে অতিশয় আনন্দিত হলেন যে, স্বর্গে অধিষ্ঠিত যিনি, তিনি প্রকৃতই আত্মিক শক্তিবিশেষ। প্রেম, জ্ঞান, সত্য ও অসীম শক্তিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি আমাদের এমন ভালবাসলেন যে তাঁর একজাত পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, যেন আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন করেন।

এঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অজ্ঞাতেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। এঁদের সাক্ষাৎ পেয়ে আমার এই পরম সৌভাগ্য হল যে, তাঁদের এই বিশ্বাসের আর এক ধাপ মাত্র এগিয়ে দিতে আমি সাহায্য করলাম যেন পাপ মোচন ও পরিত্রাণের বিশ্বাসও তাঁরা পেতে পারেন।

আর একটি দিনের কথা।

একটি উচ্চপদস্থ রুশীয় মহিলা অফিসারকে একদিন প্রকাশ্য পথে অভিবাদন করে আমি বললাম, ক্ষমা করবেন, আমি জানি যে, অপরিচিত মহিলার সঙ্গে এইভাবে কথা বলা অসঙ্গত, তবে, আমি একজন পুরোহিত এবং আমার অভিপ্রায়ও অতিশয় ভদ্র! আমি আপনাকে যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

মহিলাটি প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি যীশু খ্রীষ্টকে ভালবাসেন?

বিস্মিত স্বরে আমি বললাম, হ্যাঁ, সর্বান্তঃকরণে ভালবাসি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাকুলভাবে আমার হাত ধরে ফেললেন এবং পরম ভক্তি ও আত্মীয়তার সঙ্গে আমার হাতে চুম্বন দিতে লাগলেন। প্রকাশ্য রাজপথে এই দৃশ্যে অনেকের বিস্ময় হতে পারে ভেবে আমিও সঙ্গে সঙ্গে

তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে স্নেহস্বরে কথা বলতে লাগলাম এবং তাঁর কপালে চুম্বন দিলাম, যেন, আমরা যে পরস্পর নিকট-আত্মীয় সকলে এই ধারণাই পোষণ করেন।

তিনি কম্পিত স্বরে বললেন, অবশেষে আমি একজনকে পেলাম, যিনি আমার মতই যীশু খ্রীষ্টকে ভালবাসেন।

আমি তাঁকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলাম। তারপর কথায় কথায় জানতে পারলাম যে, খ্রীষ্টের নামটুকু ছাড়া তিনি তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানেন না! তবু তিনি তাঁকে ভালবাসেন! তিনি যে আমাদের পরিত্রাণ কর্তা অথবা পরিত্রাণকারীর-ই বা কি অর্থ—এসব কিছুই তিনি জানেন না! তাঁর জীবন, শিক্ষা, উপদেশ—এ সকল কিছুই না জেনেও তিনি খ্রীষ্টকে ভালবাসেন! বলতে গেলে, এই মহিলাটি আমার পৌরোহিত্য-জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য মনঃস্তাত্ত্বিক আবিষ্কার বিশেষ! কেবল নামটুকু জেনেই তাকে কি করে ভালবাসা যায়?

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি হেসে বললেন, বাল্যকালে অক্ষরমালা শেখবার সময়ে আমরা ছবি দিয়ে দিয়ে শিখি এবং মনে রাখি। যেমন 'A' বলতে Apple এবং 'B' বলতে Bell, 'C' বলতে Cat ইত্যাদি। যখন উঁচু ক্লাসে ভর্তি হলাম তখন আমাদের শেখানো হল যে সাম্যবাদী পিতৃভূমিকে সম্মান ও রক্ষা করাই আমার পবিত্র কর্তব্য। সাম্যবাদী নীতিগুলিও আমাদের শিক্ষা দেওয়া হল। কিন্তু, তখনও আমি জানিনা যে, পবিত্র কর্তব্য বলতে কি বুঝায় অথবা নৈতিক চেতনাই বা কাকে বলে? এগুলির জন্য কোন ছবি আমাদের দেখানো হয়নি! পরে আমি জানতে পারলাম যে, জীবনে যা কিছু পবিত্র, মহান ও সুন্দর—আমাদের পিতৃ-পুরুষদের সময়ে তার প্রতিটির জন্যই সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। একটি বিশেষ ছবির নিকটে আমার ঠাকুরমা সর্বদাই জানু

পেতে প্রণাম জানাতেন। এই ছবিটার নাম ছিল ক্রিষ্টস্ (খ্রীষ্ট)। সেই শিশুকাল থেকেই আমি এই নামটিকে ভালবাসতে শিখি! কেবল নামটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অন্তরের মধ্যে অশেষ আনন্দ বোধ করতাম!

মহিলাটির কথা শুনতে শুনতে আমার ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রের কথা মনে পড়ল। "তাঁহার নামে সমুদয় জানু পাতিত হইবে।" খ্রীষ্ট-বিরোধীরা হয়ত কিছুদিনের জন্য পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের নাম মুছে দিতে সক্ষম হবে, কিন্তু এই সহজ খ্রীষ্ট নামের শক্তিতেই সমস্ত পৃথিবী পুনরায় সেই আলোকের সন্ধান পাবেই।

আমার গৃহে এসে মহিলাটি তাঁর প্রেমিক খ্রীষ্টের যথেষ্ট পরিচয় লাভ করলেন এবং মনে হল, এখন থেকে কেবল নাম নয়—কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু তিনি অন্তরের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম হলেন! এই রুশদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উপলব্ধি করতে লাগলাম যে, এদের জীবন খুবই গভীর এবং কাব্য রসসিক্ত!

একজন প্রচারিকা ভগ্নী রেল ষ্টেশনে সুসমাচার প্রচারের সময়ে একজন কৌতূহলী অফিসারকে আমার নাম ও ঠিকানা দিয়েছিলেন। এক সন্ধ্যাকালে এই অফিসারটি আমার গৃহে আগমন করলেন,—দীর্ঘাকৃতি ও সুপুরুষ এই লেফটেনাণ্ট সান্ধ্য নমস্কার জানিয়ে আমার ঘরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, আসুন, কিভাবে আপনার সাহায্য করতে পারি, বলুন—

লেফটেনাণ্ট বললেন, আমি আলোকের সন্ধানে এসেছি—

তাঁকে বসতে বলে বাইবেল শাস্ত্র থেকে বিশেষ বিশেষ অংশগুলি আমি তাঁকে পড়িয়ে শোনাতে লাগলাম। আমার হাতে হাত রেখে লেফটেনাণ্ট বললেন, আমার বিশেষ আন্তরিক নিবেদন—আমাকে দয়া করে সঠিক সন্ধান দিন। আমাদের সকলকেই এ-সম্বন্ধে ঘন অন্ধকারে

রাখা হয়েছে। এই বাক্যগুলি কি সত্য সত্যই ঈশ্বরের?—আমার দৃঢ় আশ্বাসবাণী শুনে পরম আশ্বস্ত ও পরিতৃপ্ত ভাবে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইবেল শাস্ত্র ও আমার কথাগুলি শুনতে লাগলেন এবং পরিশেষে খ্রীষ্টকে জীবনে গ্রহণ করলেন ··

ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে রাশিয়ানরা কখনই লঘুচিত্ত বা অগভীর মনোভাবাপন্ন নয়। ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অথবা ধর্মের পক্ষে অর্থাৎ খ্রীষ্ট সন্ধানের পক্ষে—যেদিকেই হোক—তারা সর্বান্তঃকরণে একাগ্র ও নিবিষ্ট-মনা। কতকটা সেই কারণেই রুশদেশে প্রত্যেকটি খ্রীষ্টান আজ বিনষ্ট-আত্মা রক্ষায় বিজয়ী মিশনারী। সেই জন্যই সুসমাচার প্রচারের জন্য পৃথিবীর অন্য কোন দেশ আজ অতখানি উপযুক্ত ও প্রস্তুত কর্মক্ষেত্র নয়! বলা যায়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে রুশীয়রাই সবচেয়ে ধর্ম-স্বভাববিশিষ্ট নরনারী। তাদের সকলকে যদি আমরা বিশ্বাস ও বিক্রমের সহিত সুসমাচারে দীক্ষিত করতে পারি—তাহলে এই পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি আজ সমূলে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ইতিহাসের এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা যে এই রাশিয়ার লোকেরা ঈশ্বরের জন্য সর্বাপেক্ষা ক্ষুধিত জাতি হয়েও—তারাই আজ দেশ থেকে সে-সম্পর্ক সমূলে মুছে দিয়ে বসে আছে!

একবার ট্রেনে যাওয়ার সময়ে একজন রুশ অফিসার আমার সম্মুখে বসেছিলেন। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে আমি তাঁর কাছে যীশু খ্রীষ্টের কথা বলেছিলাম। ফলে, তিনি নিরীশ্বরবাদিতার সম্পর্কে দীর্ঘ যুক্তিতর্ক-পূর্ণ ভাষণ আরম্ভ করে দিলেন। মার্কস, ষ্টালিন, ভলটেয়ার, ডারউইন, এবং বাইবেল বিরোধী অন্যান্য বিবৃতি ও যুক্তিগুলি যেন তাঁর মুখ থেকে অনর্গল বার হতে থাকলো। এর মধ্যে আমাকে কিছু বলবার কোন সুযোগই তিনি দিলেন না। ঘণ্টাখানেক ধরে তিনি চেষ্টা করলেন ঈশ্বর নেই প্রমাণ করার জন্যে।

তাঁর কথা শেষ হলে আমি কেবল জিজ্ঞাসা করলাম, যদি ঈশ্বর না-ই থাকেন, তাহলে, বিপদের সময়ে, জীবন-সংশয়ের সময়ে আপনি প্রার্থনা করেন কেন ?

হাতে হাতে ধরা পড়ার মত অপরাধী মুখে অফিসারটি বললেন, আপনাকে কে বলল যে, আমি প্রার্থনা করি ?

আমি তাঁকে ছাড়লাম না, বললাম, আমার প্রশ্ন আগে ! তার উত্তরটা আগে দিন, পরে, আপনার প্রশ্ন করবেন—বলুন, বিপদের সময়ে কেন প্রার্থনা করেন ?

মাথা নীচু করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত স্বরে তিনি এবার বললেন,—হ্যাঁ, প্রার্থনা করেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন জার্মানরা আমাদের খুব চেপে ধরেছিল, তখন, শেষ চেষ্টার মত মরিয়া হয়ে লড়তে লড়তে আমরা প্রার্থনা করেছি—ঈশ্বর, ঈশ্বর-মাতা আমাদের রক্ষা করো ! অন্য কোন প্রার্থনা আমরা জানতাম না।

ঈশ্বর, যিনি অন্তর দেখেন, নিশ্চয়ই এঁদের প্রার্থনা সেদিন শ্রবণ করেছিলেন।

আজ আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি যে, রুশদের নিকটে আমাদের এই ধর্মপ্রচারের গোপন অভিযান রীতিমত ফলপ্রসূ হয়েছিল।

পিটারের কথা বড়ই মনে হয়। রাশিয়ান কোন কারাগারে সে প্রাণত্যাগ করেছিল, সে কথা আজও আমরা কেউ জানি না। কত কম বয়স ছিল তার। সম্ভবতঃ কুড়ি বাইশ হবে। রুশ সৈন্যদলের সঙ্গেই সে এসেছিল রুমানিয়ায়। একটা গুপ্ত প্রচার-সভায় সে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং আমাকেই অনুরোধ করেছিল তাকে বাপ্তিস্ম দিতে।

বাপ্তিস্মের পরে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাইবেলের কোন্ পদে সে সর্বাধিক আকৃষ্ট হয় এবং খ্রীষ্টের নিকটে আসতে মনস্থির করে।

পিটার একটা অভিনব উত্তর দিয়েছিল। একদিনের প্রার্থনা সভায়

আমি লুকলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায় থেকে পাঠ করি। সেই সময়েই সে খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে। এম্মাস-এর পথে দুইজন শিষ্যের সঙ্গে যেতে যেতে যীশু যখন বললেন, তিনি আরও অগ্রসর হয়ে যেতে চান – ঠিক সেই সময়েই পিটার-এর মনে প্রথম চমক লাগে। যীশু তো তাঁর শিষ্যদের সঙ্গেই যেতে চেয়েছিলেন, তখন কেন বললেন—আরও অগ্রসর হয়ে গেলেই ভাল ?

তিনি বিনা আহ্বানে শিষ্যদের সঙ্গে সেই গৃহে প্রবেশ করতে চান নি। তিনি জানতে চেয়েছিলেন - তারা তাঁকে নিজে থেকে আহ্বান করে কিনা ! অর্থাৎ—আমার কাছে মনে হল যীশু অতিশয় বিনয়ী ও ভদ্র ! যখন দেখলেন তিনি যে, শিষ্যরা তাঁকে সাগ্রহে আহ্বান জানালো—তখন তিনিও আনন্দিতভাবে তাদের গৃহে প্রবেশ করলেন।

পিটার আরও বলল, কম্যুনিষ্টরা ও-সব মানে না। অত বিনয় ও ভদ্রতা তাদের নেই। তারা জোর করে ঘরে ঢুকবে এবং সাম্যবাদের প্রচার ও শিক্ষা দেবে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চালাবে তাদের সেই জবরদস্তি শিক্ষা। স্কুলে, রেডিয়োতে, খবরের কাগজে, দেয়াল-পোষ্টারে, সিনেমার ছবিতে, অন্যান্য সভা-সমিতি এবং অন্য যেখানেই সম্ভব—সর্বত্রই এই একই রীতি। ওদের কথা তোমাকে শুনতে হবেই। নিরীশ্বর-বাদের প্রচার তোমাকে গলাধঃকরণ করতেই হবে। যীশু খ্রীষ্ট ঠিক বিপরীত দিকের মানুষ ! তিনি ভদ্র ও স্নেহশীল। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে দ্বারে মৃদু আঘাত করেন। যীশু আমাকে তাঁর বিনয় ও ভদ্রতা দিয়ে কিনে নিয়েছেন !

যীশুর চরিত্রের এই দিকটায় আকৃষ্ট হওয়ার কাহিনী পরে আরও অনেক রাশিয়ানের কাছে আমরা শুনেছি। (পুরোহিত হয়েও, আমি কিন্তু কোনদিন এ বিষয়ে ঠিক এইভাবে চিন্তা করিনি !)

দীক্ষাগ্রহণের পরে পিটার বারংবার বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও

গুপ্ত মণ্ডলীর প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছে এবং সুসমাচার ও ধর্ম-পুস্তিকা বিতরণের জন্য গোপনে রুমানিয়া থেকে রাশিয়ায় যাওয়া আসা করেছে। শেষ পর্যন্ত সে ধৃত হল।

বিগত ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সময়েও সে কারাগারে ছিল—শুনেছিলাম। সে কি মারা গেছে? সে কি ইতিমধ্যেই স্বর্গে প্রভুর নিকটস্থ হয়েছে—না পৃথিবীতে তাঁর রাজ্যের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে? আমি কিছুই জানি না। ঈশ্বরই জানেন—পিটার এখন কোথায়।

তারই মতন, অন্য অনেকেও কেবল দীক্ষা গ্রহণ করেই থেমে যায়নি। কেবল একজনকে দীক্ষা দিয়েই আমরা ক্ষান্ত হতে চাইতাম না। এটা তো কেবল কাজের অর্ধেকটা হল। প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আরও অন্যদের আকৃষ্ট করে তার পথে নিয়ে আসবে—এই-ই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। রাশিয়ান সৈনিকেরা প্রায় প্রত্যেকেই দীক্ষা ও বাপ্তিস্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও মিশনারী ভূমিকায় কার্য আরম্ভ করে গোপন মণ্ডলীর প্রচার কার্যে নেমে পড়তেন। এজন্য প্রাণ দিতেও তাঁরা পশ্চাদ-পদ হতেন না।

॥ বশীভূত জাতির ভিতরে আমাদের প্রচার কার্য ॥

আমাদের কাজের দ্বিতীয় বিভাগের কথা এইবার বলব। এই বিভাগটি রুমানিয়াবাসীদের উদ্দেশ্যেই আমাদের গোপন প্রচারকার্যের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল।

এইবার অনতিবিলম্বেই কম্যুনিষ্টরা সকল প্রকার মুখোশ খুলে ফেললো। প্রথমে নানা প্রকারে তারা খ্রীষ্ট মণ্ডলীর নেতাদের নিজেদের দলে নেওয়ার চেষ্টা করত, কিন্তু এইবারে বিভীষিকার রাজত্ব আরম্ভ হল। হাজারে হাজারে গ্রেফতার হতে লাগল। এই সময়ে খ্রীষ্টের দলে কাউকে আনা রীতিমত বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক কাজ হয়ে উঠল

আমাকে নিজেকেও এইবার অন্য কয়েকজন দীক্ষাপ্রাপ্ত নবাগত খ্রীষ্টানের সঙ্গে কারাবাস বরণ করতে হল। কারাকক্ষে আমার সঙ্গী ছিলেন একজন এইপ্রকার নবীন সভ্য। বাড়ীতে ছয়টি ছেলেমেয়ে রেখে এসে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের অপরাধে কারাবরণ করেছেন। যতদূর জানা যায়, গৃহে তাঁর ছেলেমেয়ে ও পত্নী সম্ভবতঃ অভাবে ও উপবাসে দিন অতিবাহিত করছেন। হয়তো তাদের সঙ্গে জীবনে কোন দিনই আর দেখা নাও হতে পারে।

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম:

আপনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট! আমিই আপনাকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছি—খ্রীষ্টের নিকটে নিয়ে এসে—এবং এই কারণেই আপনার পরিবার আজ এত দুর্দশাগ্রস্ত!

তিনি বললেন: "এই আশ্চর্যময় ত্রাণকর্তার সমীপে এনে আপনি যে উপকার করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদের যোগ্য ভাষা আমার নেই! আমি কিছুতেই এই মহাসুযোগ ছাড়তে পারতাম না!"

নতুর পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টকে প্রচার করার কাজটা একটুও সহজ ছিল না। তথাপি কয়েকটি খ্রীষ্টীয় পুস্তিকা আমরা ছাপাতে পেরেছিলাম এবং কম্যুনিষ্টদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও সেগুলো চারিদিকে চালিয়ে দিতেও পেরেছিলাম।

কম্যুনিষ্ট পরীক্ষা দপ্তরে আমরা যে পুস্তিকা পাঠালাম তার প্রচ্ছদপটে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কাল মার্কসের সুন্দর একটি ছবি ছিল। বইগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল "ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে জনসাধারণের আফিম" অথবা ঐ জাতীয় অন্য কিছু! সেন্সার বিভাগের পরীক্ষকেরা এগুলিকে কম্যুনিজম মতবাদের বই মনে করে স্বচ্ছন্দেই পাস করে দিতেন। বইগুলির প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠায় কার্ল মার্কস, লেনিন, ষ্টালিন প্রভৃতিদের ভাষণ ও উক্তি-

গুলি সাজিয়ে ছাপানো হত এবং পরের অংশে খ্রীষ্টের বাণী ও কাহিনী আরম্ভ করা হত!

আমাদের গোপন মণ্ডলীর সমস্তটাই ঠিক গোপন ছিল না। কিছুটা অংশ প্রকাশ্যেই ছিল। প্রায়ই বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট সভা ও সম্মিলনীতে গিয়ে এইসব পুস্তিকা আমরা প্রকাশ্যেই বিক্রয় ও বিতরণ করে আসতাম। সম্মুখেই মার্কসের ছবি এবং ভিতরে নেতাদের ভাষ্য ইত্যাদি দেখে সকলে আগে এসে বইগুলি কিনতে চাইতো। যতক্ষণে, দশ বারো পৃষ্ঠায় পৌঁছিয়ে তারা বই-এর প্রকৃত উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারতো, ততক্ষণে আমরা মিটিং ও সম্মিলন স্থল ত্যাগ করে চলে এসেছি!

এই পরিবর্তিত পটভূমিতে প্রচারকার্য একেবারেই সহজ ছিল না। আমাদের দলের সভ্যেরা ক্রমেই বেশী করে যেন এই উৎপীড়ন ভোগ করছিল। কম্যুনিষ্টরা দেশের সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু কেড়ে নিতে আরম্ভ করল। কৃষকের নিকট থেকে চাষের জমি এবং ভেড়া। নাপিত এবং দর্জির দোকানও তারা বাজেয়াপ্ত করে নিতে লাগল। বড় বড় পুঁজিপতিরাই যে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল তা নয়, দরিদ্র দীনহীনরাও প্রচুর দুর্দশায় পতিত হচ্ছিল! উপরন্তু প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই কেউ না কেউ কারাগারে আটক হতে লাগল। দারিদ্র্যের ছায়া চারিদিকে ঘনায়মান হয়ে উঠল। সকলেরই মুখে একই প্রশ্ন:

প্রেমময় ঈশ্বর কেমন করে এত মন্দকে সহ্য করে চলেছেন?

পুণ্য শুক্রবারের দিনে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করাও আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো—কেননা নবাগত খ্রীষ্টীয় সভ্যদের কাছে খ্রীষ্টের সেই বাণী যেন কিছুতেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারলাম না:

"ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে?"

তথাপি, এই কাজ যে থামেনি বরং অগ্রসর হয়েই চলেছিল, তার

একমাত্র অর্থ হচ্ছে : কেবল মাত্র আমাদের শক্তি নয়, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি এর পশ্চাতে ছিল। দুঃখের সময়ে ও কষ্টের সময়ে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস এইভাবেই সক্রিয় থাকে।

দরিদ্র লাসারের কাহিনী যীশুই আমাদের বলেছিলেন। ক্ষুধার্ত ও মুমূর্ষু সেই লাসার—কুকুরে যার ক্ষতস্থান লেহন করত—মৃত্যুর পরে স্বর্গের দূতেরা তার আত্মাকে স্বর্গরাজ্যে অব্রাহামের বক্ষে স্থাপন করেছিলেন!

॥ গুপ্ত মণ্ডলীর আংশিক প্রকাশ্য কর্মসূচী ॥

গুপ্ত মণ্ডলীর কার্যস্থান ছিল গৃহস্থ বাড়ীতে জঙ্গলে অথবা কোন গৃহের গোপন কুঠুরীতে—যখন যেখানে সুবিধা। সেই সময়ে গোপন ব্যবস্থা অনুসারে প্রকাশ্য কার্যসূচী নির্ধারিত হত। কম্যুনিষ্টদের শাসন প্রভাবের মধ্যেই আমরা পথের প্রচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম, তবে, দিনে দিনে এটি খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে লাগল! কিন্তু, বহু শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করার জন্য এবং আত্মাকে এই পথে আকৃষ্ট করার জন্য আমাদের অন্য কোন উপায় ছিল না। আমার স্ত্রী এই প্রকারে অতিশয় সক্রিয় অংশ নিতেন।

কয়েকজন খ্রীষ্টীয়ান পথের একস্থানে জড় হয়ে আমরা গান আরম্ভ করতাম। লোকেরা ভীড় করে ঘিরে দাঁড়ালে গান শেষ করে আমার স্ত্রী তাঁর প্রচার আরম্ভ করতেন। বেশী রকম জানাজানি হয়ে পুলিসের লোক এসে পড়ার পূর্বেই আমরা প্রচার শেষ করে প্রস্থান করতাম।

একদিন অপরাহ্ণে আবার অন্যস্থানে কাজে নিযুক্ত থাকার সময়ে বুখারেষ্ট শহরের প্রসিদ্ধ MALAXA কারখানার সম্মুখে হাজার হাজার কর্মীর সম্মুখে আমার পত্নী প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। ঈশ্বরের সম্বন্ধে, পাপ হতে পরিত্রাণ সম্বন্ধে তিনি হৃদয়গ্রাহী রূপেই তাঁর বক্তব্য পেশ

করেছিলেন। ঠিক পরের দিনেই, অন্যায় অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করার জন্য সেই কারখানার অনেক কর্মচারীকে গুলি করা হয়। খ্রীষ্ট ধর্মের বাণী যথা সময়ে প্রচার হওয়ায় এই সাহস ও প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত এখানে এই প্রথম কার্যকরী হয়।

গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্য হলেও প্রচারক যোহনের মতই আমরা মানবজাতি ও শাসকশ্রেণী সম্বন্ধে প্রকাশ্যেই প্রচার করতাম।

একদিন সরকারী দফতরের সিঁড়িতে আমাদের মধ্য হতে দুইজন খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতা ভিড় সরিয়ে সম্মুখে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী Gheorghiu Dej-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর যে কয়মুহূর্ত সময় তাঁরা পেলেন তারই মধ্যে তাঁকে পাপ ও অন্যায় অত্যাচারের দিক থেকে পথ পরিবর্তনের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালেন। খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্যের এতখানি সাহসের দৃষ্টান্ত দেখে সকলেই চমৎকৃত ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেই দুইজন খ্রীষ্টীয় ভ্রাতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল!

বহুদিন পরে এই প্রধান মন্ত্রী Gheorghiu Dej রোগাক্রান্ত অবস্থায় থাকার সময়ে সেই সুসমাচারের বীজ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

দুইদিকে ধারালো তরবারীর মতন ধর্মশাস্ত্রের সেই বাক্যগুলি তাঁর অন্তরে এতদূর অশান্তি ও আলোড়নের সৃষ্টি করল যে মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনুশোচনাপূর্বক মন পরিবর্তন করলেন এবং যীশু-খ্রীষ্টের নিকটে আত্ম-সমর্পণ করলেন। এই সকলই সম্ভব হয়েছিল সেই দুইজন সাহসী খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকের বিপদ বরণের তেজস্বিতার জন্য। কম্যুনিষ্ট দেশে এই প্রকার নির্ভীক ও তেজস্বী প্রচারকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এই প্রকারে, কেবল গোপন সমাবেশ ও ছদ্মবেশী সমিতির অনুষ্ঠানে নয়, কিন্তু দুঃসাহসী প্রকাশ্য স্থানে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের রাজপথে এবং নেতাদের সম্মুখেই এই গুপ্ত মণ্ডলীর কার্যধারা পরিচালিত হতে লাগলো।

এজন্য মাঝে মাঝে গুরুতর মূল্য আমাদের দিতে হত। আমরাও

প্রস্তুত ছিলাম এর জন্য। কেবল সেদিন নয়, আজও গুপ্ত মণ্ডলীর সাহসী সভ্যেরা প্রয়োজনমত সেই মূল্য দিতে বদ্ধপরিকর।

রাষ্ট্রের গোপন পুলিস বাহিনী আমাদের উপরে যথেষ্টই উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা করত। তারা জানতো যে, সরকারী শক্তির প্রতি বিরোধিতা এখন এই একটি মাত্র গুপ্তমণ্ডলীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই পরিণতি লাভ করেছিল। এবং এই আত্মিক শক্তির বিরোধিতা যে শেষ পর্যন্ত তাদের সরকারী শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে সক্ষম হবে এবং নিরীশ্বরবাদিতার ধ্বংস ডেকে আনবে—এ কথাও তারা উপলব্ধি করত!

আমাদের এই ধর্মপ্রচারের দ্বারা সুদূর ভবিষ্যতের জন্য যে সর্বনাশের বীজ রোপিত হচ্ছে—ধূর্ত শয়তানের মত তারাও সেকথা হৃদয়ঙ্গম করত।

তারা জানতো—কোন মানুষ যদি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কোন দিনই আর স্বাধীন চিন্তাহীন, ইচ্ছা প্রেরণাহীন যন্ত্র মাত্র হয়ে থাকবে না। তারা জানতো যে তারা নরনারীকে কারাগারে দিতে পারে, কিন্তু তাহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে না। সুতরাং আমাদের এই অভিযানের বিরুদ্ধে তারাও রীতিমত বিপক্ষতা আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু, আমাদের এই গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্যদের মধ্যে অনেকেই কম্যুনিষ্ট দপ্তরে ও অন্যান্য উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি, তাদের গোপন গোয়েন্দা পুলিসের মধ্যেও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকে ছিলেন।

আমাদের খ্রীষ্টীয়ান সভ্যদের উৎসাহ দিতাম যেন তাঁরা এই গোপন গোয়েন্দা বিভাগে চাকরীর জন্য চেষ্টা করেন, এবং দেশের সকলের চোখে সবচেয়ে কলঙ্ক ও ঘৃণার পোশাক তাই-ই পরিধান করেন—যেন যথাসময়ে গুপ্ত মণ্ডলীর নিকটে গোয়েন্দা পুলিসের সর্বপ্রকার বিপক্ষতার আয়োজন-ব্যবস্থার কথা গোচরীভূত করে আমাদের কাজে আরও সাহায্য দিতে পারেন। আমাদের মধ্যে কয়েকজন ভ্রাতা আপন আপন ধর্মবিশ্বাসের

কথা গোপন রেখে এই গোপন পুলিস বিভাগে চাকরী সংগ্রহ করেছিলেন। গোয়েন্দা পুলিসের পরিচিত পোশাক পরে আপন বন্ধু-পরিজনের নিকটে নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়ে জীবনযাপন করা, অথচ, প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করতে না পারার মধ্যে যথেষ্ট মনোবেদনা ও ত্যাগ-স্বীকার ছিল, তথাপি তাঁরা এই পথে স্থির ছিলেন। খ্রীষ্টের প্রতি অনুরক্তিই তাঁদের এই ভূমিকায় সাহায্য ও শক্তি সরবরাহ করত।

প্রকাশ্য রাজপথ থেকে হরণ করে আমাকে যখন কঠোর গোপনতার মধ্যে গুম করে রাখা হল, এবং বছরের পর বছর আমার কোন সন্ধান কেউ জানতে সক্ষম হল না, একজন খ্রীষ্টান চিকিৎসক উপায়ান্তর না দেখে ঐ গোপন গোয়েন্দা পুলিসের চাকরীতে প্রবেশ করেছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের চিকিৎসক হিসাবে কম্যুনিষ্ট কারাগারের সমস্ত বিভাগেই রোগী দেখার কাজে গতায়াতের স্বাধীনতা পেয়ে আশা করলেন, একদিন নিশ্চয়ই আমার সন্ধান জানতে পারবেন। এদিকে বন্ধু গোষ্ঠীর সকলেই গোয়েন্দা-পুলিসে ঢোকার জন্য তাঁকে নিন্দা ও তাঁর সঙ্গ বর্জন করতে আরম্ভ করল। অত্যাচারী পীড়কদলের ঘৃণ্য পোশাক পরে বিচরণ করাটা যে কারাবন্দীর পোশাকের চেয়েও লজ্জাকর ও ধিক্কারের বিষয় একথা সকলেই জানেন।

এই চিকিৎসকই আমাকে পেলেন—অন্ধকার কারাকক্ষের অন্তরালে এবং অবিলম্বে আমার জীবিত থাকার সংবাদটি সর্বত্রই প্রচারিত করে দিলেন। আমার প্রথম কারাবাসের প্রথম সাড়ে আট বৎসরের মধ্যে ইনিই প্রথম বন্ধুর কাজ করে আমাকে খুঁজে বার করেছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় বিদেশেও আমার জীবিত ও বন্দী থাকার সংবাদ প্রেরিত হয়ে গেল। অতঃপর আইসেনহাওয়ার ও ক্রুশ্চেভের মত-বিনিময় ও বোঝা পড়ার চুক্তি অনুসারে যখন বন্দিমুক্তির পালা আরম্ভ হল—সেই সময়ে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সকল সভ্যেরা আমারও মুক্তির জন্য আন্দোলন আরম্ভ

করলেন। এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অল্প সময়ের জন্য আমাকে মুক্তি দেওয়া হল।

এই চিকিৎসক বন্ধুর ত্যাগ-স্বীকার ছাড়া, যিনি আমার সন্ধানের জন্যেই ঘৃণিত গোয়েন্দা-পুলিসের চাকরী গ্রহণ করেছিলেন—আজও হয়ত আমি কম্যুনিষ্টদের কারাগারে আবদ্ধ থাকতাম অথবা সুদীর্ঘ অত্যাচার ও অনাচারে আমার জীবন শেষ হয়ে যেত।

গোয়েন্দা-পুলিসের চাকরীর সুযোগ নিয়ে এই সকল বন্ধুরা আমাদের প্রভূত সহায়তা করেছেন এবং বহু বিপদের সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে সুযোগ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন কম্যুনিষ্ট কর্তৃমহলের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং সযত্নে আপন আপন ধর্মবিশ্বাস গুপ্ত রেখে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর সহায়তা করেছেন। আমরা সকলেই জানি যে, একদিন স্বর্গদেশে তাঁরা তাঁদের গোপন খ্রীষ্ট বিশ্বাস ও অনুরক্তির কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবেন—যাঁর জন্যে বর্তমান অবস্থায় এই অপমানিত ও ঘৃণিত জীবনেও তাঁরা অচল ও অটল আছেন।

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও গুপ্ত মণ্ডলীর অনেক সভ্যকে ওরা অনুসন্ধান করে খুঁজে বার করতে পেরেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতারও করেছিল। এর অন্য একটা কারণ এই যে, আমাদের মধ্যেও ইস্করোতীয় যীহুদা ছিল। তারাই গোপনে গোয়েন্দা পুলিসকে সংবাদ দিত। কারাভ্যন্তরে পুরোহিত ও প্রচারকদের প্রহার, যন্ত্রণা ও ঔষধি প্রয়োগে ও অন্যান্য পন্থায় স্বীকৃতিতে বাধ্য করা হত। গুপ্ত মণ্ডলীর অন্যান্য বহু কর্মী ও সভ্যদের বিষয়ে এই উপায়ে তারা খবর আদায় করত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত আমি প্রকাশ্যে এবং গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্য হিসাবে কাজ করেছিলাম।

২৯ তারিখ ছিল রবিবার। সুন্দর ঝলমলে সেই রবিবারের প্রভাতে গির্জায় যাওয়ার সময়ে পথ থেকে আমাকে 'হরণ' করা হল।

বাইবেল শাস্ত্রে "মানুষ চুরি" কথাটার কি অর্থ হতে পারে আমি পূর্বে অনেক চিন্তা করেছি—কিন্তু সাম্যবাদীরা আমাকে সেটি দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিল!

এই সময়ে অনেককেই এইভাবে হরণ করা হয়েছিল। গোয়েন্দা পুলিসের একটি মোটরভ্যান হঠাৎ এসে আমার সম্মুখে থেমে পড়ল এবং চারজন লোক রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে ধাক্কা দিতে দিতে আমাকে তার মধ্যে নিয়ে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছেড়ে দেওয়া হল এবং বহু বৎসরের জন্য আমি অদৃশ্য হয়ে গেলাম। আট বৎসরেরও অধিক কাল কেউ জানতো না আমি জীবিত অথবা মৃত! গোয়েন্দা পুলিসের লোকেরা সাধারণ লোকের ছদ্মবেশে আমার পত্নীর নিকটে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে খবর দিত যে, অমুক কারাগারে তারা আমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সাক্ষী ছিল। খুব সম্প্রতি তাদের কারামুক্তি ঘটেছে। বলাই বাহুল্য, আমার স্ত্রী যারপরনাই শোকাহত হয়েছিলেন।

সম্প্রদায় ও মণ্ডলী নির্বিশেষে হাজার হাজার খ্রীষ্টান এই সময়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কেবল পুরোহিতেরা নয়—সাধারণ চাষী সম্প্রদায়, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা প্রকাশ্যে খ্রীষ্টকে স্বীকার করত —সকলকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হত। রুমানিয়ার কারাগারগুলি এই সময়ে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবং কারাগারে বন্দী থাকার অর্থই ছিল—অত্যাচার ও উৎপীড়ন ভোগ!

এই অত্যাচার সময়ে সময়ে অতি বিভীষিকাময় হয়ে উঠতো। আমার অভিজ্ঞতায় যে উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে আমি এসেছি—তার সমস্ত বর্ণনা আমি দিতে চাই না। সে সকল কথা যখন ভাবি, এখনও রাত্রে আমার ঘুম হয় না। এর স্মৃতিও অতি বেদনাময়।

'In God's Underground' নামক অন্য একটি পুস্তকে কারাগারে ঈশ্বরের সহিত আমাদের যন্ত্রণা ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমি বিবৃত করেছি।

॥ অকথ্য উৎপীড়নের কাহিনী ॥

একজন পুরোহিত—তাঁর নাম Florescu—তাঁকে আগুনে তপ্ত করা লালবর্ণ লোহা এবং ছুরি দিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া হত। সঙ্গে সঙ্গে অমানুষিক প্রহার। রাত্রে তাঁর কারাকক্ষে উপবাসী ছুঁচোদের ছেড়ে দেওয়া হত। সারারাত নিদ্রাহীন অবস্থায় তাঁকে আত্মরক্ষার জন্য ছটফট করতে হত। সামান্য একটু নিদ্রার চেষ্টা করতে গেলেই ছুঁচোর দল ক্ষুধার জ্বালায় তাঁকে আক্রমণ করত।

এর পরে তাঁকে পুরো দুটো সপ্তাহ ধরে দিনে ও রাতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কম্যুনিষ্ট কারারক্ষীদের একমাত্র উদ্দেশ্য—সহকর্মীদের নামের একটি তালিকা তাঁর কাছ থেকে আদায় করা। কিন্তু তিনি বরাবর দৃঢ়তার সঙ্গে নীরবেই থেকে এসেছিলেন। অবশেষে, তাঁর চৌদ্দ বৎসরের কিশোর পুত্রকে ধরে নিয়ে এসে তাঁর সম্মুখেই চাবুক-মারা আরম্ভ করা হল! প্রহারের মধ্যে মধ্যে পুরোহিতকে মুখ খুলতে বলা হত। হতভাগ্য পুরোহিত যেন উন্মাদের মত হয়ে উঠলেন। একসময়ে সমস্ত সংযম হারিয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন—বাবা আলেকজাণ্ডার, আমি এবারে ওদের কথার উত্তর দেব! তোমার এই যন্ত্রণার দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছি না বাবা!

প্রহারে জর্জরিত পুত্র আলেকজাণ্ডার ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো, আমার বাবা বিশ্বাসঘাতক এমন দৃশ্য আমাকে দেখাবেন না বাবা! সহ্য করুন। ওরা আমাকে মেরে ফেললেও আমাদের পিতৃভূমি ও যীশুর নাম মুখে নিয়েই আমি মরতে চাই!

জল্লাদেরা অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে সকলে মিলে সেই কিশোরটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মারতে মারতে তার জীবন শেষ করে দিল! কারাকক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে সেই কিশোর বালকের উষ্ণ তাজা রক্ত ছিটকিয়ে রঙীন দাগ ধরিয়ে দিল! ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতেই সে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করল। আমাদের হতভাগ্য প্রিয় ভ্রাতা Florescu এর পর থেকে আজীবনই আংশিক উন্মাদের মতই হয়ে গেলেন।

আমাদের হাতকড়ার লোহার বালার ভিতর দিকে নখের মত খোঁচা খোঁচা কাঁটা থাকতো। আমরা সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে থাকলে কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু অসম্ভব শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের হাত প্রায়ই কাঁপতো, সঙ্গে সঙ্গে সেই লোহার নখ দিয়ে আমাদের হাতের কব্জি রক্তারক্তি হয়ে যেত!

খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার জন্য অথবা খ্রীষ্টকে অস্বীকার না করার জন্য আরও জঘন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নীচের দিকে করে অনেককে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। তার পরে প্রহার করা হত নির্দয় ভাবে। প্রত্যেক আঘাতের সময়েই দেহগুলি একদিক থেকে অন্যদিকে দুলে দুলে উঠতো। খাদ্য-সামগ্রী ঠাণ্ডা রাখবার 'Refrigerator' বাক্সের মধ্যে অনেককে ভরে রাখা হত। ভিতরের বরফের ঠাণ্ডায় সে যন্ত্রণা সত্যিই অবর্ণনীয়! আমাকেও একবার এই অভিজ্ঞতা ভোগ করতে হয়েছিল। সে সময়ে গায়ে আমার নামমাত্র কাপড় ছিল! কারাগারের চিকিৎসকেরা বাক্সের ফাঁকের মধ্য দিয়ে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে

দেখতেন যে, বন্দীর অবস্থা কি প্রকার। ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে প্রাণহানির লক্ষণ দেখা গেলেই আবার বাক্স খুলে বন্দীকে বাইরে নিয়ে এসে পুনরায় তার দেহে উষ্ণতা আনার ব্যবস্থা করা হত। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় এই অনুষ্ঠানের পালা আরম্ভ করার আদেশ শোনা যেত। কেবল মাত্র স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যই এই যন্ত্রণার ব্যবস্থা। দেখে দেখে এবং নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে ভুগে আজও আমি গৃহে Refrigerator খুলতে পারি না।

খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি কম্যুনিষ্টদের যে ব্যবহার আমরা নিরীক্ষণ করেছি সাধারণভাবে কোন মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি ও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। খ্রীষ্টীয়ানদের উপরে এই সকল যন্ত্রণা প্রয়োগ করার সময়ে কম্যুনিষ্টদের মুখে পৈশাচিক উল্লাসের অভিব্যক্তি ফুটে উঠতো! যন্ত্রণা-কাতর খ্রীষ্টীয়ানের করুণ আর্ত চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়নকারী কম্যুনিষ্টরাও কর্কশ চীৎকারের সঙ্গে বলে উঠতো: আমরা শয়তান, আমরা পিশাচ···

কেবল রক্ত বা মাংস নয়, মন্দতার যে ঘৃণ্য শক্তি ও প্রকাশ— আমাদের বিরোধিতা তারই বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত হল। আমরা দেখতে পেলাম যে, কার্যতঃ কম্যুনিজম যেন মানুষের চিন্তাপ্রসূত নয় স্বয়ং মন্দ-আত্মা শয়তানেরই রচনা! এ-ও একটি বিশেষ আত্মিক শক্তি— তবে মন্দ আত্মার প্রসূত শক্তি। আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে, যন্ত্রণা ও দুঃখ অসহ্য হলেও ঈশ্বরের সহায়তায় এবং পবিত্র ও বৃহত্তর ঐশিক শক্তির আত্মিক প্রেরণায় এই মন্দতাকে আমাদের জয় করতেই হবে।

আমি কোন কোন সময়ে ওদের জিজ্ঞাসা করেছি: তোমাদের প্রাণে কি মায়া মমতা নাই?

ওরা প্রায়ই লেনিনের একটি উক্তি উল্লেখ করে বলত; ডিম-ভাজা

খেতে হলে সর্বপ্রথম ডিমের খোলাকে ভাঙ্গতে হয়—কাঠ কাটতে গেলে, কাঠের টুকরো এদিক-ওদিক ছিটকাবেই!

আমি বলেছি: লেনিনের এই সকল উক্তির কথা আমরা জানি। কিন্তু এর মধ্যে কি পার্থক্য নেই? কাঠের মধ্যে তো কোন অনুভব শক্তি নেই—কিন্তু যখন জীবন্ত মানুষের উপরে এই কষ্ট প্রয়োগ করো সে তো যন্ত্রণা ভোগ করে—এবং তাদের মায়েরাও সেই যন্ত্রণায় ক্রন্দন করে?

কিন্তু এই সবই বৃথা। ওরা মায়া-মমতাহীন জড়বাদী। ওদের কাছে অন্য কোন চিন্তা বা বিবেচনা সম্ভব নয়। মানুষ তাদের কাছে ঐ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের মতই, ডিমের খোলার মতই। এই ধারণা এবং সংস্কার নিয়েই অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার গহ্বরে তারা নেমে যেত! নিরীশ্বর-বাদের যে নিষ্ঠুরতা তা বিশ্বাস করা কঠিন। উত্তমের জন্য পুরস্কার অথবা মন্দের জন্য শাস্তি—মানুষ যখন এই বোধশক্তি ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তখন তার পক্ষে মানুষ থাকা সম্ভব হয় না। মানুষের এই নিম্ন-গামী মন্দতার মধ্যে কোন সংযম বা বাধা-নিষেধ থাকে না। কম্যুনিষ্ট অত্যাচারীরা প্রায়ই বলত—ঈশ্বর বলে কিছু নেই, পরলোক বলে কিছু নেই—পাপের জন্য শাস্তি বলেও কিছু নেই। আমাদের যা ইচ্ছা করতে পারি।

কোন কোন কম্যুনিষ্টকে আমি বলতে শুনেছি: তোমাদের ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ দিই যে, এখনও পর্যন্ত আমি জীবিত আছি এবং তাঁর সেবকদের ওপরে আমার প্রাণের ইচ্ছামত নিষ্ঠুর সাজা দিতে পারছি! এই লোকটি যেন বন্দীদের উপরে অত্যাচারের পাশবিকতায় অপূর্ব উল্লাস অনুভব করত!

যখন একটা কুমীর কোন মানুষ ধরে খায়—তখন আমাদের কষ্ট হয়। কিন্তু সেই কুমীরকে নিন্দা বা দোষী করা যায় না। সে কুমীর। নৈতিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নয়। তেমনি মনে হয়, কম্যুনিষ্টদের

প্রতিও কোন নিন্দাবাদ করাটা উচিত নয়। কেননা, কম্যুনিজমের শক্তি তার মধ্যে মানবোচিত সকলপ্রকার নৈতিক বিচার ও ধারণা ধ্বংস করে দিয়েছে। ওদের অনেকেই গর্ব করে আমাদের বলত: দয়ামায়া? ওসব কিছু আমাদের নেই!

ওদের কাছে আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে।

অন্তরের মধ্যে যীশুর জন্য ওরা সামান্য মাত্র জায়গাও কেউ রাখেনি, রাখতে প্রস্তুতও ছিল না। আমিও মনে মনে দৃঢ়তার সঙ্গে পণ করলাম—আমার অন্তরের ত্রি-সীমায় আমিও শয়তানের জন্য তিল-মাত্র স্থানও কোন দিন আর খালি রাখবো না!

U. S. Senate-এর আভ্যন্তরীণ রক্ষা সংসদের শাখা সমিতির সম্মুখে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমার সাক্ষ্য প্রদান করেছি। সেখানে আমি বর্ণনা করেছি যে, সুদীর্ঘ চারদিন ও চাররাত্রি ধরে খ্রীষ্টীয়ানদের ক্রুশের ওপরে বেঁধে রাখা হত। তারপর, তাদের মাটিতে শুইয়ে রাখা হলে অন্যান্য বন্দীদের হুকুম করা হত মৃত্তিকায় শায়িত ক্রুশে-আবদ্ধ এই হতভাগাদের মুখমণ্ডল ও শরীরের ওপরেই শরীর-ধর্মের প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলি যেন পালন করে! তার পরে সেই ক্রুশগুলিকে পুনরায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে কম্যুনিষ্ট অত্যাচারীরা সোল্লাসে বিদ্রূপ চীৎকার করে উঠতো—দেখ দেখ, যীশু খ্রীষ্টের দিকে চেয়ে দেখ, কি মনোহর দৃশ্য, কি সুন্দর স্বর্গীয় সৌরভ!!

এই কমিটির সম্মুখে আমি আর একজন বন্দী পুরোহিতের সম্পর্কে সাক্ষ্য উপস্থিত করেছিলাম।...অত্যাচারে ও উৎপীড়নে এই পুরোহিতকে অর্ধ-উন্মাদ অবস্থায় পরিণত করে একদিন তাঁর উপরে কম্যুনিষ্ট অত্যাচারীরা চরম আঘাত হানলো। তাঁকে আদেশ করা হল—সকলের সম্মুখে মল ও মূত্র ত্যাগ করতে এবং পরিশেষে তাই দিয়ে বন্দীশালার অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানদের ভিতরে পবিত্র প্রভুর ভোজের অনুষ্ঠান সম্পাদন

করানো হল! এই লজ্জাস্কর ও জঘন্য ঘটনাটির সংঘটন হয় রুমানিয়ার অন্তর্গত পিটেষ্টি নামক কারাগারে।

আমি এই পুরোহিতকে পরে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কি করে মল-মূত্র বিতরণ করে প্রভুর ভোজ সম্পাদন করলেন? অস্বীকার করে মৃত্যুবরণ করলেন না কেন?

উন্মাদ-প্রায় পুরোহিত মহাশয় বেদনাক্লিষ্ট স্বরে মিনতি করলেন, আমার বিচার করবেন না ভাই! আমার যন্ত্রণাভোগের মাত্রা যীশু খ্রীষ্টের অপেক্ষাও অধিক জানবেন।

মহাকবি দান্তের রচিত নরক-যন্ত্রণার সমস্ত বর্ণনা অপেক্ষাও কম্যুনিষ্ট কারাগারের অভ্যন্তরে উৎপীড়ন ও যন্ত্রণাদানের ছবি আরও ভয়াবহ!

পিটেষ্টি কারাগারে প্রতি রবিবার এবং অন্যান্য দিনেও যে সকল ঘটনার অনুষ্ঠান হত, এটি তার মধ্যে মাত্র একটি দিনের বর্ণনা মাত্র! অন্যান্য ঘটনার মধ্যে কয়েকটি এত জঘন্য যে সে সম্বন্ধে উল্লেখ করাও সম্ভব নয় এবং সেগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করলেও আমার হৃৎকম্প ও অসুস্থতা এসে পড়ে। অমানুষিক, অশ্লীল ও অভাবনীয় এই সকল অত্যাচার ও যন্ত্রণার সঙ্গেই আমাদের বহু খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা এই সময়ে কম্যুনিষ্ট কারাগারে দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছেন। হয়তো এখনও কোন কোন কারাগারে এই সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলেছে।

খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের মধ্যেও এই সময়ে যথেষ্ট বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে পুরোহিত মিলান হায়মোভিসির নাম বিশেষ-ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

কারাগারগুলিতে এত অধিকসংখ্যক বন্দীর আগমন ঘটেছিল যে, প্রহরীরা প্রায়ই আমাদের সকলের নাম জানতো না। কারাশৃঙ্খলা ভঙ্গ বা অন্যান্য দোষ বা অপরাধের জন্য আমাদের প্রায়ই চাবুকের শাস্তি নিতে হত। প্রত্যেক দিন প্রহরীরা নাম ডেকে ডেকে চাবুক

মারার শাস্তি প্রদান করত। বহু অসুস্থ ও দুর্বল বন্দীর পক্ষে এই শাস্তি গ্রহণ করা অসম্ভব ও মৃত্যুজনক ছিল।

পাষ্টার মিলান হায়মোভিসি প্রায় প্রত্যহই কোন-না-কোন বন্দীর হয়ে এই শাস্তি গ্রহণ করতেন—তার নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়ে যেতেন। ক্রমে এটি জানাজানি হয়ে যেতে তিনিই যে সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠলেন তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট-ও কম্যুনিষ্ট অত্যাচারীদের কাছেও সন্দিগ্ধ বিস্ময় ও গোপন শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে উঠলো।

কারাগারের মধ্যে কম্যুনিষ্ট অত্যাচারের কথা এবং খ্রীষ্টীয়ান বন্দীদের মহানুভবতা, উদারতা ও ত্যাগ স্বীকারের বিবরণ কোনটাই হয়তো বলে শেষ করা যাবে না। এই সকল বীরত্বের কথা সময়ে সময়ে কারাগারের বাইরেও শোনা যেত এবং মুক্ত মণ্ডলীর খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে অপূর্ব উন্মাদনা ও উদ্দীপনার সাড়া জাগিয়ে তুলতো।

আমাদের গুপ্ত মণ্ডলীর কর্মীদের মধ্যে একটি তরুণীর কথা না বলে পারি না। কম্যুনিষ্ট পুলিস জানতে পেরেছিল যে, গোপনে সুসমাচার বিতরণ এবং ছেলেমেয়েদের খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ায় এই তরুণীটি বিশেষ তৎপর ও দক্ষ কর্মী ছিল। একে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত হলেও তারা মেয়েটিকে আরও কয়েক সপ্তাহ কিছুই বলল না। তারা জানতো যে মেয়েটির শীঘ্রই বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং তাকে শাস্তি দেওয়ার ঘটনাটি আরও কষ্টদায়ক ও মর্মান্তিক করে তোলার জন্য বেচারার শুভ-পরিণয়ের দিনটির জন্য অপেক্ষা করল। অর্থাৎ, কোন তরুণীর পক্ষে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মধুরতম দিনটিকেই তারা তার গ্রেফতারের দিন রূপে ধার্য করল।

বিবাহের দিনে বিবাহের পাত্রীরূপে সজ্জিতা সেই তরুণীটির বাস-ভবনে হঠাৎ দরজা ঠেলে প্রবেশ করল গোয়েন্দা পুলিসের লোকেরা।

প্রথমে বিস্মিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের নাম করে তরুণীটি হাতকড়ার জন্য তার হাত দুটি প্রসারিত করে দিল। তারপর হাতকড়ার লোহায় চুম্বন করে সে বলে উঠল, আমার স্বর্গীয় পাত্রের দেওয়া এই উপহারই আজ আমার পরম অলঙ্কার হোক। তার জন্য আমি যে এই কষ্টভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হয়েছি—সেজন্য আমি সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

গোয়েন্দারা মেয়েটিকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল!...

ঘরের মধ্যে আত্মীয়, বন্ধু ও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে তখন কান্না ও শোকের প্রবাহ বয়ে যেতে লাগলো! তাঁরা সকলেই জানতেন যে, কম্যুনিষ্ট প্রহরীদের কবলে খ্রীষ্টীয়ান যুবতী বন্দিনীদের কি অবস্থা হয়! সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে যখন এই যুবতীকে মুক্তি দেওয়া হল—তখন তার বিধ্বস্ত ও অকালবৃদ্ধ চেহারা দেখে সকলেরই মনে হল যেন তার ত্রিশ বৎসর বয়স বেড়ে গেছে। মেয়েটির নববিবাহিত স্বামী নিরুপায় ভাবে আজও তার জন্যে অপেক্ষায় ছিল। মেয়েটি প্রগাঢ় স্বরে বললেন, আমার এই দুঃখ আর দুঃখ থাকে না, যখন চিন্তা করি যে এই সকলই আমার প্রভু খ্রীষ্টের জন্য আমাকে বহন করতে হয়েছে।

আমাদের গুপ্ত-মণ্ডলীর কর্মী তালিকার মধ্যে এই প্রকার মহান ও সুন্দর চরিত্র নায়ক-নায়িকা প্রচুর ছিলেন।

॥ মগজ ধোলাই-এর নমুনা ॥

পশ্চিমের অধিবাসীরা সম্ভবতঃ শুনে থাকবেন যে প্রথম কোরিয়ায় এবং বর্তমানে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সমরাঙ্গনের পিছনে 'মগজ ধোলাই' নামক একটি শিক্ষাপদ্ধতি (!) আরম্ভ হয়েছে। এখন বলতে বাধা নেই

যে, আমি নিজেও এই পদ্ধতির পীড়ন-কবলে পড়েছিলাম। এটি আর এক রকমের উৎপীড়ন-প্রণালী!

বৎসরের পর বৎসর আমাদের প্রতিদিন সতেরো ঘণ্টা ধরে বসে বসে শুনতে হত :—

সাম্যবাদ সুন্দর
সাম্যবাদ সুন্দর!
সাম্যবাদ সুন্দর!
সাম্যবাদ সুন্দর!
খ্রীষ্টধর্ম নির্বুদ্ধিতা!
খ্রীষ্টধর্ম নির্বুদ্ধিতা!
খ্রীষ্টধর্ম নির্বুদ্ধিতা!

বর্জন করো!
বর্জন করো!
বর্জন করো!

ঘড়ির কাঁটা ধরে প্রতিদিন সতেরো ঘণ্টা—দিনের পর দিন, সপ্তাহ ও মাসের পর মাস এই ধারা চলেছিল!

বহু খ্রীষ্টান আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—এই সুদীর্ঘ সময়ের মগজ-ধোলাই পদ্ধতির কবল থেকে আপনি কি উপায়ে আত্মরক্ষা করলেন?

আমি কেবল একটি উত্তরই তাদের দিতে পেরেছি : মগজ ধোলাই-এর নিষ্ঠুর শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে মাত্র একটি উপায় আমার কাছে ফলপ্রসূ হয়েছে সেটি হচ্ছে—হৃদয় ধোলাই!

যদি আমার হৃদয় যীশু খ্রীষ্টের প্রেমে ধৌত ও পরিষ্কৃত থাকে এবং সেই হৃদয়ে তাঁর জন্যে সত্যিকারের প্রেম জীবিত থাকে তাহলে যে কোন রকম অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করা সম্ভব হয়! প্রেমিক স্বামীর

জন্য প্রেমিকা পত্নী কি না সহ্য করেন, সন্তানের জন্য জননী কি না সহ্য করেন ? এই ভালবাসার শক্তিই আমাদের জয়ী করে।

ঈশ্বর এই ভাবেই বিচার করেন। কতটা তাঁর জন্য সহ্য করি বা করতে পারি—তার চেয়ে কতখানি তাঁকে আমি ভালবাসি সেইটুকুই তাঁর লক্ষ্য। কম্যুনিষ্টদের কারাগারে বহু খ্রীষ্টীয়ান বন্দীকে দেখেছি যারা শত অত্যাচার ও যন্ত্রণার মধ্যেও ঈশ্বর ও সহমানবের জন্য অসীম প্রেম প্রদর্শন করেছেন।

এই অত্যাচার ও উৎপীড়ন অবিচ্ছিন্নভাবেই চালানো হত। সহ্যের সীমার বাইরে গেলে প্রায়ই আমি চেতনা হারিয়ে ফেলতাম, যখন ওরা দেখতো যে আর আমার কোনপ্রকার স্বীকারোক্তি বা কথা বলবার শক্তিও নেই তখন আমাকে আমার বন্দী-কুঠুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। বিনা চিকিৎসা, বিনা সেবা-শুশ্রূষাতেই আমি পড়ে থাকতাম এবং কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করার লক্ষণ প্রকাশিত হলেই আমাকে পুনরায় সেই স্বীকারোক্তি কক্ষে নিয়ে আসা হত! আমার সম্মুখেই এই অবস্থাতে অনেকে প্রাণত্যাগ করেছেন! কি জানি কেন, আমার শক্তি যেন শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই ফিরে এসে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। পরে পরে কয়েকটি কারাগারে বন্দী থাকার সময়ে ওদের প্রহার ও পীড়নে আমার দেহের অনেক হাড় জখম হয়েছে—কোনটা ভেঙ্গেও গেছে। আমার সারা শরীরে অন্ততঃ আঠারোটা জায়গায় এখনও প্রহার, কাটা, গর্ত করা ও দগ্ধ করার চিহ্ন আমি বহন করছি।

নরওয়ের রাজধানী অসলোর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা আমার শারীরিক অবস্থা তৎসহ ফুসফুসের টিউবারকুলোসিস পরীক্ষা করে সকলেই বলেছেন—আমার পক্ষে আজও জীবিত থাকাটাই একটা বিশেষ অলৌকিক ব্যাপার! তাঁদের চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বহু

বৎসর পূর্বেই আমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। আমিও জানি যে, আমার এই জীবন একটি অলৌকিক দৃষ্টান্ত! আমি এ-ও জানি যে আমার প্রেমিক ঈশ্বর—অসংখ্য অলৌকিক ক্রিয়ার ঈশ্বর!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে—আজ লৌহ যবনিকার অন্তরালে গুপ্ত মণ্ডলীর জন্য আমার এই উচ্চ-কণ্ঠ আপনারা শ্রবণ করতে পারবেন বলেই ঈশ্বর আমার প্রতি তাঁর এই অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। বহু অসহায় ও যন্ত্রণা-পীড়িত বন্দীর মধ্যে তিনি আমাকেই জীবিত অবস্থায় বাইরে আসতে এবং চীৎকার করে মুক্ত পৃথিবীর খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকটে সমস্ত যন্ত্রণা ও দুঃখ বরণের কাহিনী প্রকাশ করতে সুযোগ দিয়েছেন।

॥ স্বল্পকালের স্বাধীনতা ও পুনর্বন্দীত্ব ॥

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

আমার বন্দীত্ব দশার সাড়ে আট বৎসর পূর্ণ হল। আমার শরীরের ওজন অনেক হ্রাস পেয়েছে, সারা শরীরে বহু ক্ষত-বিক্ষত-জনিত দৃষ্টি-কটু দাগ হয়েছে। দয়ামায়াহীন প্রহারে, লাথি, বিদ্রূপ, অনশন, উৎপীড়ন এবং অপমানজনক ও সীমাহীন জেরা—এই দীর্ঘ সময়ে এইগুলিই আমার লব্ধ অভিজ্ঞতা! কিন্তু এর কোন পন্থাতেই বন্দী-কর্তারা তাদের প্রয়াসকে সফল করতে পারেনি। সুতরাং অবশেষে, কতকটা হতাশভাবেই তারা আমাকে মুক্তি দিলেন। তাছাড়া—আমাকে গ্রেফতার ও বন্দী করে রাখার জন্য বরাবরই একটা প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন তাদের হতে হয়েছিল।

আমাকে আমার পূর্ব জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে অনুমতি দেওয়া হল—কিন্তু মাত্র দুটি সপ্তাহের জন্য। আমি কেবল দুটি সার্মান প্রদান করতে পেরেছিলাম। তারপরই ওরা আমাকে দফতরে আহ্বান করে

এনে বলে দিলেন, প্রচার করা আমাকে বন্ধ করতে হবে। কোন প্রকার ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপও চলবে না। কেন? কোন অন্যায় কথা আমি প্রচার করেছিলাম কি?

—হ্যাঁ, আপনার শ্রোতাদের ও মণ্ডলীর সভ্যদের আপনি একটি মারাত্মক উপদেশ দিয়েছেন। আপনি বলেছেন—"তোমাদের এখন একটি বিশেষ জিনিস দরকার—সেটি হচ্ছে ধৈর্য আরও ধৈর্য এবং আরও আরও ধৈর্য!"

অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, তোমরা ধৈর্য ধরো, আমেরিকানরা এসে তোমাদের উদ্ধার করবে!

এই কথাগুলি পুলিস চীৎকার করে আমাকে বলে উঠল। তারা আরও বলল—আপনি তাদের আরও বলেছেন,—এই অন্যায়ের রাজত্ব কখনও চলতে পারে না। কম্যুনিষ্টরাও চিরদিন থাকবে না, চাকা ঘুরছে এবং ঘুরবেই। এগুলি বিপ্লব-বিরোধী মিথ্যা কথা—আপনাকে মুখ বন্ধ করতেই হবে।

অতএব, দুই সপ্তাহের মধ্যেই পৌরোহিত্য আমার বন্ধ হয়ে গেল।

কম্যুনিষ্ট শাসকেরা সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন যে ওদের শাসানিতে আমি ভয় পাবো এবং কোনো প্রকার গোপন প্রচারকার্যে আর যোগদান করব না। কিন্তু ঐখানেই তাদের ভ্রান্তি হল। কারাগারে আনীত হওয়ার পূর্বে আমি গুপ্ত মণ্ডলীর জন্য যে গোপন-কার্যক্রম অনুসরণ করছিলাম, আমার পারিবারিক সহায়তায় পুনরায় সেই গুপ্ত মণ্ডলীর সেবার কাজ আরম্ভ করে দিলাম।

এবারে আমার কাজের আরও সুবিধা হল।

বিভিন্ন ঠিকানায় বিভিন্ন গোপন মণ্ডলীর নিকটে আমি আমার বক্তব্য বলতে লাগলাম এবং সকলকে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সারা দেহের লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের সাক্ষ্য চিহ্নগুলি দেখিয়ে আরও

সাহস ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলাম। বিশেষ বিশেষ সাহসী ও বিশ্বস্ত প্রচারকদের সহযোগিতায় সারা দেশে আমি কয়েকটি গোপন প্রচার অভিযানের শাখা-প্রশাখা খুলে ফেললাম। দেখলাম, অত শক্তিশালী ও ধূর্ত হলেও শাসক-শ্রেণীর কর্তারা আমাদের এই গোপন কার্য-বিস্তৃতির কোন কিছুই জানতে বা ধরতে পারলো না।

বুঝতে পারলাম—যারা নিজেদের শক্তিমত্তার অন্ধ দাম্ভিকতায় ঈশ্বরের হস্তও দেখতে পায় না, তারা আমার মতন সামান্য একটা প্রচারকের হাত দেখতে পাবে কি করে?

কিন্তু—তথাপি শেষ পর্যন্ত আমি আবার ধরা পড়লাম। বিভিন্ন সূত্রে এবং চর মারফত পূর্ণ তিন বৎসর পরে ওরা আমার বিপক্ষে যথেষ্ট সংবাদ সংগ্রহ করল এবং পুনরায় আমাকে গ্রেফতার করল। তবে, এইবার তারা আমার পরিবারের অন্য কাউকে গ্রেফতার করল না। সম্ভবতঃ পূর্ব-বন্দীত্বের সময়ে আমার সম্বন্ধে বহুল মাত্রায় প্রচার ও আন্দোলন হওয়ার কারণেই। আগের বারে সাড়ে আট বৎসর কারাগারে থেকে তিন বৎসরের মুক্তি ভোগ আমি করলাম, কিন্তু এইবার আমাকে আরও সাড়ে পাঁচ বছরের বন্দীত্ব ভোগ করতে হল।

আমার এই দ্বিতীয় বন্দীত্ব কয়েকটি বিষয়ে পূর্বকারের অপেক্ষা অধিক কষ্টকর হল। আমিও অবশ্য জানতাম—এবারে আমার অদৃষ্টে কি আছে। কিন্তু—এবারে আমার স্বাস্থ্য যেন সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করল!

তথাপি, সাম্যবাদী গুপ্ত কারাগারের মধ্যেই বন্দীদের নিকটে আমাদের গুপ্ত মণ্ডলীর ততোধিক গুপ্ত প্রচার কার্য আমি আরম্ভ করে দিলাম

॥ নতুন চুক্তি : আমাদের প্রচার—তোমাদের প্রহার ॥

অন্য বন্দীদের নিকটে কোন কিছু প্রচার করা দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কেহ এই কার্যে ধরা পড়লে রীতিমত প্রহার করা হত। আমাদের মধ্যে কয়েকজন শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম যে, প্রচার করার সুযোগের জন্য আমরা প্রহারই বরণ করব। সুতরাং—ক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্তেই চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, প্রচার আমরা করব, প্রহারও তোমরা কর! এক হিসাবে এই ব্যবস্থায় আমরা প্রচুর শান্তি পেলাম মনে। আমরা প্রচার করে সুখী, তারা প্রহার করে সুখী—অতএব আদানপ্রদানের এই ব্যবস্থায় অ-সুখী কেউ-ই থাকলো না।

নিম্নলিখিত এই প্রকার ঘটনা এত বেশী বার ঘটেছিল যে, তার উল্লেখ না করাটা অন্যায় হয়। আমাদের কোন ভ্রাতা সহ-বন্দীদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করেছেন—সহসা একটি বাক্যের হয়তো মধ্যপথেই প্রহরীরা সেইখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে টানতে টানতে বারান্দা দিয়ে সোজা সাজা-ঘরে নিয়ে গেল। তারপর সীমা-মাত্রা-হীন প্রহারের পরে তাঁকে পুনরায় টানতে টানতে নিয়ে এসে কারামধ্যে এনে ফেলে দিয়ে গেল। ছেঁড়া, কাটা, রক্তাক্ত কলেবর ও প্রহার জর্জরিত দেহ নিয়ে কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উঠে বসতে বসতে বেদনা-ক্লিষ্ট স্বরে পুনরায় ভাইটি আরম্ভ করলেন :

ভাইসব, বাধা পড়ার সময়ে আমরা কতদূর ছিলাম? কেউ বলতে পারেন?

এইভাবে কম্যুনিষ্ট কারাগারের মধ্যেও আমাদের সুসমাচার প্রচারের কাজ চলত।

কয়েকটি অতি মনোরম ব্যাপারও আমি লক্ষ্য করেছি।

অনেক সময়ে এই প্রচারকেরা সাধারণ খ্রীষ্টান ছিলেন। পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত সাধারণ খ্রীষ্টানদের অনেকেই বহু স্থানে সুন্দর

শক্তিশালী প্রচারকার্য করেছেন। কেননা এঁদের কথার মধ্যে অধিকতর উদ্দীপনা ও প্রাণ-স্পন্দন থাকে—বক্তৃতা অভ্যাসগত নিয়ম-বাঁধা ভাষণে পরিণত হয় না। তাছাড়া কম্যুনিষ্ট কারাগারের সেই শাস্তি-চুক্তি-মূলক প্রচার ব্যবস্থায় অগ্রসর হওয়া খুব সহজ কাজও ছিল না।

অকস্মাৎ প্রহরীর দল অকুস্থানে আবির্ভূত হয়ে প্রচারককে টানতে টানতে সাজা-ঘরে নিয়ে চলল—তাদের দিকের চুক্তি অনুসরণ করতে। বেচারা প্রচারককে বহুক্ষণ পরে অর্ধমৃত অবস্থায় পুনরায় কারাভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হল!

Gherla নামক একটি কারাগারে একজন খ্রীষ্টান বন্দী—গ্রেস্থ প্রচার করার জন্য শাস্তি লাভ করল: মৃত্যুদণ্ড—প্রহারের দ্বারা!

দণ্ডের এই প্রক্রিয়াটি কয়েক সপ্তাহ ধরে চলল। প্রহরীরা অতি ধীরে ধীরে গ্রেস্থকে এই মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা প্রদান করল। একদিন কঠিন বস্তু দিয়ে তার পায়ে আঘাত করা হল। পরদিন, শরীরের দুর্বলতম স্থানে কঠিন আঘাতে তাকে অচেতন করা হল। পরে চিকিৎসকের ঔষধে পুনরায় সেরে ওঠার পরে আবার আরম্ভ হল সেই ধীরগতি প্রহার-পদ্ধতি! মাঝে মাঝে সারিয়ে তুলে পুনরায় প্রহার আরম্ভ করার মধ্যে তারা কি এক বিকৃত সুখানুভব করতো তারাই জানে। তবে গ্রেস্থকে তারা এইভাবে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রহার করতে করতে মেরে ফেলেছিল!

পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, অত্যধিক কষ্ট দিয়ে ধীর-গতিতে তার মৃত্যু ঘটানোর এই ব্যবস্থায় যে প্রহরী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—তার নাম রেক্। সে নাকি কেন্দ্রীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন অগ্রগামী সভ্য!

কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যান্য সভ্যদের কাছে শুনেছিলাম যে, রেক্ বলত খ্রীষ্টানদের কাছে:

তোমরা শুনে রাখো—আমিই ঈশ্বর, তোমাদের প্রত্যেকের জীবন

ও মৃত্যুর ওপরে আমার অধিকার একচ্ছত্র। স্বর্গে যাঁর দিকে তোমরা তাকাও—তোমাদের বাঁচা মরার সম্বন্ধে তাঁর কোনই বক্তব্য নেই—সব আমারই ইচ্ছামত! আমি ইচ্ছা করলে তোমরা বাঁচবে, আবার আমার ইচ্ছাতেই মরবে। সুতরাং মনে রেখো—আমিই তোমাদের ঈশ্বর!

রেক্ প্রায়ই খ্রীষ্টীয়ান বন্দীদের এই ভাষণ শোনাতো!

অত্যাচারিত ও প্রহার-জর্জরিত ভ্রাতা গ্রেস্থ এই ভাষণের সুন্দর একটি উত্তর দিয়েছিলেনঃ আপনি জানেন না কি গভীর সত্য কথা আপনি এখন বলছেন। আপনি ঈশ্বর না হতে পারেন, কিন্তু আপনি সত্য সত্যই ঈশ্বরেরই মতন। প্রত্যেক শুঁয়া পোকাই প্রজাপতি, যদি ঠিকমত সে বাড়তে পারে।

আপনাকে তো অত্যাচারী হবার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, অথবা মানুষকে হত্যা করার জন্য! ঈশ্বরের অনুরূপ হওয়ার জন্যই তো আপনার সৃষ্টি। সেদিনকার যীহুদিদের কাছে যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন—তোমরাই তো ঈশ্বর! ঈশ্বরের আশীষ ও মূর্তি তোমাদের অন্তরে উপস্থিত! আপনার মত বহু অত্যাচারী—সাধু পৌলের মত নিষ্ঠুর ও নৃশংস—জীবনের কোন এক দিন আবিষ্কার করেছিলেন যে এই প্রকার ঘৃণ্য আচরণ অতিশয় ধিক্কারজনক—এর চেয়ে অনেক ভাল কাজ আছে মানুষের জন্য—অনেক সেবা অনেক উপকার! তাঁরা পরিবর্তিত হয়ে পবিত্র পথের পথিক হয়েছিলেন। মিঃ রেক্, আমার কথায় বিশ্বাস করুন, ঈশ্বরের মতন হওয়ার জন্যই আপনার জন্ম, এই ঘৃণিত অত্যাচারী হওয়ার জন্য কখনই নয়।

এই সকল যন্ত্রণা ও দৈহিক নিপীড়ন থেকে একটা শিক্ষা আমরা গভীর ভাবে গ্রহণ করেছিলাম। দেহের উপরেও আত্মার প্রভাব—এই কথাটি আমরা প্রত্যেক প্রহার ও লাঞ্ছনার সময়ে অনুভব করতে শিখলাম। দেহের কষ্ট যখন অসহনীয় হয়েছে, বেদনায় দেহ ঝনঝন

করেছে, তখনও মনে হয়েছে—আমার ভিতরের একটা অংশ যেন কত-দূরে—যন্ত্রণা থেকে তফাতে থেকে কি এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও সম্মানে স্বর্গসুখ ভোগ করে চলেছে ··আমরা বুঝতে পারতাম—যে, এটি যীশু খ্রীষ্টের-ই আশীর্বাদ।

সপ্তাহে একদিন এক টুকরো রুটি আমাদের দেওয়া হত—অন্যান্য দিনে একপ্রকার শুরুয়া। আমরা এই রুটির টুকরোর-ও দশমাংশ দান করতাম। প্রত্যেক দশম সপ্তাহের 'রুটি' আমরা অন্য কোন অসুস্থ ও দুর্বল ভাইকে দান করতাম।

প্রায় এই সময়ে একজন খ্রীষ্টান বন্দীর মৃত্যুদণ্ড হল। মৃত্যুর পূর্বে বন্দীকে একবার তার পত্নীর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য কথার পরে পত্নীকে পরম স্নেহনিবিড় কণ্ঠে বন্দী বলল, "একটা কথা মনে রেখো, যারা আমাকে আজ মেরে ফেলছে, আমি তাদের ক্ষমা করেছি—তাদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই। দোহাই তোমার, এদের কারো প্রতি কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ তুমিও রেখোনা লক্ষ্মীটি! ওরা জানেনি, বোঝেনি, বোঝবার সুযোগও ওরা পায়নি! এসো, বিদায় দাও—স্বর্গে আবার আমাদের দেখা হবে। ··"

যে গোয়েন্দা পুলিস অফিসারের মুখে আমি এ কাহিনী শুনেছিলাম —তিনি আমার এখন সহ-বন্দী! উপরের দৃশ্য ও স্বামী স্ত্রীর কথা-বার্তার সাক্ষী হয়ে তিনি আর আত্মসংবরণ করতে পারেন নি—গোপনেই খ্রীষ্ট শিষ্য হয়েছিলেন এবং পরে খ্রীষ্টান হওয়ার জন্যই তাঁকেও আমাদের সঙ্গে বন্দী হতে হয়!

আর একজন তরুণ বন্দীর কথা আমার মনে আছে। তার নাম ম্যাচেভেসি। মাত্র আঠারো বৎসর বয়স থেকেই বেচারা বন্দী জীবন যাপন করছেন। নিয়মিত অত্যাচার ও অনিয়মিত পুষ্টির জন্য এখন তার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। এখন সে টিউবারকুলোসিস রোগে আক্রান্ত!

ম্যাচেভিসির পরিবারের লোকেরা তার যক্ষ্মারোগের কথা শুনতে পেয়ে ওষুধের একটা বড় পার্সেল পাঠালেন তার চিকিৎসার জন্যে! একশত শিশি ষ্ট্রেপটোমাইসিন ছিল সেই পুলিন্দার মধ্যে! ম্যাচেভিসির রোগ সারিয়ে মৃত্যু থেকে জীবনের পথে বাঁচিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্টই!

বন্দীশালার অধ্যক্ষ ডেকে পাঠালেন ম্যাচেভিসিকে। তার সম্মুখে ওষুধের প্যাকেটটি রেখে তিনি বললেন, তোমার জীবনরক্ষার জন্য এসেছে এই মূল্যবান ওষুধ! তুমি অনায়াসেই এর সাহায্যে বেঁচে যেতে পারো। কিন্তু তুমি কারাগারের নিয়ম জানো। এখানে বাইরে থেকে কোন পার্সেল আসার আইন নেই! ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতেই চাই! তোমার বয়স খুবই কম। কারাগারের মধ্যেই তোমার জীবন শেষ হয়ে যায়—তা আমি চাই না। তোমাকে সাহায্য করবার জন্য তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে? যদি তোমার বন্দী বন্ধুদের গোপন ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে আমাকে তুমি খবর দিতে প্রস্তুত থাকো, তাহলে বাইরের প্রেরিত ওষুধে তোমার চিকিৎসার অনুমতির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমি সুপারিশ করব এবং বলব যে, তুমি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছ এবং করতে রাজী হয়েছ।

সমস্ত শুনে কিছুমাত্র বিলম্ব না করেই তরুণ ম্যাচেভিসি ধীর কণ্ঠে বলল, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু এমনভাবে আমি জীবিত থাকতে চাই না যাতে কোন দিন আমি আরশির সম্মুখে দাঁড়াতে পারব না। আমার প্রতিবিম্বের স্থলে একজন বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীর মূর্তিকে আমি সহ্য করতে পারব না, আমি মরণই কামনা করি!"

কারাধ্যক্ষ ম্যাচেভিসির করমর্দন করে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আমি জানতাম তুমি এই ধরণের জবাবই আমাকে দেবে, কিন্তু আমি চাই না যে অকালে এই তরুণ বয়সে তোমার জীবন শেষ হয়ে যায়। তুমি কি আর একটু সুযোগ আমাকে দেবে তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে?

বলুন আমি শুনছি।

তুমি হয়তো জানো না যে, তোমার বন্ধুদের মধ্যেই কেউ কেউ ইতিমধ্যে আমার কাছে নানারকম স্বীকারোক্তি করেছে। তারা প্রকাশ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং তোমার বিরুদ্ধেও কিছু কিছু উক্তি করেছে। কিন্তু বুঝতেই পারো যে, এই দুমুখো চরিত্রের মানুষদের আমরা সহজে বিশ্বাস করতে পারি না। আমরা জানতে চাই তাদের স্বীকার কতটা সত্য ও খাঁটি। তোমার প্রতি তারা তো বিশ্বাসঘাতক হয়েইছে—তোমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে তোমার ক্ষতিসাধনের জন্যই এখন প্রস্তুত। আমি জানি, তুমি তোমার বন্ধু ও সহকর্মীদের বিরুদ্ধে কিছুই প্রকাশ করতে প্রস্তুত নও! বেশ। কিন্তু যারা প্রকাশ্যেই তোমার বিপক্ষতা আরম্ভ করেছে অন্ততঃ তাদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু কিছু খবর দাও। সেই ভাবেও কিছু সাহায্য তুমি আমাকে করো যেন সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাঁচতে পারো—"

ম্যাচেভিসি এইবার কিঞ্চিৎ দুঃখিত স্বরে বলল, আমি যীশুর শিষ্য! তিনিই আমাকে শিখিয়েছেন যে, শত্রুকেও প্রেম করতে হবে। যারা আমাদের বিপক্ষতা করেছে—তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, হয়তো অনেক অনিষ্টও তারা করবে—কিন্তু স্যার, তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারবো না। আমি তাদের করুণা করি, তাদের জন্য প্রার্থনা করি। কিন্তু আমি কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক নই।

কারাধ্যক্ষের নিকট থেকে ফিরে এল ম্যাচেভিসি এবং আমাকে ধীরে ধীরে সমস্ত বিবরণটি বিবৃত করল। দিনকয়েকের মধ্যেই সে মারা গেল। বেশ মনে আছে মৃত্যুর সময়েও সে ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ উচ্চারণ করছিল!

এই তরুণ বয়সে জীবনের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম ও পিপাসা সকলেরই থাকে—মহান প্রেমের প্রভাবে সেই অমূল্য ও অবর্ণনীয়

পিপাসাকেও তরুণ ম্যাচেভিসি জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। পরম বিজয়ীর মতই সে মৃত্যুকে বরণ করল!

আমি জানি কোন সঙ্গীত পাগল দরিদ্রও তার শেষ টাকাটা খরচ করতে আপত্তি করে না—ভালো সঙ্গীত শোনবার জন্যে! অভাবী ও অভুক্ত হলেও ভাল সঙ্গীত শোনার তৃপ্তি ও আনন্দে সে মনের মধ্যে একটা অপূর্ব সার্থকতা অনুভব করে।

জীবনকালের বহু বৎসর কারাগারে অতিবাহিত হওয়ার জন্য আমার কোন অভিযোগ নাই। বহু সুন্দর ও মহান দৃশ্য আমি দেখেছি। নিজে আমি অন্যান্য দুর্বল ও দুঃস্থদের মধ্যে পরিগণিত হলেও—এমন সব মহান ও উজ্জ্বল চরিত্র সাধু বিশ্বাস-বীর মহানায়কদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি - প্রথম শতাব্দীর প্রাতঃস্মরণীয় খ্রীষ্টীয় মহাত্মাদের সঙ্গে যাঁরা সমান শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য। এঁরা খ্রীষ্টের জন্যে হাসি-মুখে মৃত্যুকে বরণ করেছেন! এই সব সাধু-প্রকৃতির বিশ্বাসীদের আত্মিক সৌন্দর্য বর্ণনা, মনে হয়, কোনদিনই সম্ভব হবে না।

যে কথাগুলি আমি এখানে লিপিবদ্ধ করছি এগুলি অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। অনেক অস্বাভাবিক বস্তু আমাদের গুপ্ত মণ্ডলীর খ্রীষ্টভক্তদের নিকট একান্ত স্বাভাবিক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মনে হয়—এই গুপ্ত মণ্ডলী যেন খ্রীষ্টীয় ইতিহাসের প্রথম প্রেমের যুগেই প্রত্যাবর্তন করেছে।

কারাগারে প্রবেশ করার পূর্বে আমি খ্রীষ্টকে ভালবাসতাম। আজ খ্রীষ্টের পরিণয়-পাত্রী—তাঁর আত্মিক দেহটিকে কারাগারের কষ্টময় পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পেয়ে—আমি বলতে পারি—যে এই গুপ্ত মণ্ডলীকেও আমি খ্রীষ্টের সমানই ভালবাসি। কেননা, এর প্রকৃত সৌন্দর্য, এর ত্যাগ স্বীকারের অসীম আকর্ষণ আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।

॥ আমার স্ত্রী ও পুত্রের কথা ॥

আমাকে গ্রেফতার করার পর থেকে আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। বহু বৎসর পরে জানতে পেরেছিলাম যে, তাঁকেও কারাগারে দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টীয়ান মহিলাদের কারাগারে পুরুষদের অপেক্ষা অনেক অধিক উৎপীড়ন ভোগ করতে হত। অল্পবয়সী মেয়েদের উপরে প্রহরীরা বলাৎকার করত। আনুষঙ্গিক বিদ্রূপ ও অশ্লীলতার মাত্রাও সীমাহীন।

স্ত্রীলোকদের কঠিন কায়িক কাজে লাগানো হত এবং পুরুষদের মত কাজের মাত্রা একই ছিল। একটি নূতন খাল কাটার কাজে শীতকালেও কোদাল চালানোতে তাদের বাধ্য করা হত। আরও বেদনার ও অপমানের জন্য এইসকল খ্রীষ্টান বন্দী রমণীদের ওপরে খবরদারি করার জন্য দুশ্চরিত্র বেশ্যা স্ত্রীলোকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাদের নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর আচরণ এবং ভদ্র পরিবারভুক্ত মেয়েদের উপরে অশ্লীল ও অসভ্য দৌরাত্ম্য যেন কারা-লাঞ্ছনাকে চরম মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল।

খাদ্য পানীয়ের কোনই সু-ব্যবস্থা ছিল না। আমার স্ত্রী অন্যান্যদের সঙ্গে বহু সময়ে ঘাস খেতেও বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যান্য অনেকে ক্ষুধার তাড়নায় এই নতুন খালের অঞ্চলে সাপ, ইঁদুর এবং ব্যাঙ পর্যন্ত খেয়েছে।

রবিবারের ছুটির সময়ে প্রহরীদের একটা বিশেষ খেলা ছিল—ডানিয়ুব নদীর জলে মেয়েদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া এবং তারপরে তাদের ধরে তুলে আনা। সিক্ত পরিধেয় সমেত জল থেকে তুলে এনে তাদের সঙ্গে দুরাচরণ করা এবং বিদ্রূপ করা! কোন রকম আপত্তি বা রোষ প্রদর্শন করলে—তাকে পুনরায় অট্টহাস্যের সঙ্গে জলে ফেলে দেওয়া হত। আমার স্ত্রীকেও এইভাবে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল!

মা ও বাবাকে কারাগারে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে আমার ছেলেটি

পথে পথে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে। বাল্যকাল থেকেই মিহাই অতি নিয়মিত স্বভাব ও বিশ্বাসী মনোভাবাপন্ন বালক ছিল। এখন এই নবম বৎসর বয়সে—এইভাবে অস্বাভাবিক ঘটনা-পরম্পরায় পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তার খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে একটা বৃহৎ আলোড়ন আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে—সংসারের সমস্ত সুন্দর ও স্বাভাবিক বস্তুর প্রতি তার একটা বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার মনোভাব জন্মাতে থাকে। ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতিও একটা ঘোর সন্দেহ তার মনে দেখা দেয়, তার নিজের বালক-জীবনের যে সকল প্রশ্ন ও সমস্যার বিষয়ে তার সমপর্যায়ভুক্ত অন্য ছেলেদের ভাবতে হত না—সে সকল বিষয়ে সে ভারাক্রান্ত ও মথিত হতে থাকলো এবং সর্বোপরি বাঁচবার জন্যে তাকে কিছু অর্থ উপার্জনের কথাও ভাবতে হল।

খ্রীষ্টীয় ত্যাগীদের পরিবারকে সাহায্য করা তখন বে-আইনী ও অপরাধমূলক ছিল। যারা তাকে এই সময়ে সাহায্য করেছিল—তাদের মধ্যে দুইজন মহিলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে এমন প্রহার করা হয় যে, এই দীর্ঘ পনের বৎসর পরেও তাঁরা জখম ও বিকলাঙ্গ হয়ে আছেন। আর একজন মহিলা, যিনি বিপদের কথা জেনেও মিহাইকে আপনার সংসারে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে কম্যুনিষ্টদের বিচারে আট বৎসরের কারাবাস ভোগ করতে হয়। এ ছাড়া, অপমান ও প্রহারের ফলে তাঁর সমস্ত দাঁত নষ্ট হয়ে যায় এবং শরীরের নানা স্থানে আঘাত ও জখমের স্থায়ী চিহ্নও সঞ্চার করতে হয়, মনে হয়—তিনিও সারা জীবনে আর পূর্ণ সুস্থতা ফিরে পাবেন না।

॥ মিহাই—যীশুতে বিশ্বাস করো ॥

এগারো বৎসর বয়সেই মিহাই নিয়মিত শ্রমিকের মত জীবিকা অর্জন আরম্ভ করে। দুঃখের প্রবল আলোড়নে তার জীবনে বিশ্বাস নষ্ট

হয়ে এসেছিল। কিন্তু দুই বৎসর কারাবাস ভোগের পরে—মাকে দেখবার জন্যে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। সে কম্যুনিষ্ট কারাগারের নিকটে এসে উপস্থিত হল এবং অবশেষে লোহার গরাদে-দেওয়া জালের বারান্দায় তার মাকে দেখলো!

অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যহীন, রুগ্ন, দুটি হাতে কর্কশ ও রুক্ষ শ্রমের ছাপ নিয়ে গরাদের ওপার থেকে ছেলেকে দেখলেন। মিহাই যেন প্রথমে চিনতেই পারেনি তার মাকে, কোন প্রকারে হাত গলিয়ে পুত্রের মাথায় স্পর্শ করে মা বললেন ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে, "বাবা, যীশুকে বিশ্বাস করো।"

দুর্দান্ত ক্রোধের সঙ্গে প্রহরীরা মাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। মাতা-পুত্রের সাক্ষাৎও এইভাবে শেষ হয়ে গেল। চক্ষের সম্মুখে মিহাই দেখলো—তার মায়ের অপমান ও পীড়নের দৃশ্য! কিন্তু মিহাই সেই মুহূর্তেই তার বালক-জীবনের চরম অভিজ্ঞতা লাভ করল! তার যেন নতুন দীক্ষার অভিজ্ঞতায় সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। সে দেখল, যদি ঐ অবস্থাতেও মা যীশুর প্রতি ভালবাসা অতখানি বলিষ্ঠ ও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তাহলে, সে খ্রীষ্ট কখনই মিথ্যা হতে পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই ত্রাণকর্তা!

পরে মিহাই প্রকাশ্য স্থানে বলেছিল, "খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসের পক্ষে অন্য কোন যুক্তি থাকুক কি না থাকুক—আমার মা ঐ অবস্থাতেও যাতে বিশ্বাস স্থির রেখেছেন—আমার পক্ষে সেই যুক্তিই যথেষ্ট!" মাকে কারাগারে দেখতে পাওয়ার দিন থেকেই মিহাই আবার পূর্ণ বিশ্বাসে যীশুকে তার জীবনে গ্রহণ করল।

বিদ্যালয়েও তাকে প্রতিনিয়তই টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হত। ছাত্র হিসাবে সে ভালই ছিল, সুতরাং, পুরস্কার ও উৎসাহের প্রতীক রূপে তাকে একটা লাল রঙের নেকটাই দেওয়া হয়েছিল। তার নাম ছিল "তরুণ কম্যুনিষ্ট অভিযাত্রী"!

কিন্তু আমার পুত্র মিহাই বলল : যারা আমার বাবা ও মাকে কারাগারে পুরে রেখেছে—তাদের দেওয়া নেকটাই আমি গলায় বাঁধতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। একটি বৎসর এইভাবে নষ্ট হওয়ার পরে সে পুনরায় একটি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। এখানে সে গোপন রেখেছিল যে, সে খ্রীষ্টান পিতামাতার সন্তান।

কিন্তু—এখানেও সে বেশীদিন থাকতে পারেনি।

ক্লাসের কাজের মধ্যে একদিন তাদের কয়জনকে বাইবেল ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে মৌলিক ও তথ্যপূর্ণ রচনা লিখতে বলা হয়েছিল। এই রচনার মধ্যে সে লিখলো : এ যাবৎ বাইবেল-এর বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি দেখানো হয়েছে—তার প্রত্যেকটি অতিশয় দুর্বল ও অবান্তর এবং যে উদ্ধৃতি দেখানো হয়েছে সবগুলি ভ্রমাত্মক ও অসত্য। অধ্যাপক মহাশয় নিজে কোনদিন বাইবেল পড়েছেন বলে মনে হয় না। সকলেই জানেন যে, বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির সঙ্গে বাইবেলের কাহিনীর আশ্চর্য ও সঠিক সামঞ্জস্য আছে।

ফলে মিহাই-কে পুনরায় বহিষ্কার করা হল।

এইবারে তাকে পূর্ণ দুটি বৎসর নষ্ট করতে হয়েছিল।

অবশেষে, তাকে ওদের রাজনৈতিক সেমিনারীতে পড়তে অনুমতি দেওয়া হল। সেখানে "মার্ক্সীয় তত্ত্ব" সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো। মানব জীবনের প্রতিটি প্রশ্নই এখানে ঐ মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝাবার প্রয়াস করা হয়। মিহাই সারা ক্লাশের মধ্যে প্রকাশ্য-ভাবেই আপত্তি উত্থাপন করত। অন্য অনেক ছাত্রেরাও তার সঙ্গে যোগদান করত। ফলে এই হল যে, এখানেও তার শিক্ষা-ক্রম সমাপ্ত হল না—তার পূর্বেই তাকে বিদায় করে দেওয়া হল।

একদিন, একজন অধ্যাপক নিরীশ্বরবাদ তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ একটি বক্তৃতা

দান করার শেষে আমার পুত্র তাঁর অনুমতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং সরাসরি প্রশ্ন করে বললো—এতগুলি শিক্ষার্থী তরুণদের তিনি কিসের অধিকারে জেনে শুনে ভ্রান্ত শিক্ষায় জীবনের ভুল পথে ও দুঃখের পথে পরিচালিত করছেন? দেখা গেল, সমগ্র ক্লাশই সেদিন তার পক্ষে দণ্ডায়মান হয়েছে। বোঝা গেল যে, আপত্তি অনেকেরই থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে একজনকে সেই আপত্তি নিয়ে নেতৃত্ব দিতে হয়। একজন প্রথমে কথাটা উত্থাপন করলেই সকলে আগিয়ে আসে।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য মিহাইকে সর্বদাই গোপন করতে হত যে তার পিতা ওয়ার্মব্র্যাণ্ড একজন খ্রীষ্টধর্মীয় প্রচারক এবং বর্তমানে কারাগারে বন্দী! কিন্তু, সতর্কতা সত্ত্বেও প্রায়ই একথা প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং পুনঃ পুনঃ সেই একই দৃশ্যের অবতারণা ঘটত। অধ্যক্ষের দফতরে ডেকে এনে তাকে যথারীতি বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হত।

মিহাই ক্ষুধার তাড়নায় অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। কারাবদ্ধ খ্রীষ্টানদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে প্রায় সর্বদাই অনশনে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। কেননা, তাদের সাহায্য করা—ঘোরতর আইনবিরুদ্ধ কাজ!

এই প্রকার একটি পরিবার সম্বন্ধে—যাদের বিষয় আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি—এইখানে উল্লেখ করা কর্তব্য বলে মনে করি।

গুপ্ত মণ্ডলীর কাজ করার জন্য এই খ্রীষ্টান ভ্রাতাটিকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। বাড়ীতে ছিল—স্ত্রী এবং ছয়টি ছেলেমেয়ে। বড় মেয়ে দুটি উনিশ এবং সতেরো বৎসরের হলেও তাদের কোথাও কোন কাজ হয়নি। কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে কোন প্রকার চাকরী দেওয়ার মালিক—একমাত্র রাষ্ট্র এবং কোন দাগী অপরাধী খ্রীষ্টানের ছেলে মেয়েকে কোনদিনই চাকরী দেওয়া হয় না।

পাঠক! অনুগ্রহপূর্বক সাধারণ ও সুপরিচিত নৈতিক মানদণ্ডের

বিচারে কেবল এই হতভাগ্যদের বিচারে অবতীর্ণ হবেন না। এদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঘটনা আগে শ্রবণ করুন এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের কষ্ট বিঘ্নের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করুন!

বন্দী ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা কন্যা দুটি—রুগ্ন মায়ের ও অন্যান্য ভাই বোনেদের চিকিৎসা ও ভরণপোষণের জন্য শেষ পর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করল। পরবর্তী চোদ্দ বৎসরের ভাইটি এই সকল স্বচক্ষে দেখে সহ্য করতে পারল না, মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে অবশেষে তাকে উন্মাদ আশ্রমে যেতে হল!

বহু বৎসর পরে কারারুদ্ধ ভ্রাতাটি মুক্তি পেয়ে ঘরে এসে সমস্ত ব্যাপার দেখে সরোদনে দিবারাত্র প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে ঈশ্বর, আমাকে পুনরায় তুমি কারাগারে নিয়ে চল। আমি এ-সকল দৃশ্য সহ্য করতে অক্ষম!"

তাঁর প্রার্থনা ঈশ্বর পূর্ণ করেছিলেন।

তিনি আপন ছেলেমেয়েদের খ্রীষ্ট ধর্মের রাষ্ট্র-বিরোধী শিক্ষা দেওয়ার অপরাধে আজও কারাগারে আছেন। কিন্তু তাঁর কন্যাদের আর সেই ঘৃণ্যবৃত্তি করতে হয় না। রাষ্ট্রের গোয়েন্দা পুলিসের হয়ে তারা এখন নানাপ্রকার খবরাখবর সরবরাহ করে—সেজন্য ভাল চাকরীও লাভ করেছে। খ্রীষ্টীয়ান রাজবন্দীর কন্যা হিসাবে তারা প্রতি খ্রীষ্টান পরিবারেই সসম্মানে গৃহীত হয়। এবং এই ভাবে সংগৃহীত সমস্ত সংবাদ তারা যথাসময়ে যথা স্থানে পৌঁছে দিয়ে থাকে।

এইগুলি নীতি-হীন এবং ঘৃণার কাজ—একথা আমরা সকলেই মানি। কিন্তু কথাটির এইখানেই শেষ নয় তা-ও আমাদের জানা উচিত। এই প্রশ্নের জবাব আজ আমাদেরই দিতে হবে যে—বিশ্বাসী ভক্তের পরিবারে এই দুর্যোগের জন্য কি আমরাও দায়ী নই? আমরা যারা স্বাধীন ও মুক্ত রাষ্ট্রের খ্রীষ্টীয়ান—আমাদের কি ঐ হতভাগ্য পরিবারগুলির জন্য করণীয় কিছু নাই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সব সমেত কারাজীবনের চৌদ্দটি বৎসর আমি পূর্ণ করলাম। এই সুদীর্ঘ সময়ে বাইবেল বা অন্য কোন গ্রন্থ আমি দেখতে পাইনি। কি করে লিখতে হয় তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। দৈহিক ক্ষুধার তাড়না, নানাবিধ ঔষধাদির অসারতা এবং অত্যাচারের ফলে ধর্ম শাস্ত্রের কথা অধিকাংশই আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয়—যেদিন কারাবাসের চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হল, সেদিন কোথা হতে আমার মনের মধ্যে বাইবেলের একটি কাহিনী জেগে উঠল! "রাহেলের জন্য যাকোব চৌদ্দ বৎসর শ্রম করেছিলেন এবং তাঁর কাছে এই দীর্ঘ সময় সামান্যকাল বলেই মনে হয়েছিল—কেন না তিনি রাহেলকে ভালবাসতেন!"

এর অনতিবিলম্বেই সারা দেশে একটা সাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমাদানের আদেশ হল সমস্ত রাষ্ট্র-বন্দীদের ওপরে এবং আমিও মুক্তি লাভ করলাম। পরে জানলাম—এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমাদানটিও ঘটেছে মার্কিন জনগণের প্রবল আন্দোলন ও বিক্ষুব্ধ জনমতের প্রভাবে।

আবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল!

চৌদ্দ বৎসর বেচারা বিশ্বস্ততার সহিত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বর্ণনাতীত দারিদ্র্যে আমরা আবার জীবন শুরু করলাম। কেন না, কারাবন্দী হওয়ার সাথে সাথেই তার সমস্ত কিছুই বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পুরোহিত ও প্রচারকেরা মুক্তি লাভের পরে পুনরায় কোন না কোন ছোট মণ্ডলীতে নিযুক্ত হন। ওরসোভা শহরের একটি মণ্ডলীর ভার আমার উপরে ন্যস্ত হল। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের কৃষ্টি বিভাগ থেকে আমাকে বলে দেওয়া হল যে, এই মণ্ডলীর সভ্য সংখ্যা পঁয়ত্রিশ জন। কোন মতেই

এই সংখ্যা যেন ছত্রিশ জনও না হয়। আমাকে আরও বলা হল যে এখন আমি তাদেরই একজন প্রতিনিধি এবং এখন থেকে সকল সভ্যদের সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে আমি যেন সমস্ত সংবাদ পাঠাই এবং তরুণ বয়সীদের দূরে রাখি। কতকটা এই ভাবেই কম্যুনিষ্টরা সমস্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করে থাকে।

আমি জানতাম, মণ্ডলীর উপাসনায় উপদেশ ও প্রচার আরম্ভ করলে ক্রমে ক্রমে লোক সমাগম ঘটবে। অতএব, প্রকাশ্য মণ্ডলীর উপাসনায় কোন ক্রিয়াকলাপ আমি আরম্ভ করলাম না। পূর্বের মত সেই গুপ্ত মণ্ডলীর কার্য-সূচীতেই আমি আবার গোপনে আত্মনিয়োগ করলাম। এ কাজের বিপদ ও সৌন্দর্য—দুই-ই আমাকে সমান আকর্ষণ করত।

আমার কারাবাসের এই সুদীর্ঘ সময় ঈশ্বর বহু শক্তি ও আশীষে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করেছিলেন। এই গুপ্ত মণ্ডলী এখন আর পূর্বের মত অবজ্ঞাত ও অবহেলার বস্তু ছিল না। বর্তমানে, বহু মার্কিন ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ান প্রতিষ্ঠান একে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। দেশে ও বিদেশে বহু স্থানে আজ আমাদের এই কঠিন কাজের জন্য আলোচনা, আয়োজন ও প্রার্থনা আরম্ভ হয়েছিল।

মফঃস্বলের কোন শহরে এক ভ্রাতার গৃহে আমি এক অপরাহ্ণে বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময়ে সেই ভ্রাতা এসে আমাকে জাগিয়ে ডেকে বললেন—বিদেশের কয়েকজন বন্ধু এসেছেন।

বুঝতেই পারলাম—বিদেশের উপকারী বন্ধুদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ হবেন। আমাদের গুপ্ত মণ্ডলীর জন্য তাঁরা অনেকেই এখন খুবই আগ্রহশীল ও দরদী সহায়। বহু মণ্ডলীর সাধারণ সভ্যেরা নিজেদের মধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন—এখানে এই গুপ্ত মণ্ডলীর কর্মীদের সাহায্য এবং কারারুদ্ধ কর্মীদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নিয়মিত চাঁদা তোলার।

পাশের ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখি, ছয়জন ভ্রাতা এই সাহায্য

কার্যের জন্য আগমন করেছেন। তাঁরা কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁদের একজন বললেন, আমরা শুনেছি যে, এই ঠিকানায় এমন একজন গোপন কর্মীর সন্ধান পাওয়া যাবে—যিনি দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কম্যুনিষ্ট কারাগারে জেল খেটেছেন।

নিজের পরিচয় দিয়ে এইবার আমি আত্মপ্রকাশ করলাম।

কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁরা বললেন, একজন বিষণ্ণ ও গম্ভীর এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত কোন মানুষকে দেখবো বলেই আমরা মনে মনে কল্পনা করেছিলাম। আপনি তো সে লোক হতে পারেন না—আপনার মধ্যে এত আশা, উৎসাহ ও আনন্দ কেন?

আমি তাঁদের নিশ্চিন্ত করে বললাম, আমার আশা ও আনন্দ আপনাদের এখানে দেখে। আমরা যে আর অবহেলিত বা অবজ্ঞাত নই—এই এখন আমার মহা আনন্দের কারণ!

এরপর হতে নিয়মিত ভাবে গোপন সূত্রে গুপ্ত মণ্ডলীর কাজের জন্য সাহায্য আসতে লাগল। গোপন পথ ধরে বাইবেল, ধর্মপুস্তকের খণ্ডাংশ এবং নানা পত্র-পত্রিকাও প্রচুর পরিমাণে আমরা পেতে লাগলাম। সঙ্গে কারাবন্দী খ্রীষ্টীয় কর্মীদের পরিত্যক্ত ও অসহায় পরিবারের জন্য নিয়মিত সাহায্য-বৃত্তি!

সুতরাং—এখন আমাদের গুপ্ত মণ্ডলীর ক্রিয়াকলাপ রীতিমত জোরদার হয়ে উঠল। আমরা কেবল যে সাহায্যই পেলাম তা নয়, আমরা দেখলাম যে, বহু বন্ধু-বান্ধব ও দরদী প্রাণ আমাদের জন্য চিন্তিত ও যত্নশীল আছেন! আমাদের সাহায্য, শান্তি ও সুবিধার জন্য বহু দেশে বহু দল আজ চিন্তাশীল!

মনে আছে, কারাগারে মগজ ধোলাই-এর সময়ে বিভিন্ন দলের কাছে একটা ধুয়া নিয়মিত শোনানো হত:

তোমাদের এখন কোথাও কেউ চায়না!

তোমাদের এখন কোথাও কেউ চায়না !
তোমাদের এখন কোথাও কেউ চায়না !

এখন দিনের পর দিন আমরা দেখতে লাগলাম, মার্কিন ও ব্রিটিশ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সভ্যেরা দলে দলে আমাদের মনোবল ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করছেন এমন কি জীবনও বিপন্ন করছেন ! আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্রমে ক্রমে একটা গোপন কর্মপদ্ধতি এই সাহায্যকারী দলগুলি স্থির করে ফেললেন।

আমাদের সকলেরই গৃহ কম্যুনিষ্ট গোয়েন্দা পুলিসের নজরবন্দী থাকলেও অন্ধকারের সুযোগে সাহায্যকারী দলের সভ্যেরা অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আমাদের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগলেন। পুলিসের লোকে সেকথা জানা দূরে থাক—সন্দেহ পর্যন্ত করতে পাবত না। এই সূত্রে যত ধর্মপুস্তক আমরা পেতে থাকলাম যে, তার প্রকৃত মূল্য যে কত, মনে হত, সাহায্যকারীরাও সম্ভবতঃ তা উপলব্ধি করতে পারতেন না ! কেননা মুক্ত ও স্বাধীন পৃথিবীতে বাইবেল কোনদিনই দুর্লভ নয় !

আমার পরিবার ও আমি দেহে ও মনে এইবার সুস্থভাবে বেঁচে উঠলাম। বিদেশী বন্ধুদলের এই সাহায্য ব্যতীত আমরা সম্ভবতঃ প্রাণেই বাঁচতাম না। আমার মত বহু হতভাগ্য, দীনহীন ও অসহায় খ্রীষ্টান পরিবার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ! পরে শুনেছিলাম যে, গ্রেট ব্রিটেনে ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর কেন্দ্র থেকেই এই সকল সাহায্য প্রেরিত হত। আমাদের কাছে—এ সময়ে এই সব বন্ধুরা যেন ঈশ্বরের প্রেরিত স্বর্গদূতের মত মনে হত।

কিন্তু গুপ্ত মণ্ডলীর কার্যধারার এই নূতন উদ্দীপনা ও শক্তিবৃদ্ধির লক্ষণ অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে, কি জানি, আর একবার গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কাও ধীরে ধীরে যেন বেড়ে উঠতে লাগল।

কতকটা এই সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল যে, দুটি শক্তিশালী প্রচার সংস্থা—Norwegian Mission to the Jews এবং Hebrew Christian Alliance আমার মুক্তির জন্য যুক্তভাবে নগদ ২৫০০ পাউণ্ড কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে মুক্তি মূল্য দিয়েছেন। আমাকে শীঘ্রই জানানো হল যে, এখন আমি সপরিবারে রুমানিয়া পরিত্যাগ করতে পারি!

॥ কেন আমি রুমানিয়া ত্যাগ করলাম ॥

রুমানিয়া ত্যাগ করার সিদ্ধান্তটি আমার নিজের নয়। শত বিপদ থাকলেও আপনা হতে এই সিদ্ধান্ত কোনদিনই আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হত না। গুপ্ত মণ্ডলীর নেতাদের মধ্যে গোপন আলোচনা ও পরামর্শের দ্বারাই স্থিরীকৃত হল যে, বাইরের মুক্ত পৃথিবীতে রুমানিয়া কম্যুনিষ্ট দখলের মধ্যেই গুপ্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবে আমার চলে যাওয়া দরকার। গুপ্ত মণ্ডলীর একমাত্র ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসাবেই সকলে আমাকে নির্বাচিত করলেন।

তাঁদের সকলের হয়ে মুক্ত পৃথিবীর সমস্ত খ্রীষ্টীয় জনগণের সম্মুখে কথা বলা, সংবাদ দেওয়া এবং সাহায্য ব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি করাই আমার দায়িত্ব হল। ফলে, দেশত্যাগ করে আমি পশ্চিমে চলে এলাম—কিন্তু আমার অন্তর পড়ে রইল পিছনে—গুপ্ত মণ্ডলীর ভাইদের কাছে। তাদের সকলের জন্য আজ বাইরের জগতে প্রচার করার মূল্য ও প্রয়োজনের মাত্রা আজ যে কতখানি, সেটা আমি বুঝতাম বলেই এই ব্যবস্থাতে আমি সম্মত হয়েছিলাম। এখন, এই-ই আমার ব্রত বা মিশন!

দেশ-ত্যাগের পূর্বে আমাকে পর পর দুইবার গোয়েন্দা পুলিসের দফতরে যেতে হয়েছিল। তারা আমাকে বলেছিল যে, পশ্চিমে খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আমার জন্য মুক্তি মূল্য (Ransom) দেওয়া হয়েছে।

(এই সময় কম্যুনিষ্ট শাসনে রুমানিয়ার অর্থনীতিতে রীতিমত অবনতি হওয়ায় বহু বন্দীকে এই প্রকার মোটা মূল্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত !)

গোয়েন্দা দফতরে দ্ব্যর্থহীন ভাবে আমাকে বলা হল :

যান, পশ্চিম মুলুকে গিয়া যত খুশী খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করুন—কিন্তু সাবধান, আমাদের স্পর্শ করবেন না ! একটি অক্ষরও যেন আমাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ না করা হয়। একথা যদি আপনি না শোনেন—তাহলে আমাদের কি ব্যবস্থা আছে তাও আপনি জেনে রাখতে পারেন।

প্রথমতঃ মাত্র ৫০০ পাউণ্ডেই যে কোন পেশাদার হত্যাকারী আপনাকে শেষ করতে সহজেই রাজী হবে। অথবা, আমরা আরও কম খরচে আপনাকে হরণ করেও আনতে পারি।

(Orthodox মণ্ডলীর বিশপ Vasile Leul-এর সঙ্গে আমি একই কারাকক্ষে ছিলাম। তাঁকে অষ্ট্রিয়া থেকে হরণ করে আনা হয়েছিল এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য একে একে সব কয়টি আঙুলের নখ উপড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। বার্লিন থেকে ধরে আনা অন্যান্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর সঙ্গেও আমি কারাগারে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। অতি-সম্প্রতি রুমানিয়ার কয়েকজন খ্রীষ্টীয়ানকে ইটালী ও প্যারিস থেকেও হরণ করে আনা হয়)।

গোয়েন্দা দফতরে আমাকে আরও বলা হয়, আপনার চরম সর্বনাশ আমরা করতে পারি প্রাণে না হত্যা করে। গোপন সূত্রে আমরা গুজব রটনা করে দেব যে, কোন দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে আপনি জড়িত ! জানবেন যে, পশ্চিমে খ্রীষ্টানেরা, বিশেষতঃ মার্কিনীরা এই সকল গুজব সহজেই গ্রহণ করে থাকে। তখন আপনার আপত্তি বা অস্বীকারের কোন মূল্যই থাকবে না। যান, মনে রাখবেন···

আমি জানি, আমার পরিচিত অনেকেই দেশ ত্যাগ করে এসেছেন। এবং নীরবে অন্য কাজের মধ্যে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে কোন নিন্দা করা দূরে থাক—কেউ কেউ তাদের সম্বন্ধে প্রশংসা-সূচক উক্তিও মধ্যে মধ্যে করে থাকেন। কি জানি—সম্ভবতঃ শেষ সতর্ক বাণী ও মগজ ধোলাই-এর প্রতিক্রিয়ারই এই পরিণাম! রুমানিয়ার কম্যুনিষ্ট সরকার আশা করেছিল—আমিও নীরবেই থাকব।

ডিসেম্বর মাসে (১৯৬৫) সপরিবারে আমি রুমানিয়া পরিত্যাগ করলাম। দেশ ত্যাগের পূর্বে আমি স্থানীয় সমাধি-ভূমিতে গিয়ে যে সামরিক অফিসারের প্রথম আদেশে আমার গ্রেফতার ও দৈহিক উৎপীড়নের পালা আরম্ভ হয়—তাঁর সমাধিতে কিছু পুষ্পগুচ্ছ নিবেদন করে এলাম।

আমার বলতে কোন বাধা নেই যে, কম্যুনিষ্ট বিধি-ব্যবস্থাকে ঘৃণা করলেও কম্যুনিষ্টদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা নাই। পাপকে ঘৃণা করলেও পাপীকে ঘৃণা করার যেমন কোনই যুক্তি নাই—ঠিক সেইভাবে সর্বান্তঃকরণে আমি কম্যুনিষ্টদের ভালবাসি। তাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের জন্য আমার মনে সত্যই কোন ক্রোধ বা তিক্ততা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যীহুদীদের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে :

তাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে সময়ে মিশর থেকে পালিয়ে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসে জীবন রক্ষা করলেন—তখন তাদের সেই আনন্দগানের সঙ্গে নাকি স্বর্গের দূতেরাও যোগদান করেছিলেন।

তাই দেখে স্বর্গদূতদের ঈশ্বর বলেছিলেন, যীহুদিরা মনুষ্যমাত্র। তারা এই উদ্ধারপ্রাপ্তিতে উল্লাস গীতি করতে পারে, কিন্তু তোমাদের কাছে

আমি কি আরও বিচার-বিবেচনা আশা করতে পারি না? মিশরীয়েরাও কি আমার সৃষ্ট জীব নয়? আমি কি তাদেরও মঙ্গল চাই না! তাদের এই মর্মান্তিক পরিণামে আমার কি দুঃখ হচ্ছে—তা কি বুঝতে পারো না?

জেরিকো'র নিকটবর্তী হয়ে যিহোশুয়ো মুখ তুলে দেখলেন—একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান! তাঁর হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। যিহোশুয়ো তাঁকে বললেন—আপনি কি আমাদের পক্ষে না আমাদের বিপক্ষীয়দের—?

সেই পুরুষটি যদি সাধারণ কোন মনুষ্য হতেন, তাহ'লে তাঁর উত্তরটি সম্ভবতঃ এই রকম হত: 'আমি তোমাদেরই পক্ষে' অথবা 'আমি তোমাদের বিপক্ষীয়দের সঙ্গে' কিংবা হয়তো 'আমি কোনদিকেই নই, আমি নিরপেক্ষ'! কেননা, যিহোশুয়োর উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে মানবীয় উত্তর এরই মধ্যে একটা হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক হত।

কিন্তু সেই পুরুষটি পৃথিবীর মানুষ ছিলেন না। অন্য কোন স্তরের বা স্থানের এবং তিনি এমন একটি উত্তর দিলেন যেটি একান্তই অপ্রত্যাশিত ও দুর্বোধ্য। তিনি যিহোশুয়োর প্রশ্নের উত্তরে কেবল বললেন: "না"! এর অর্থ কি?

তিনি এমন একটি স্তরভুক্ত ছিলেন যেখানে কেহই কারো পক্ষে অথবা বিপক্ষে নয়, সকলেই সমস্ত কিছু বোঝে এবং দেখে এবং মমতা ও দরদের সঙ্গে সকলের প্রতি প্রেমের দৃষ্টিতেই অবলোকন করে।

একটি মানবীয় স্তর বা আচরণ বিধি আছে। সেই বিধি অনুসারে সাম্যবাদকে প্রাণপণে প্রতিরোধ করা দরকার। আমরা এই স্তরভুক্ত বলে আমরাও তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান এবং সেই জন্যই সাম্যবাদের সঙ্গে আমাদের সংঘাত। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান মানবীয় স্তর অপেক্ষা একটু ভিন্ন। তারা ঈশ্বরের পুত্র-কন্যা। সুতরাং কম্যুনিষ্ট কারাগারে উৎপীড়ন ও

যন্ত্রণা ভোগের জন্য কম্যুনিষ্টদের প্রতি আমার ঘৃণার সৃষ্টি হয়নি। তারাও তো ঈশ্বরের সৃষ্ট। কি করে তাদের আমি ঘৃণা করি? কিন্তু, অপর দিকে, আমি তাদের বন্ধুও হতে পারি না। বন্ধুত্ব মানে দুটি হৃদয়ে একই আত্মার বসবাস। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সে সম্পর্ক আমার কোনদিনই হওয়া সম্ভব নয়! তারা ঈশ্বরীয় ধারণাকে ঘৃণা করে—আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি!

যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে আপনি কম্যুনিষ্টদের পক্ষে—না বিপক্ষে? আমার উত্তরও কিঞ্চিৎ জটিল হয়ে পড়বে। আমি জানি যে কম্যুনিজম আজ মানবজাতির পরম অনিষ্টকারী। কায়মনোবাক্যে আমি এর বিরুদ্ধে এবং এর সমূল উৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত আমি এর বিরুদ্ধতাই করে যাবো। কিন্তু—আত্মায় আমি যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে একই স্তরভুক্ত। আমিও এমন অবস্থায় উপস্থিত যেখানে আজ আমার পক্ষেও উপরোক্ত ঐ দিব্য পুরুষটির মত 'না' উত্তর-ই একমাত্র উত্তর! কেননা, ওদের সমস্ত পাপ, উৎপীড়ন ও উপদ্রব সত্ত্বেও কম্যুনিষ্টদের প্রতি ঘৃণা বা প্রতিহিংসার পরিবর্তে সহানুভূতি ও প্রেমের সঙ্গে তাদের উচ্চতম মানবীয় স্তরে উত্তোলন করা ও যীশু খ্রীষ্টের আদর্শ ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত করাই, আমার আদর্শ ও ব্রত। সুতরাং, আজ আমার একমাত্র লক্ষ্য ও কর্তব্য এই কম্যুনিষ্টদের মধ্যে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার এবং অনন্ত জীবনের আনন্দ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়া।

খ্রীষ্ট—আমার প্রভু,—কম্যুনিষ্টদেরও ভালবাসেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, সকলকেই তিনি ভালবাসেন। নিরানব্বইটি সুরক্ষিত মেষকে পরিত্যাগ করেও তিনি একটি পথভ্রষ্ট ও বিপদাপন্ন মেষকে রক্ষা করতে সদাই উৎসুক। তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীরা সারা পৃথিবীতে এই বিশ্বপ্রেমের শিক্ষা প্রচার করেছেন। সাধু মাকারি বলেছেন, "যদি কোন মানুষ সকলকেই মনে প্রাণে ভালবাসেন, কিন্তু একজনকে আজও ভালবাসা দিতে পারেন নি, তাহলে সে মানুষ আজও পরিপূর্ণরূপে খ্রীষ্টান

হতে পারেন নি, কেননা তাঁর ভালবাসা এখনও সকল নরনারীর জন্য প্রস্তুত হয়নি।

সাধু অগাষ্টিন বলেছেন : যদি সমস্ত মানবজাতি ধার্মিক হত এবং একজনই পাপিষ্ঠ থাকতো, খ্রীষ্ট সেই একটি পাপীর জন্যেই পৃথিবীতে এসে সেই যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশ ভোগ করতেন, কেননা তিনি প্রত্যেক মানুষকেই ভালবাসেন।

এই সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা অতিশয় স্পষ্ট।

কম্যুনিষ্টরাও মানুষ এবং খ্রীষ্ট তাদেরও ভালবাসেন। যারা খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুরাগী ও শিষ্য তারাও এই প্রকারে কম্যুনিষ্টদের ভালবাসেন।

কম্যুনিষ্টদের কারাগারে খ্রীষ্টান বন্দীদের আমি দেখেছি। কুড়ি-পঁচিশ সের ওজনের লোহার শেকল ও বেড়ীর ভার বহন করে, উত্তপ্ত লাল লোহার খোঁচা সহ্য করে—গলার মধ্যে মুঠো মুঠো লবণ দিয়ে বিনা জলে সেই কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়ে, উপবাসে, প্রহারে ও অন্যান্য অবর্ণনীয় দৈহিক কষ্টের মধ্যেও তাদের অত্যাচারী কম্যুনিষ্ট প্রহরীদের জন্য প্রার্থনা করতে দেখেছি! কোন মানুষের পক্ষে এটি সম্ভব বলে মনে হয় না। খ্রীষ্টানেরা হৃদয়ের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের প্রেমই এটি সম্ভব করেছিল।

পরে বহু সময়ে কম্যুনিষ্ট প্রহরীদের মধ্যেও অনেকে একই কারাগারে বন্দীরূপে আমাদের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে সদাসর্বদাই এটি সম্ভব এবং ঘটে থাকে। পূর্বতম পদস্থ কর্মচারী, দলীয় সভ্য ও নেতা সকলেই মধ্যে মধ্যে এই ভাগ্য পরিবর্তনের কবলে পতিত হয়ে থাকেন। আমাদের বহু অত্যাচারী কারা-প্রহরী এই প্রকারে বিপর্যয়ে আমাদেরই সহ-বন্দী হয়ে এসেছিল। সে সময়ে বন্দীদের মধ্যে যারা খ্রীষ্টান নয়, তারা অনেকেই পূর্ব-অত্যাচার ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হত। তখন, আমরা, খ্রীষ্টীয়ান বন্দীরাই সেই অত্যাচারী প্রাক্তন প্রহরীদের পাশে এসে তাদের সাহায্য করতাম।

এজন্য, মধ্যে মধ্যে আমরা নিজেরাও প্রতি-পক্ষের দলবদ্ধ আক্রমণ ও অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে পড়তাম। বন্দী দলের মধ্যে এমন কথারও রটনা হয়ে যেত যে আমরাও এখন ছদ্মবেশী কম্যুনিষ্ট হয়ে পড়েছি!

ইউলিউ ম্যানিউ, রুমানিয়ার প্রাক্তন খ্রীষ্টীয়ান প্রধান মন্ত্রী—যিনি পরে কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বলেছিলেন: যদি কোন দিন আমাদের দেশে কম্যুনিষ্টরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়—প্রত্যেক খ্রীষ্টান নাগরিকের প্রথম ও পরম কর্তব্য হবে—পথে পথে বার হয়ে ক্রোধোন্মত্ত জনতার প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের কবল হতে সেই কম্যুনিষ্টদের প্রাণ রক্ষা করা!

বারংবার মনে পড়ে, যখন প্রথম আমার জীবনে এই ধর্মান্তর পর্ব সংঘটিত হয়—তখন সর্বদাই মনে হত—আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না! পথে যেতে যেতে যে কোন পুরুষ বা স্ত্রী পাশ কাটিয়ে গেলেই আমার একটা তীব্র বেদনা বোধ হত! হৃদয়ের মধ্যে ধারাল ছুরির মত মাত্র একটি প্রশ্নই খোঁচা দিতে থাকতো—ইনি কি খ্রীষ্টের সন্ধান পেয়েছেন? ইনি কি পরিত্রাণ লাভ করেছেন?

আমার মণ্ডলীর মধ্যে কেউ কোন পাপ কার্য করলে, আমি সেজন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোপনে অশ্রুপাত করতাম। সকল পতিত আত্মার জন্য মুক্তি ও পরিত্রাণ, এই-ই তখন আমার একমাত্র কামনা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই কামনার এলাকার মধ্য থেকে কম্যুনিষ্টরা কোন দিনই বাদ পড়েনি।

নির্জন কারাবাসের সময়ে, অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায়—প্রার্থনা করা পর্যন্ত রীতিমত কষ্টকর মনে হত। ক্রমাগত ঔষধ প্রয়োগের ফলে আমরা যেন বুদ্ধিভ্রংশ অর্ধমানবে পরিণত হয়েছিলাম। দুর্বল ও কঙ্কালসার দেহে প্রভুর প্রার্থনা উচ্চারণ করতেও আমাদের দম ফুরিয়ে যেত। মনে হত প্রার্থনাটি কত দীর্ঘ! সে সময়ে আমার একমাত্র প্রার্থনা ছিল—যীশু, আমি তোমাকে ভালবাসি!

তার পর একদিন—সেই চিরস্মরণীয় দিন—আমি উত্তর পেলাম যীশুর কাছ থেকে :

"আমাকে ভালবাস তুমি? এবারে তুমি দেখবে আমি তোমাকে কি রকম ভালবাসি!" সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন একটা অগ্নিশিখার উত্তাপ অনুভব করলাম। সে এক অপূর্ব অনুভূতি-বোধ, বর্ণনার বাইরে। এম্‌মাসের পথে শিষ্যেরাও বলেছিল যে, যখন যীশু কথা বলছিলেন তাদের সঙ্গে—তাদের অন্তরগুলি যেন কি এক আশ্চর্য উত্তাপে অতিশয় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এখন আমারও সেই রকম মনে হতে লাগল। এ সেই ভালবাসার আগুন, যে ভালবাসা আমার জন্য ক্রুশে আত্মবলিদান সম্পন্ন করেছে! এ ভালবাসা কখনও কম্যুনিষ্ট বলে কি কাউকে বাইরে বার করে দিতে পারে?

এই সময়ে একদিন একজন বয়স্ক পুরোহিতকে আমাদের কারাকক্ষে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি তখন প্রায় অর্ধমৃত। সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত এবং শরীরের নানা স্থান হতেও রক্ত ঝরছিল! বুঝতেই পারলাম —তাঁকে ওরা অমানুষিক প্রহার করেছে! আমরা পুরোহিত মহাশয়কে ধুয়ে পরিষ্কার করলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রকার অমানুষিক প্রহারের জন্য বিশ্রীভাবে প্রহরীদের গালাগালি করতে লাগল। কিন্তু সেই অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও খ্রীষ্টীয়ান পুরোহিতটি যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে দুর্বলভাবে বললেন, আপনারা ওদের অভিশাপ করবেন না। অনুগ্রহ করে চুপ করুন। আমি একটু ওদের জন্য প্রার্থনা করতে চাই!...

॥ কারাগারের মধ্যেও আমাদের আনন্দ ॥

আজ যখন আমি সেই চৌদ্দবৎসরব্যাপী কারাজীবনের কথা মনে করি—এক এক সময়ে মনে হয়—সময়টা বড় সুখেরই ছিল। অন্যান্য বন্দী এবং প্রহরীরাও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতো—এই খ্রীষ্টান

বন্দীরা এত অত্যাচার ও অন্যায়ের মধ্যেও এত আনন্দিত থাকে কি করে? প্রহার করলেও আমরা গান বন্ধ করতাম না। আমার মনে হয়, ভোরের পাখীও গান করতে থাকবে—যদি তাকে বলাও হয় যে গান শেষ হলেই তাকে মেরে ফেলা হবে! বন্দী খ্রীষ্টানরা কারাগারের মধ্যে গান গেয়ে নেচে উঠতো মধ্যে মধ্যে! সকলের বিস্ময় ও সন্দেহ যেন কিছুতেই প্রশমিত হতে চাইতো না আমাদের এই ঘোর দুর্দিনেও এই প্রকার উল্লাস লক্ষ্য করে।

কারাগারে আমি অনেক সময়ে চিন্তা করতাম—শিষ্যদের নিকটে যীশুর এই কথাগুলি:—"ধন্য সেই চক্ষু যা তোমাদের মতই সমস্ত কিছু দেখছে।" এই সময়ে শিষ্যরা প্যালেষ্টাইনের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দর্শন করে ফিরে এসেছেন। প্যালেষ্টাইন সে সময়ে পর-পদানত ও অত্যাচারিত দেশ। শিষ্যেরা সেখানে—পীড়া, মহামারী, ক্ষুধা এবং দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বহু গৃহে তাঁরা গিয়েছিলেন – যে সকল বাড়ী থেকে দেশব্রতী পুরুষদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও ক্রন্দনরত স্ত্রীলোকেরাই কেবল ঘরে ছিল। তাঁদের দৃষ্টিতে এই পৃথিবী বিন্দুমাত্রও মনোরম ছিল না।

তথাপি যীশু তাঁদের বললেন, "ধন্য সেই চক্ষু যা তোমাদের মতই সব কিছুই দেখছে!" এর কারণ আর কিছুই নয়—তাঁরা কেবল দুঃখ ও মহামারীই দেখেন নি—আরও কিছু দেখেছিলেন। বিশ্ব পৃথিবীর ত্রাণ-কর্তাকে তাঁরা দেখেছেন। পরম ও শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-বিধান কর্তা, যা মানব-জাতির চরম লক্ষ্য! এই আনন্দ, বলাই বাহুল্য,—আমরাও উপভোগ করেছি।

আজ আমার সম্মুখে কেবল ইয়োব নামক ব্যক্তিদের ভীড়। অনেকে ইয়োবের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আঘাত ও অনিষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু ইয়োবের কাহিনী আমি জানতাম। কেমন করে নষ্ট হওয়ার দ্বিগুণ

তিনি ফিরে পেয়েছিলেন। চারিদিকে আজ কুষ্ঠি লাসারের মত বহুজন রয়েছে ক্ষুধার্ত ও ক্ষত-বিক্ষত দেহ! কিন্তু আমি জানতাম যে, স্বর্গের দূতেরা এদের সকলকে নিয়ে গিয়ে সোজা অব্রাহামের ক্রোড়ে স্থাপন করবেন। আমার কাছাকাছি অপরিচ্ছন্ন, দুর্বল ও ছিন্ন বাস এই সকল দুঃখ বরণ-কারী বিশ্বাসী ভক্তরা যে আগামী কালের উজ্জ্বল-দেহ ও পরম শ্রদ্ধেয় সাধু-সন্ত হতে চলেছেন তাও আমি মানশ্চক্ষে দেখতে পেতাম।

এইভাবে অন্যান্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে—অর্থাৎ এখন-কার চেহারায় নয়, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁরা যা হতে চলেছেন সেই সম্ভাব্য চেহারায়—কারাগারের বহু নিষ্ঠুর প্রহরীর মধ্যেও আমি টার্মাসের শৌল এবং ভবিষ্যতের সাধু-পৌলদের নিরীক্ষণ করতাম। বলা বাহুল্য যে, কয়েকজন সত্যই সেই পরিবর্তনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। গোয়েন্দা পুলিসের মধ্যে কয়েকজনই আমাদের আচরণ ও সাক্ষ্যের দ্বারা আকৃষ্ট ও ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং পরে আমাদের সঙ্গেই কারাবদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টের পক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য দান করেছেন।

জেলখানার প্রহরীরা যারা অনেকেই আমাদের চাবুক মেরেছিলেন, আমি প্রায়ই তাদের অনেককে ফিলিপী শহরের কারারক্ষকের ভূমিকায় দেখতাম—যিনি প্রথমে সাধু পৌলকে চাবুক মেরেছিলেন এবং পরে নিজেই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম যে, এঁরা হয়তো শীঘ্রই একদিন আমাদের কাছে এসে জানতে চাইবেন যে, পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমায় কি করতে হবে?

কারাগারেই আমরা প্রথম এই আশা পোষণ করতে সুরু করি যে কম্যুনিষ্টরাও একদিন রক্ষা পাবেই। সেইখানেই তাদের জন্য—একটা নৈতিক দায়িত্ববোধ আমাদের অন্তরে ধীরে ধীরে জেগে উঠল। তাদের হাতে যন্ত্রণা ও উৎপীড়ন ভোগ করতে করতেই তাদের জন্য একটা নতুন প্রেম ও মমতা আমাদের অন্তরে জন্মগ্রহণ করেছিল।

আমার পরিবারের অনেকেই নিহত হয়েছিল!

পরে আমার গৃহেই একজন হত্যাকারী ধর্মান্তর গ্রহণ করে। এর অপেক্ষা যোগ্যতর স্থান আর কোথায় হতে পারে? অতএব, একথা আমি স্বচ্ছন্দেই বলতে পরি যে, কম্যুনিষ্ট কারাগারের অত্যাচার ও অনাচার ভোগ করার সময়েই সেই অত্যাচারীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রথম মিশনের সূত্রপাত হয়।

একটি পিপীলিকার সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিপাতের প্রভেদের মতন আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের দৃষ্টিপাতেরও প্রচুর প্রভেদ আছে। কোন খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে মল-মূত্র কলঙ্কিত দেহে ক্রুশে বদ্ধ হয়ে থাকা যতখানি ঘৃণ্য ও ভয়াবহ দৃশ্য - বাইবেলের ভাগ্যে সাক্ষ্যমর খৃষ্টানদের এই সকল যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাকে 'মৃদু উৎপীড়ন' বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। জেলখানায় চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত করা আমাদের নিকটে নিশ্চয়ই দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা বলে ধরা যায়, কিন্তু বাইবেলের কথায় "দীর্ঘস্থায়ী গৌরবের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা মুহূর্ত মাত্র"!

এই পটভূমিকায় আমাদের মনে হয় যে, কম্যুনিষ্টদের পৃথিবীব্যাপী উৎপীড়ন ও দৌরাত্ম্য-ইতিহাস যত বিভীষিকাময় ও জঘন্য অপরাধমূলক হোক—এবং যার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র ও তীব্রতর হয়ে উঠছে—ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে অপরাধ আমাদের বিচারের অনুযায়ী নয়। তাদের উপদ্রব ও অত্যাচার আজ পঞ্চাশ বৎসর কালব্যাপী হলেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—যাঁর নিকটে সহস্র বৎসরও মাত্র একটি দিনের তুল্য—হয়তো এই পঞ্চাশ বৎসরের উপদ্রবের দীর্ঘ ইতিহাস কয়েক মুহূর্তের ভ্রান্ত ভ্রষ্টাচার মাত্র! সেই অপরাধীদের রক্ষা ও উদ্ধারের সম্ভাবনা যথেষ্টই বর্তমান।

স্বর্গীয় জেরুশালেম সকলের মাতৃতুল্য এবং মায়ের মতই সকলকে সমানভাবে প্রেম করে!

স্বর্গের তোরণ-দ্বার কম্যুনিষ্টদের জন্য বন্ধ নয়। তাদের জন্য আলোও নিভিয়ে দেওয়া হয়নি। অন্য সকলের মত তারাও অনুতাপ করতে পারে এবং আমাদের সেজন্য তাদের আহ্বান জানানো উচিত।

কেবল প্রেমই কম্যুনিষ্টদের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এ প্রেমের অর্থ তাদের মতবাদকে স্বীকার ও গ্রহণ করা নয়—যে রকম আজকাল বহু মণ্ডলীর নেতাদের মধ্যে দেখা যায়। ঘৃণা আমাদের অন্ধ করে। হিটলারও কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিরোধীতায় ঘৃণা ছিল। কেবল সেই কারণেই তাদের জয় করার পরিবর্তে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ ভাগকে জয় করতেই তিনি তাদের সহায়তা করলেন!

আমরা কারাগারের মধ্যেই কম্যুনিষ্টদের জন্য প্রেম-পরিচালিত একটি মিশনের পরিকল্পনা স্থির করি। সুতরাং—আমাদের প্রথম চিন্তার বিষয় হয় কম্যুনিষ্ট শাসকবর্গেরা!

মনে হয়, কোন কোন মিশন পরিচালক পৃথিবীর খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর উত্থান ও ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নন। নরওয়ে রাজ্যে কিভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রবেশ করে? রাজা ওলাফ খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে নয় কি? রাশিয়াতেও রাজা ভ্লাদিমির খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার সঙ্গেই সেই ধর্ম প্রসার লাভ করে। পোল্যাণ্ড রাজ্যেও একই কথা। আফ্রিকায় রাজা নাই, কিন্তু গোষ্ঠী ও দলের প্রধানেরা এই সকল বিষয়ে সকলের নেতৃত্ব ও পরিচালনা করে থাকেন।

আমরা সাধারণ নর-নারীদের জন্য মিশন স্থাপন ও পরিচালনা করি। অনেক ভক্ত ও সদাচারী খ্রীষ্টানের সংঘকেও বৃদ্ধি করি—কিন্তু এরা প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় না হওয়ায় সেই দেশ বা স্থানের পক্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রসারের উল্লেখযোগ্য সহায়তা হয় না। শাসকগোষ্ঠীকে আমাদের জয় করতে হবে। জয় করতে হবে রাজনৈতিক, অর্থনীতিবিদ,

বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের। এঁরাই মনো-জগতের সংগঠক। জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরাই নিয়ন্ত্রিত করেন। এঁদের জয় করতে পারলে—এঁদের প্রভাবিত ও পরিচালিত জনতাকেও দলে আনা সহজ হয়। মিশন কার্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কম্যুনিজমের মধ্যে একটা সুবিধা দেখতে পাওয়া যায়, যেটা অন্য কোন সমাজ-নীতির মধ্যে পাওয়া যায় না। সাম্যবাদ অনেকখানি কেন্দ্রীয় প্রভাবিত!

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আজ MORMONISM মতবাদে দীক্ষিত হলে, আমেরিকা সে পথে তাঁর অনুসরণ করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আজ Mao Tse-Tung যদি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন—অথবা Breznev কিম্বা Ceaushescu—তাহলে অনতিবিলম্বে দেখা যাবে—সমগ্র দেশই সেই পথে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে! সাম্যবাদী নেতৃত্বের প্রভাব এমনিই কেন্দ্রীয়-ভিত্তিক!

কিন্তু কোন কম্যুনিষ্ট নেতাকে কি ধর্মান্তরিত করা যায়? নিশ্চয়ই যায়। কেননা ওরা প্রত্যেকেই অসুখী ও জীবনে অনিশ্চিত—তার পদানত যে কোন কারাবাসীর মতই। রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠীর প্রায় সকল নেতাই হয় কারাগারে জীবন শেষ করেছেন—না হয় নিজের কমরেড্-দের দ্বারা নিহত হয়েছেন। চীন দেশেও ঠিক সেই কাহিনী। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীদের যারা এক সময়ে প্রভূত ক্ষমতা ও প্রভাবের ব্যবহার করেছেন—তাঁরাও একটুও নিরাপদ নন। যেন Iagoda, Iejov, Beria, এঁরা সকলেই এই ভাবেই শেষ হয়ে গেছেন। স্কন্ধ দেশে আচম্‌কা একটি বুলেটের প্রবেশ ও জীবন-লীলা সাঙ্গ! অতি সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী Shepelin এবং যুগোশ্লাভিয়ার আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী Rankovic এই প্রকার তাচ্ছিল্য, ও ঘৃণার সঙ্গেই বহিষ্কৃত হয়েছেন!

॥ কম্যুনিষ্টদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা ॥

কম্যুনিষ্ট শাসনে কেউ-ই সুখী নয়। নেতৃস্থানীয়েরাও নয়। ওরাও সময়ে সময়ে চমকে ওঠে, সন্দিগ্ধভাবে নানা আশঙ্কার কথা ভাবে। তাদের সর্বপ্রধান ভয়ের কথা: কখন নিঃশব্দে গোয়েন্দা পুলিশের কৃষ্ণবর্ণ মোটরভ্যান এসে তাকে নিয়ে চলে যাবে—চিরদিনের মত—কেননা, রাতারাতি দলীয় নীতি পরিবর্তিত হচ্ছে!

বহু কম্যুনিষ্ট নেতাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। তাঁরা প্রত্যেকেই অতিশয় ভারাক্রান্ত অসুখী মানুষ! একমাত্র যীশু-ই তাঁদের মুক্তি ও বিশ্রাম দিতে পারেন। কম্যুনিষ্ট শাসকদের খ্রীষ্টের নিকটে আনা সম্ভব হলে পৃথিবীকে হয়তো আণবিক বোমার ধ্বংস-পরিণাম থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। হয়তো, মানবগোষ্ঠীকে দ্রুত গতিতে ক্ষুধা ও পিপাসার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে, কেননা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের বহু অপব্যয়িত অর্থ তখন বাঁচবে। কম্যুনিষ্ট শাসকদের পরিবর্তিত করা সম্ভব হলে—যীশু খ্রীষ্ট ও স্বর্গবাসী দূতদের আনন্দের সীমা থাকবে না। দুনিয়ার খ্রীষ্টীয়-মণ্ডলীর নিকট সে এক পরম বিজয়। পৃথিবীর যত দুর্গম ও দূরবর্তী স্থানে মিশন কর্মীরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করেন, যেমন নিউগিনি বা মাডাগাস্কার—সে সব অঞ্চল সরাসরি তাদের খ্রীষ্টীয় প্রতিবাসীদের অনুগমন করবে এবং সেদিন পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ধর্মমত নূতনতম মহিমায় ও গৌরবে ভূষিত হবে।

দীক্ষাপ্রাপ্ত কম্যুনিষ্টদেরও আমি চিনি। যৌবনে আমি নিজেও জঙ্গী নিরীশ্বরবাদী ছিলাম। দীক্ষাপ্রাপ্ত কম্যুনিষ্ট ও নিরীশ্বরবাদীরা নিজেদের পূর্বকথা স্মরণ করে যীশুকে যেন দ্বিগুণ মাত্রায় ভালবাসে।

মিশনের কর্মসূচীতে কুশলী পরিকল্পনা দরকার।

পরিত্রাণ সম্বন্ধে বলা যায় যে, সকলেই সমান গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। মিশনের কর্ম-পরিকল্পনার দিক থেকে সকলে সমান নয়। প্রভাবশালী

কোন মানুষকে দীক্ষিত করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ—যার মাধ্যমে পরে হয়তো আরও সহস্র মানুষকে পাওয়া সহজ হবে। অরণ্যবাসী কোন বর্বরকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসাটা সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিছুই লাভজনক নয়। কতকটা সেই কারণেই কোন পল্লীগ্রামে প্রচারকার্য পরিসমাপ্ত করার পরিবর্তে যীশু যীরুশালেমে এসেছিলেন। যীরুশালেম সে সময়ে আধ্যাত্মিক জগতের কেন্দ্রভূমি ছিল। কতকটা সেই একই কারণে সাধু পৌল রোমে পৌছাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

বাইবেল বলে: "রমণীর সন্তান একদিন সর্পের মুণ্ডপাত করবে।" আমরা এখন সেই সর্পের উদরদেশে সামান্য সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করেছি মাত্র, ফলে যন্ত্রণার পরিবর্তে তার হাস্যই দেখা যাচ্ছে। সর্পের মস্তকটি বর্তমানে মস্কো থেকে পিকিং পর্যন্ত পথের কোথাও অবস্থিত। বর্তমান খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর একমাত্র চিন্তা ও পরিকল্পনার বিষয় হওয়া উচিত—কম্যুনিষ্ট প্রভাব রোধ করা। সমস্ত মিশন অধ্যক্ষ ও সাধারণ খ্রীষ্টীয়ানেরও আজ এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।

সাধারণ নিয়মতান্ত্রিক গতানুগতিকতা এখন আমাদের বন্ধ রাখা উচিত। লেখা আছে, "সদাপ্রভুর কার্য চাতুর্যের সঙ্গে যে সম্পাদন করে—সে অভিশপ্ত হোক" অর্থাৎ, বর্তমান সময়ে খ্রীষ্টীয়-মণ্ডলীর একযোগে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে একটি সুবৃহৎ আধ্যাত্মিক আক্রমণ পরিচালনা করা আবশ্যক!

যুদ্ধ-পরিকল্পনা চিরদিনই আক্রমণের দ্বারা বিজয়ী হয়—আত্মরক্ষার নীতি দ্বারা নয়। এ যাবৎ সমস্ত খ্রীষ্টীয়-মণ্ডলী কম্যুনিজমের সম্বন্ধে আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করেছে। ফলে, একটার পর একটা দেশ ও রাজ্য কম্যুনিষ্টদের কবলে চলে গেছে। এই নীতি ও ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন দরকার। সমস্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর এটা আজ উপলব্ধি করা

দরকার। দায়ুদের গীতে আমরা পড়ি যে, "সদাপ্রভু লৌহশিকল ভগ্ন করেন!" তাঁর নিকটে লৌহ-যবনিকা অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ।

পৃথিবীর প্রথম মণ্ডলীও গোপনে এবং বে-আইনীভাবেই কাজ আরম্ভ করেছিল এবং পরে জয়ীও হয়েছিল। আজ আমাদেরও অনুরূপ কর্ম-পদ্ধতি সমবেতভাবে অনুসরণ করা দরকার। পূর্বে আমি বুঝতে পারতাম না—কেন নূতন নিয়মের গোড়ার দিকে অত জনকে পল্লীর পরিচিত ডাক-নামে উল্লেখ করা হত, যেমন শিমিয়োন—যাকে Niger বলা হত। যোহন—যাকে মার্ক বলা হত ইত্যাদি। আজ কম্যুনিষ্ট শাসনের প্রভাবের অন্তরালে এই গোপন মণ্ডলীর কার্যে অবতীর্ণ হয়ে সে কথা সহজেই বুঝতে পারি এবং আমরাও সেইভাবে সকলেরই গোপন ডাক-নাম স্থির করে ফেলেছি।

আগে বুঝতে পারিনি—কেন যীশু শেষ ভোজের আয়োজন সম্পর্কে ব্যবস্থা করতে গিয়ে কোন ঠিকানা উল্লেখ না করে কেবল বলেছিলেন, "যাও, শহরের মধ্যে গিয়ে দেখবে একটা মানুষ কলসী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে!"

এখন আমি এর অর্থ বুঝতে পারি! গোপন মণ্ডলীর কার্য-পরিচালনার সময়ে আমরাও কোন ঠিকানার উল্লেখ না করে উপরোক্ত চিহ্ন ও সংকেত ব্যবহার করি। আমরা সকলেই যদি এইপ্রকার কার্য-ধারায় একমত হই, তাহলে সমস্ত কম্যুনিষ্ট দেশেই আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচারকল্পে ফলপ্রদ পরিকল্পনা গ্রহণ ও অনুসরণ করতে পারি।

কিন্তু যখন পশ্চিম দেশগুলির মাণ্ডলিক নেতাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি দেখি, কম্যুনিষ্টদের প্রতি যে প্রেমের আচরণের দ্বারা বহু পূর্বেই আমরা তাদের রাষ্ট্রে খ্রীষ্টীয় মিশনের কেন্দ্র স্থাপন করতে পারতাম, তাঁদের আচরণ ছিল তার ঠিক বিপরীতমুখী—অর্থাৎ, সে পথে কম্যুনিষ্টদের পক্ষেই আরও সুবিধা ও সাহায্য হতে থাকে। কার্ল

মার্কসের গোষ্ঠীতে হারানো মানুষগুলোর জন্য দয়ালু শমরীয়ের মত সেই নিঃস্বার্থ প্রেম আমি দেখতে পাইনি।

আমাদের জানা উচিত যে, চীৎকার করে বললেই লোকের বিশ্বাসের ঠিকানা পাওয়া যায় না। প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকাটাই তার বিশ্বাসের প্রকৃত ও অভ্রান্ত পরিচয়! গুপ্ত-মণ্ডলীর খ্রীষ্টীয়ানেরা বার-বার প্রমাণ করেছেন—কি তাঁদের বিশ্বাস এবং সেজন্য তারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত! আমি এখন যে কার্যে লিপ্ত আছি—তাতে আমার পুনরায় গ্রেফতার হওয়া এবং নতুন নতুন অত্যাচার ও পীড়নের যন্ত্রণায় প্রাণবিয়োগ হওয়ারও আশঙ্কা আছে তা আমি জানি। লৌহ যবনিকার অন্তরালে গুপ্ত খ্রীষ্টীয় মিশন কার্যের গোপন নেতৃত্ব সহজ অপরাধ নয়। এর একমাত্র কারণ, আমি যা বলি বা লিখি—তাতে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

আজ আমার প্রশ্ন করার অধিকার আছে:

আমেরিকার মাওলিক নেতারা—যাঁরা আজ কম্যুনিজমের সঙ্গে মিতালী করছেন—তাঁরা তাঁদের এই বিশ্বাসের জন্য কি মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত আছেন? আপন দেশের উচ্চপদ পরিত্যাগ করে পূর্ব দেশগুলির মধ্যে প্রচারক ও পুরোহিতের পদ গ্রহণ করে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাদের কে বাধা দিচ্ছে? সেই বিশ্বাস ও দৃঢ়তার প্রমাণ আজও কোন পশ্চিমী খ্রীষ্টীয় নেতা স্থাপন করেন নি।

মানব সভ্যতার আদিতে শিকার, মাছ ধরা এবং পরে জীবন-ধারণের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কাজে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় ও আদান প্রদানের জন্যই ভাষা ও বাক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সৃষ্টি ও তার অগ্রগতি মানব-সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী অব্যাহত আছে, কিন্তু ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও রহস্যাবলীর প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত ভাষা ও বাক্য আজও উদ্ভাবিত হয় নি। আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেই অভাব আছে।

অনুরূপ ভাবে নারকীয় নিষ্ঠুরতা ও জঘন্য হৃদয়হীনতা প্রকাশের জন্যও মানব-সাহিত্যে উপযুক্ত ভাষা আজও উদ্ভাবিত হয়নি। যে মানুষকে এইমাত্র প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে অথবা যার চক্ষের সম্মুখে তার সন্তানকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হল সেই অনুভূতি ও মনোভাবের কথা কি পূর্ণরূপে প্রকাশ করার ভাষা আছে? সুতরাং আজ কম্যুনিষ্টদের কবলে খ্রীষ্টীয়ানরা কি প্রকারে নির্যাতন সহ্য করছে এবং কি প্রকারে যন্ত্রণা ও পীড়নের অংশীদার হচ্ছে—তার যথাযথ বর্ণনার চেষ্টাও অর্থহীন।

রুমানিয়ায় যিনি প্রথম কম্যুনিজম আনেন, সেই Lucretiu Patrascanuর সঙ্গে আমি একই কারাগারে ছিলাম। কমরেডরা জেলে পাঠিয়ে তাঁকে এইভাবে পুরস্কৃত করেছিল। তিনি নিজে সুস্থ থাকলেও তারা তাঁকে উন্মাদ আশ্রমে থাকতে বাধ্য করেছিল, যেন সেইখানে থাকতে থাকতে সময়ে তিনিও উন্মাদে পরিণত হয়ে পড়েন। কমরেডরা Anna Pauker—প্রাক্তন রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর সম্পর্কেও এই একই ব্যবস্থা করেছিল। খ্রীষ্টীয়ানদের অনেককেও এইপ্রকার সাজা দেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে এবং Straight Jacket পরিয়েও তাদের যন্ত্রণাভোগের ব্যবস্থা করা হয়।

চীন দেশের পথে পথে আজ কি ঘটছে—পৃথিবী বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে তা দেখছে ও শুনছে। সকলের সমক্ষেই আজ লাল রক্ষীরা সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়া করে যাচ্ছে। সকলের অসাক্ষাতে চীনা কারাগারের অন্তরালে খ্রীষ্টানদের উপরে আজ কি অত্যাচার চলছে—সে অনুমান আজ কে করতে পারে?

শেষ খবরে আমরা জানতে পেরেছি যে, একজন চৈনিক সুসমাচার প্রচারক এবং কয়েকজন খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টধর্ম বর্জনে অস্বীকার করার অপরাধে প্রথমে কান, তারপর একে একে জিহ্বা ও পা কেটে ফেলা হয়!

কিন্তু এই অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতাই কম্যুনিষ্টদের জঘন্য কীর্তি

নয়। এর চেয়েও ঘৃণ্য কাজ তারা করে এবং তা হচ্ছে পৃথিবীর সঞ্চিত জ্ঞানকে তারা কলুষিত করে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার দ্বারা তরুণ বয়সীদের মনে অস্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন মণ্ডলীতে তাদের নিজেদের মনোনীত 'পুরোহিত'দের নিযুক্ত করে তারা মণ্ডলীর মধ্যে অপবিত্রতা ও ধ্বংসের বীজ বপন করে। তাদের শিক্ষার সারাংশ হচ্ছে: ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি কেবল বিশ্বাসহীনতা নয়—ঐ নাম দুটিকে মনে প্রাণে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করতে শিখানো।

দীর্ঘ কারাবাস ও নির্যাতন ভোগ করে কোন খ্রীষ্টান আপন পরিবারে ফিরে যখন দেখেন—তাঁর পুত্রকন্যারা তাঁর দিকে শ্রদ্ধাহীন ও অনুকম্পার সঙ্গে দেখছে এবং নিরীশ্বরবাদিতা নিয়ে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করছে—তখন সেই পিতার হৃদয়-বিদারক অভিজ্ঞতার বর্ণনা সম্ভব নয়! "এক হিসাবে বলা যায় যে, এই বইখানি যতটা কালি দিয়ে লেখা হয়েছে—তার চেয়ে অনেক বেশী লেখা হয়েছে ভগ্ন ও ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের রক্ত দিয়ে!"

দানিয়েলের সময়ের মত—সেই তিনজন যুবক যারা আগুনের বাইরে জীবিত ও অক্ষতভাবে এলেও তাদের গায়ে যেমন আগুনের চিহ্ন বা গন্ধ মাত্রও পাওয়া যায়নি, তেমনি কম্যুনিষ্ট কারাগার থেকে খ্রীষ্টানরা মুক্তি পেলেও তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র ঘৃণা বা ক্রোধ কেউ কোনদিন পোষণ করে না! কুসুম যেমন পদতলে দলিত হলেও সৌরভ বিতরণ করতে ছাড়ে না, খ্রীষ্টান মাত্রই কম্যুনিষ্ট কারাগারেই অত্যাচারীদের প্রতি একটা গভীর মমতা ও প্রেমের জন্ম অনুভব করতে থাকে! আমাদের বহু প্রহরী ও অত্যাচারীকে আমরা খ্রীষ্টের নিকটে আনতে পেরেছি! এর পশ্চাতে আমাদের হৃদয়ে একটি মাত্র কামনা কাজ করছে: কম্যুনিষ্টরা আমাদের প্রতি প্রাণপণে খারাপ ব্যবহার করলেও আমাদের যা সর্বোত্তম—অমানুষিক কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যেও আমরা সেই

উৎকৃষ্টতম উপহারই তাদের দিতে প্রয়াস পেয়েছি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ। আমার অনেক ভ্রাতার মত—কম্যুনিষ্ট কারাগারের মধ্যেই জীবন বিসর্জন করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, এমন কি রুমানিয়া পরিত্যাগ করে পশ্চিমের দেশে চলে আসার সুযোগও দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু, পশ্চিম দেশের বহু খ্রীষ্টীয় নেতার মধ্যে আমি কি দেখলাম। লৌহ যবনিকা ও বাঁশের কেল্লার অন্তরালে গুপ্ত মণ্ডলীর গোপন কর্মীদের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের প্রতি যে মনোভাব তার ঠিক বিপরীত নিদর্শন! পশ্চিমের বহু খ্রীষ্টীয়ানের মধ্যে আজ কম্যুনিষ্টদের জন্য কোন ভালবাসা নাই! এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে, এঁরা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের অধিবাসীদের পরিত্রাণের জন্যে কিছুই করতে প্রস্তুত নন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে —যীহুদি, মুসলমান, বৌদ্ধ ও অন্যান্যদের মধ্যে কাজের জন্য বহু মিশন তাঁরা স্থাপন করেছেন, কিন্তু কম্যুনিষ্টদের জন্য কোন মিশন নাই! কোন ভালোবাসা নাই তাদের জন্য! ভালবাসা থাকলে—ভারতের জন্য উইলিয়াম কেরী ও চীনের জন্য হাড্‌সন টেলারের মতন মিশনারী প্রেরণ করতেন।

কেবল এইটুকুই নয়। পশ্চিমী খ্রীষ্টীয়ান নেতারা কেবল যে কম্যুনিষ্টদের ভালোবাসেন না অথবা তাদের জন্য কোন মিশন স্থাপন করতে চান না, তাই-ই নয়। তাঁরা নিজ নিজ আচরণ ও কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন—যার ফলে কম্যুনিষ্টরা আরও অবিশ্বাসী, দৃঢ় ও অনমনীয় হয়ে পড়ে! পরোক্ষভাবে এই নেতারাই কম্যুনিষ্টদের পরম সাহায্য করে, যাতে তারা ক্রমে ক্রমে পশ্চিমী খ্রীষ্টীয় জগতে অনুপ্রবেশ দ্বারা সম্ভবমত মাণ্ডলিক নেতৃত্বের ও সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃত্বের অধিকাংশ দখল করতে সক্ষম হয়। তাঁদের অবহেলা ও আত্মপ্রসাদের জন্যই, খ্রীষ্টীয়ান জনসাধারণ আজ কম্যুনিষ্ট-বিপদ সম্পর্কে বহুল পরিমাণে অজ্ঞ ও অসতর্ক!

আজ আমাদের এই কথাটি বুঝতে হবে ও মনে রাখতে হবে যে কম্যুনিষ্টদের আজ ভালবেসে খ্রীষ্টের কাছে আনতে হবেই, নচেৎ,—তারাই ধীরে সমগ্র পৃথিবী দখল করবে এবং খ্রীষ্ট ধর্মেরও সামগ্রিক উচ্ছেদ ঘটাবে!

খ্রীষ্টীয়ান হিসাবে, মাণ্ডলিক নেতা হিসাবে আমরা কি সময়মত অবহিত ও জাগ্রত হব?

॥ ইতিহাস ও তার শিক্ষা ॥

ইতিহাসের শিক্ষা বহুবার খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী অবহেলা করেছে। প্রথম কয়েক শতাব্দীর দিকে উত্তর আফ্রিকায় খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার ছিল। সেই সকল অঞ্চল থেকেই সাধু অগাষ্টিন, সীপ্রিয়ান, আথানেশিয়াস্ ও টাবটুলিয়ান-এর উদ্ভব হয়। কিন্তু উত্তর আফ্রিকার এই খ্রীষ্ট মণ্ডলী একটি বৃহৎ ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন না। স্থানীয় মুসলমানদের নিকটে খ্রীষ্টকে প্রচার করার কোন কর্তব্যই পালন করেন নি। ফলে, দেখা গেল—একদিন মুসলমানেরাই উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করল এবং খ্রীষ্টধর্মকে বিতাড়িত করল। কয়েক শতাব্দীব্যাপী চলল এই বিতাড়ন পর্ব। উত্তর আফ্রিকা আজও মুসলমানদের দখলে। খ্রীষ্টীয়ান নেতৃবর্গ এই সকল অঞ্চলকে বললে "অসংশোধনীয় গোষ্ঠী!"

ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করাই সঙ্গত।

ষোড়শ শতাব্দী মহা-সংস্কারের যুগে, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তৎকালীন পোপের অত্যধিক বাড়াবাড়ির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই Huss, Luther এবং Calvin প্রভৃতির ধর্মীয় বিরোধিতায় প্রকাশ্য ও ঐতিহাসিক যোগাযোগ ঘটেছিল! সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দিনেও পৃথিবীর সমস্ত মুক্ত ও স্বাধীন জনগণের নিজেদের গরজেই গুপ্ত মণ্ডলীর সমস্ত কার্যক্রমের সঙ্গে সহযোগিতা করে কম্যুনিষ্ট

রাষ্ট্র ও তাদের কবলে নিষ্পেষিত জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টীয় সুসমাচার প্রচার করা একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব!

স্বীকার করতে হবে যে কম্যুনিষ্ট মতবাদকে উচ্ছেদ করার মত শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রভাব আজ কোথাও নাই। কম্যুনিষ্টদের আজ আণবিক অস্ত্র আছে, সুতরাং সামরিক আক্রমণের সুযোগ দিলে আজ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃতদেহের উপরে নতুন পৃথিবীর নব সংগঠনের কাজ আরম্ভ করতে হবে! তাছাড়া, পশ্চিমী শাসকবর্গের অনেকেরই আজ যথেষ্ট মগজ ধোলাই পর্ব সারা হয়েছে, ফলে, তারাও আজ আর এই কম্যুনিষ্ট শক্তির উচ্ছেদ কামনা করেন না! তাঁদের অনেকেই একথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন। তাঁদের প্রবল আগ্রহ যেন—প্রবল নেশাচ্ছন্নতা, দলবদ্ধ গুণ্ডামি, ক্যানসার, যক্ষ্মা প্রভৃতি অভিশাপগুলি দূরীভূত হয়। কিন্তু কম্যুনিজম —যার দৌরাত্ম্যে উপরোক্ত সকল কারণে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক জীবনহানি ঘটেছে—তার উচ্ছেদ দরকার নেই।

প্রসিদ্ধ সোভিয়েট লেখক Ilya Ehrenburg বলেন যে ষ্টালিন অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে—যত নির্দোষী হতভাগ্যদের তিনি জীবন নাশ করেছেন—যদি তাদের প্রত্যেকের নাম লিখতে আরম্ভ করেন—তাহলেও তাঁর জীবনে সে কাজ শেষ করতে পারতেন না। কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ্ প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, ষ্টালিন সহস্র সহস্র নির্দোষী ও সরল কম্যুনিষ্টদের হত্যা করেছেন। সপ্তদশ কংগ্রেসের নির্বাচিত একশত উনচল্লিশ জন কেন্দ্রীয় সদস্যদের মধ্যে আটানব্বই জনকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। হিসাব করলে দাঁড়ায় শতকরা সত্তর জন!

এখন আপনারা অনুমান করুন খ্রীষ্টানদের প্রতি তিনি কি করেছিলেন।

ক্রুশ্চেভ ষ্টালিনকে নিন্দিত করেছিলেন, কিন্তু নিজে ঠিক সেই পথেই চলেছিলেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার অর্ধেক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

চীনে আজ যে বর্বরতা আরম্ভ হয়েছে—ষ্টালিনের সময়ের তুলনায় তা অনেক বেশী জঘন্য! প্রকাশ্য মাণ্ডলিক জীবন সেখানে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। রাশিয়া ও রুমানিয়ায় আজ নতুন করে পুনরায় গ্রেফতার আরম্ভ হয়েছে। (সম্প্রতি সংবাদ এসেছে যে, রাশিয়ায় পুনরায় দলে দলে খ্রীষ্টানদের গ্রেফতার আরম্ভ হয়েছে।) কোটি কোটি অধিবাসীদের মধ্যে বিভীষিকা, সন্ত্রাস ও প্রতারণার দ্বারা তরুণ বয়সের সকলকেই আজ পশ্চিমী দেশগুলির সমস্ত কিছুর বিশেষতঃ খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে নিদারুণ ঘৃণার আবহাওয়ায় পরিচালনা করা হচ্ছে। রাশিয়ায় আজকাল একটি সাধারণ দৃশ্য হচ্ছে: গির্জার সম্মুখে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা অপেক্ষা করছেন এবং ছেলেমেয়েদের গির্জায় প্রবেশ করতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চড়-চাপড় মেরে বাইরে বার করে দেওয়া হচ্ছে! অর্থাৎ—পশ্চিমীমুল্লুকের ভবিষ্যৎ খ্রীষ্ট-বিরোধীদের অতি সতর্কতার সঙ্গেই মানুষ করা হচ্ছে।

মাত্র একটি শক্তির দ্বারা আজ কম্যুনিজমকে নির্মূল করা সম্ভব। পৌত্তলিক রোমীয় সাম্রাজ্যের স্থলে যে শক্তিতে খ্রীষ্টীয়ান রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল, বর্বর টিউটন ও ভাইকিংদের যে শক্তির প্রভাবে খ্রীষ্টীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করা হল, ত্রয়োদশ শতাব্দীর রক্তাক্ত ধর্মীয় বিচার ও শাস্তি-প্রদান পদ্ধতিকে যে শক্তি উৎপাটিত করেছিল। এ শক্তি আর কিছুই নয়, খ্রীষ্ট যীশুর সুসমাচার—যা আজ সকল কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর একমাত্র প্রাণশক্তি।

এই গুপ্ত মণ্ডলীকে বাঁচিয়ে রাখা ও সাহায্য করা আজ কেবল নিপীড়িত ভ্রাতৃগণের সঙ্গে একাত্মতা-স্থাপনই নয়—পরন্তু আপনার রাষ্ট্রের ও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর পক্ষে জীবনমৃত্যু-সদৃশ! গুপ্ত মণ্ডলীকে সাহায্য

করা আজ কেবল মুক্ত জনগণের স্বার্থ নয়—কিন্তু মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠার জন্যও আজ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় নীতি হওয়া উচিত।

গুপ্ত মণ্ডলী আজ বহু কম্যুনিষ্ট শাসককে খ্রীষ্টের নিকটে আনয়ন করেছে। রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী Gheorghiu Dej খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে ও আপন পাপ সকল স্বীকার ও পরিত্যাগ করে মৃত্যুকে বরণ করেন। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে আজ বহু কম্যুনিষ্ট সদস্য গোপনে গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্য হয়েছেন। এই দৃষ্টান্ত ক্রমেই সংক্রামিত হচ্ছে। এর পথেই আমরা একদিন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতির মধ্যে পরিবর্তনের চিহ্ন দেখতে পাবো। প্রেসিডেন্ট টিটো ও গোমুলকার ন্যায় নিরীশ্বরবাদী ও নিষ্ঠুর একনায়কত্ব প্রবর্তনের মত নয়—কিন্তু খ্রীষ্টীয় আদর্শ এবং স্বাধীনতার দিকে পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত আমরা দেখব।

আজ অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় সম্ভাবনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত!

মনে রাখা দরকার যে, খ্রীষ্টানদের সুদৃঢ় ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় কম্যুনিষ্টরাও তাদের মত বিশ্বাসে অতিশয় আন্তরিকতাপূর্ণ এবং এই আন্তরিক বিশ্বাসের মূলে নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে আজ তারা এক সঙ্কটের মধ্যে উপনীত হয়েছে। তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কম্যুনিষ্ট মতবাদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করবে। এখন তারা দেখছে—অন্য রাষ্ট্রর কথা দূরে থাক—কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিই আজ কলহে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে পূর্ণ। কবি-কল্পনামূলক সুখ-স্বর্গের পরিবর্তে তারা কম্যুনিজমের দৌলতে এই পৃথিবীতেই প্রাচুর্যের স্বর্গসুখ ভোগ করবে—এই বিশ্বাসও তাদের নষ্ট হতে বসেছে। প্রাথমিক প্রয়োজন—ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যই আজ তাদের পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে গম ক্রয়ের জন্য শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

আপন নেতাদের উপরে কম্যুনিষ্টদের অগাধ ও অন্ধ বিশ্বাসও আজ

নষ্ট হয়েছে। নিজের দেশের সংবাদপত্রেই তারা আজ পড়ছে যে ষ্টালিন একজন অবাধ-হত্যাকারী এবং ক্রুশ্চেভ আধা-উন্মাদ ছিলেন। জাতীয় নেতা ও নায়কদের সম্বন্ধে-ও সেই একই কথা : রাকোসি, জেরো, আনা পকার, র‍্যানকো ভিসি প্রভৃতি সকলেই আজ নিন্দিত ও বিড়ম্বিত! কম্যুনিষ্টরা আজ তাদের কোন নেতাকেই অন্ধবিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারছে না। পোপ-হীন ক্যাথলিকদের মতই আজ তাদের দুরবস্থা! চিন্তাশীল কম্যুনিষ্টদের হৃদয়রাজ্যে আজ মহা তোলপাড় ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই শূন্যতার সুব্যবস্থা একমাত্র খ্রীষ্টই করতে সক্ষম।

মানব হৃদয় অতি স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরান্বেষী।

প্রত্যেক মানবের হৃদয়েই আধ্যাত্মিক শূন্যতা থাকে যতদিন খ্রীষ্ট নিজে এসে তা পূর্ণ না করেন। কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। সুসমাচারে বর্ণিত প্রেমের যে প্রভাব ও শক্তি—তার আকর্ষণ ওদেরও আকৃষ্ট করে—তা আমি নিজেই বহুবার দেখেছি। আমি জানি—প্রতিনিয়তই তা ঘটে এবং ঘটছে।

উপহাস ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা আজ কম্যুনিষ্টদের সর্বত্রই ধৈর্য ও ক্ষমার চক্ষে দেখেছেন। নিজেদের পরিবারের উপরে অকথ্য অত্যাচারও খ্রীষ্টান ভক্তেরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। ফলে, কম্যুনিষ্টরাই আজ ধীরে ধীরে এক বৃহৎ আধ্যাত্মিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন। এই সঙ্কটেও খ্রীষ্টীয়ান গোপন কর্মীরা তাঁদের মীমাংসা ও শান্তির পথে সহায়তা দান করে চলেছেন। গুপ্ত মণ্ডলীর সমস্ত কর্মী ও সভ্যেরা এই মূল্যবান কর্মসূচীর পরিচালনার জন্য আজ আমাদের সাহায্য ও সহায়তার প্রত্যাশী।

কেবল তাই-ই নয়। খ্রীষ্টীয় প্রেম কি বিশ্বব্যাপী ও সর্বজনীন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও মহিমান্বিত নয়? খ্রীষ্টীয়ানের দৃষ্টিতে কি কোন পক্ষপাতিত্ব থাকা সম্ভব?

যীশু বলেছেন: ঈশ্বরের সূর্য পৃথিবীর ভাল এবং মন্দ—সকলের উপরেই উদিত হয় ও মঙ্গল বিতরণ করে। খ্রীষ্টীয় প্রেম সম্বন্ধে এই কথা সত্য।

পশ্চিম দেশগুলির যে সকল খ্রীষ্টীয়ান নেতা কম্যুনিষ্টদের প্রতি বন্ধুত্ব-পরায়ণ—তাঁরাই আজ খ্রীষ্টের 'শত্রুকে প্রেম করো' শিক্ষার অগ্রদূত। তবে, মনে রাখা আবশ্যক যে, খ্রীষ্ট কোন দিনই বলেন নি যে—তোমার শত্রুদের প্রেম করো ও তোমার ভ্রাতাদের অবহেলা করো। এই দৃষ্টান্তটি, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ বহু স্থানে লক্ষ্য করা যায়। খ্রীষ্টীয়ান রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় কর্তাব্যক্তিরা আজ কম্যুনিষ্ট শাসকদের ভোজদান ও আদর-আপ্যায়ন করছেন—যাঁদের হাত গুপ্ত খ্রীষ্টীয়ান কর্মীদের জীবন-রক্তে রঞ্জিত ও কলঙ্কিত—কিন্তু খ্রীষ্টের নিকটে আনার জন্য কোন প্রকার উদ্যমও প্রকাশ করছেন না। অনেক সময়ে উপরোক্ত প্রীতি-সম্পর্ক ও আপ্যায়ন আদান-প্রদানের আড়ম্বরপূর্ণ সূচীর মধ্যে পদদলিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত খ্রীষ্টীয়ানদের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা পড়ে যায়!

পশ্চিম জার্মানীর সাধারণ প্রচার সংস্থা ও ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান গত সাত বৎসরে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ ডলার খরচ করেছে অভাবী ও ক্ষুধার্তদের জন্য! আমেরিকার খ্রীষ্টীয়ানরা আরও বেশী দান করেছেন।

সত্যই—পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত মানুষ অসংখ্য! কিন্তু আমার মনে হয়, নির্যাতিত ও গুপ্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর কর্মীদের মত ক্ষুধার্ত ও অভাবী মানুষ এবং মুক্ত পৃথিবীর স্বাধীন খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর সাহায্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই! যদি জার্মান, ব্রিটিশ ও আমেরিকান মণ্ডলীদের এত অধিক টাকা সাহায্য ও ত্রাণ-কার্যের জন্য খরচ করার পরিকল্পনা থাকে, তবে, আমার মনে হয়, সকলের কাছেই সেই

সাহায্য পৌছানো উচিত এবং খ্রীষ্টীয় স্বার্থত্যাগী ও দুঃখ বরণকারী এবং তাদের উপবাসী পরিবারের কথাটাই আমাদের সর্বাগ্রে চিন্তা করা দরকার।

এই ভাবেই কি সাহায্য-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়?

আমি জানি যে, খ্রীষ্টীয় সংস্থাগুলির চেষ্টায় ও অর্থে আমার স্বাধীনতা ক্রয় করা হয়েছে। মনে হয়, আমার দেশ থেকে কোন খ্রীষ্টীয়ানের মুক্তি-ক্রয়ের দৃষ্টান্ত আমিই একা! সুতরাং, বুঝতে কষ্ট হয় না যে আরও কত যোগ্য ও যোগ্যতর খ্রীষ্টীয়ান সেবকের মুক্তি ক্রয়ের ব্যাপারে এই সমস্ত খ্রীষ্টীয়ান সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কত বেশী দায়িত্বহীন!

প্রথম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সভ্যেরা প্রশ্ন তুলেছিলেন—নতুন উপাসনা মন্দির কেবল যীহুদিদের জন্য—না—পরজাতীয়দের জন্যও? তাঁদের প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর তাঁরা পেয়েছিলেন। আজ অন্য পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সেই একই সমস্যা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছে। খ্রীষ্টধর্ম কেবল-মাত্র পশ্চিম রাষ্ট্র ও অধিবাসীদেব জন্য নয়! যীশু খ্রীষ্ট কেবল আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির সম্পত্তি নন।

খ্রীষ্ট যখন ক্রুশবিদ্ধ হন তখন একখানি হাত পূর্ব দিকে এবং অন্য হাত পশ্চিম দিকে ছিল। তিনি সেদিন যেমন কেবল যীহুদি নয় কিন্তু পরজাতীয়দেরও রাজা হতে চেয়েছিলেন, আজও তেমনি পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতেও মহিমান্বিত হতে চান! যীশু নিজেই বলেছিলেন: "পৃথিবীর সর্বত্র তোমরা যাও এবং সকলের কাছে সুসমাচারের বার্তা প্রচার করো!" তিনি সকলের জন্যই তাঁর রক্তপাত করেছিলেন।

কম্যুনিষ্ট দেশে সুসমাচার প্রচার করার প্রথম প্রলোভন হচ্ছে—সেখানে যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তারা প্রেমে, উৎসাহে ও সাহসে অতি-মাত্রায় ভরপুর থাকে। রাশিয়ায় এ পর্যন্ত আমি একজনও উত্তাপহীন

খ্রীষ্টীয়ান দেখিনি। প্রাক্তন তরুণ কম্যুনিষ্টরা অতি উচ্চশ্রেণীর খ্রীষ্ট শিষ্যে পরিণত হয়ে থাকেন।

পাপীদের পাপ হতে উদ্ধার করার জন্য খ্রীষ্টের যে বাসনা, কম্যুনিষ্টদের কম্যুনিজম থেকে উদ্ধার করার জন্যও তাঁর ঠিক সমান আকাঙ্ক্ষা! পশ্চিমী খ্রীষ্টীয় নেতাদের অনেকে কিন্তু অন্য মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন। কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব কতকটা যেন নিরপেক্ষতামূলক! অর্থাৎ, তাঁরা কম্যুনিজমকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হতেই যেন অপ্রত্যক্ষ সাহায্য দিতে ইচ্ছুক! ফলে, কম্যুনিষ্টরা খ্রীষ্টের আলোকে তাঁর নিকটে আনীত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে তাদের কবলে নিষ্পেষিত ও উৎপীড়িত খ্রীষ্টীয়ানরাও কোন সাফল্যের সম্ভাবনা দেখতে পান না।

॥ মুক্তির পর আমার অভিজ্ঞতা ॥

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আমি মিলিত হলাম। তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল—এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার মনোভাব কি?

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, আমার কাছে এখন যে আদর্শ সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক একাকীত্ব!

তরুণ বয়সে আমি যেমন শক্তিশালী তেমনি অগ্রগামী স্বভাবের ছিলাম। কিন্তু, পরবর্তী জীবনের কারাজীবন, বিশেষতঃ নির্জন কারাবাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আমার স্বভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। ভিতরের সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা স্তব্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে আমি চিন্তা, ধ্যান ও নীরবতার পক্ষপাতি হয়ে উঠি। তখন আমি কম্যুনিজমকে ভয় করি না, ঘৃণাও করি না! স্বর্গীয় পরিত্রাতার প্রেমে আমি এখন আমার উৎপীড়নকারীদেরও ভালবাসি এবং তাদের জন্যও অবিরত প্রার্থনা করি।

জেলখানা থেকে মুক্তি পাবো এমন আশা প্রায় ছিলই না, তবু মধ্যে মধ্যে চিন্তা করতাম যে, কোনদিন মুক্তি পেলে আমি কি করব! ক্রমে ক্রমে এই ইচ্ছা ও বাসনাই আমার অন্তরে আশ্রয় লাভ করল যে, নির্জনে কোথাও জীবনযাপন করব এবং আমার স্বর্গীয় পরিত্রাতা ও প্রেমিক যীশুর আনন্দপূর্ণ সহভাগিতা উপভোগ করব।

ঈশ্বর পরিপূর্ণ সত্য। বাইবেল সেই সত্য সম্পর্কে সত্য তথ্য। ধর্মতত্ত্ব সেই সত্য ঈশ্বরের সত্য তথ্য সম্পর্কীয় সত্য বিশ্লেষণ! খ্রীষ্টীয়ানেরা এত সত্যের মধ্যে থেকেও প্রকৃত সত্যকে হারিয়ে ফেলেছে। ক্ষুৎ-পীড়িত, প্রহার-জর্জরিত ও ঔষধি দ্বারা আচ্ছন্নপ্রায় আমরা বাইবেল ও ধর্মশাস্ত্র ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছি।

লেখা আছে "মনুষ্যপুত্র সেই দণ্ডে আসিবেন যখন তুমি জানো না এবং সেই দিনে আসিবেন যাহার সম্বন্ধে তুমি জানো না।" আমাদেরও চিন্তা করার কোন শক্তি ছিল না। অত্যাচার ও যন্ত্রণাভোগের নিবিড়তম অন্ধকারের মুহূর্তে মনুষ্যপুত্র আমাদের নিকটে এসেছিলেন এবং কারাপ্রাচীরগুলিকে হীরকতুল্য ঝলমল এবং কারাভ্যন্তকে আলোকোদ্ভাসিত করে তুললেন। বহু দূরে ও বহু নিম্নে আমাদের উৎপীড়নকারীরা আমাদের অচল ও আড়ষ্ট দেহগুলির ওপরে পীড়ন চালিয়েই যাচ্ছিল! আমাদের আত্মা তখন প্রভুর সহভাগিতায় মহানন্দে মগ্ন! সে আনন্দ রাজার ঐশ্বর্য অপেক্ষাও মূল্যবান সম্পদ!

কারও বিরুদ্ধে বা কোন কিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম?

মনের ত্রিসীমায় এই ধরনের কোন চিন্তা আমার ছিল না। কোন সংগ্রাম, কোন বিরোধিতার জন্যই মনে আমার বিন্দুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমার এখন একমাত্র কামনা যীশুর জন্য জীবন্ত মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করা। শান্ত পরিবেশে অখণ্ড ধ্যান ও চিন্তার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি কারাপ্রাচীরের বাইরে এলাম।

কিন্তু মুক্তি পাওয়ার দিন থেকেই কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে এমন এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমাকে হতে হল—এতদিনের কারাবাসের অভিজ্ঞতাতেও যা হয়নি। দিনের পর দিন আমার সাক্ষাৎ হতে থাকলো বিভিন্ন মণ্ডলীর প্রচারক, পুরোহিত এমন কি, বিশপ মহাশয়দের সঙ্গে। কথা বলতে বলতে এঁরা সকলেই আমার কাছে অনুতপ্ত স্বরে স্বীকার করলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের সহকর্মী ও ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের গোয়েন্দা পুলিসের কাছে সংবাদ সরবরাহ করে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা এখন এই গুপ্ত সংবাদদাতার কাজে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা? এর জন্য যদি কারাবাস হয় তাতেও প্রস্তুত কিনা? প্রত্যেকেই উত্তর দিলেন, না, প্রস্তুত নই! সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, কেবল যে ব্যক্তিগত কারণে তাঁরা অপ্রস্তুত তা নয়, কিন্তু আজ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে গোপন সংবাদ দিতে অস্বীকার করলে কালই তাঁদের গির্জা ও মণ্ডলীর সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রের বিশেষ একটি দফতর এই বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এবং ইচ্ছা মতন যে কোন উপাসনা মন্দিরের পুরোহিতকে আহ্বান করে অনুসন্ধান করেন উপাসনায় কারা যোগদান করেন, কোন নতুন সভ্য সম্প্রতি মণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছেন কিনা ইত্যাদি। যদি কোন পুরোহিত এই বিষয়ে বাধ্যতা প্রদর্শন না করেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজনকে সেই পদে নিযুক্ত করার শক্তিও তাঁদের সর্বদাই আছে! কোন সময়ে যদি তেমন মনোমত বাধ্য 'পুরোহিত' না পাওয়া যায়, তবে, সেই গির্জা ও মণ্ডলী বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জানতে পারলাম যে অধিকাংশ পুরোহিতই এই নিয়মে খবর সরবরাহ করে থাকেন। তবে, একদল কিছু সংবাদ চেপে বাকীটা দিয়ে নিয়ম ও নিরাপত্তা রক্ষা করেন—অপর দল নিয়মিত ভাবে খবর সরবরাহ করার অভ্যাসে বিবেক ও আন্তরিকতাহীন হয়ে পড়েছেন। খ্রীষ্টীয়ান কর্মী ও কারারুদ্ধ মেয়েদের ছেলেমেয়েরাও স্বীকার করল যে,

তারাও যথারীতি তাদের সাহায্যকারী পরিবারদের সম্বন্ধে গোয়েন্দা বিভাগের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হয়। যারা অবাধ্য হয়, তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়।

এই সময়ে লাল পতাকা চিহ্নিত একটি ব্যাপটিষ্ট সম্মিলনীতে যোগ দিতে গিয়ে আমি শুনলাম যে, আগামী বৎসরের জন্য নতুন কর্মপরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা ও তালিকা কম্যুনিষ্টরা ইতিপূর্বেই সমাধা করে রেখেছে। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম যে, যীশু খ্রীষ্ট কথিত মণ্ডলীর সেই পরম ও পবিত্র স্থান ও পদগুলিতে এখন চরম অবমাননা, অবিশ্বস্ততা ও অপবিত্রতা প্রবেশ করেছে। প্রচারক ও পুরোহিতদের মধ্যে সর্বদাই ভালো ও মন্দ শ্রেণী ছিল এবং আছে কিন্তু মণ্ডলীর ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল যে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে—নিরীশ্বরবাদী সংস্থার কর্তৃপক্ষের সমর্থন ও আদেশে আঞ্চলিক নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যপদের প্রার্থী স্থিরীকৃত হয়।

॥ লেনিন বলেছিলেন ॥

ধর্ম সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে, এমনকি, ঐশ্বরিক ধারণা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার ধারণা ও আলোচনা অতিশয় অপরাধমূলক ও ঘৃণ্য আচরণ, সংক্রামকতায় এর চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না। অসংখ্য অপরাধ, জঘন্য আচরণ, হিংস্র আক্রমণ ও অত্যাচার অপেক্ষাও ঈশ্বর সম্পর্কে এই আলোচনা, সূক্ষ্ম আবেদন ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা শত সহস্র গুণে অধিক বিপজ্জনক! বলাই বাহুল্য যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত নেতারাই লেনিনের এই মতবাদে বিশ্বস্ত ও অনুপ্রাণিত, এবং এঁদের সমর্থন ও অনুমোদন ক্রমেই বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর পুরোহিত ও পালক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। সরকার-সমর্থিত মণ্ডলীর পুরোহিতগণ যে এই ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন—তাতে বিস্মিত হবার কিছুই থাকতে পারে না।

ছেলেমেয়ে ও তরুণদের ভিতরে নিরীশ্বরবাদের বিষ-প্রয়োগের প্রক্রিয়া আমি নিরীক্ষণ করেছি, সরকারী মণ্ডলীর প্রতিনিধিদের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলার অধিকার নাই। বুখারেষ্ট শহরের কোন মণ্ডলীতেই যুবসঙ্ঘ বা ছেলেমেয়েদের জন্য সাণ্ডে স্কুল নাই। খ্রীষ্টীয়ান পরিবারের ছেলেমেয়েদের আজ বাধ্যতামূলকভাবে ঘৃণা ও সন্দেহপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে মানুষ করে তোলা হচ্ছে।

অতিশয় অকস্মাৎ আমার মনোরাজ্যে একটা পরিবর্তনের ঢেউ এসে আঘাত করল! কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে একটা জঘন্য ঘৃণায় আমার মন ও প্রাণ যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কারাগারে অমানুষিক যন্ত্রণাভোগের সময়ও আমার এত ঘৃণার উদ্রেক হয়নি। আজও ব্যক্তিগত কোন কারণে এই ঘৃণা আমার জাগ্রত হয়নি—কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরবের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের পবিত্র নাম এবং কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের অধীনস্থ কোটি কোটি মানুষের আত্মার বিরুদ্ধে যে অন্যায় ও অপকার তারা সাধন করছে—সেই কারণেই আমার এই অবর্ণনীয় ঘৃণা!

কৃষক গোষ্ঠীর অনেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁদের মুখেও একই কথা! নিজেদের ক্ষেত যৌথ খামারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে তারা আর উদরপূর্ণ আহার পায় না, ছেলেমেয়েরা দুধ পায় না—অন্যান্য অভাবও নিয়মিত পূরণ হয় না। অথচ, যৌথ খামারের পূর্বে তাদের সবই ছিল।

॥ মণ্ডলীর ভ্রাতৃগণের মুখেও সেই একই কথা ॥

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের অধীনে এবং প্রভাবে আজ সকলেই চোর ও মিথ্যাবাদী হয়ে উঠেছে! ক্ষুধার তাড়নায় তাদের নিজের প্রাক্তন জমির ফসলই আজ তারা চুরিও করতে বাধ্য হয়েছে। তারপর, মিথ্যার সাহায্যে সেই অপরাধ তারা গোপন করতে বাধ্য হয়েছে।

শ্রমিক ভ্রাতারাও আজ তাদের কারখানার অভ্যন্তরে সন্ত্রাস ও ভীতির আবহাওয়ার কথা প্রকাশ করলেন। বর্তমান ব্যবস্থায় শ্রমিকদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যে শ্রম আদায় করা হয়, প্রাক্তন পুঁজিবাদী মালিকেরা সে কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। উপরন্তু, অন্যায় ও উৎপীড়নের মাত্রা যতই হোক কোন প্রকার আন্দোলন বা ধর্মঘটের কোন অধিকার এখন আর কোন শ্রমিকেরই নাই!

জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এখন তাঁদের বিশ্বাস ও বিবেকের বিরুদ্ধে ছেলেমেয়েদের নিরীশ্বরবাদের শিক্ষার সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন।

মোট কথা: পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ নর-নারীর জীবন ও ধারণা আজ মিথ্যার প্রভাবে বিনষ্টপ্রায় হতে চলেছে! মিথ্যা ও কাপট্যের চিত্র আজ সর্বত্র!

এর পরেই আমার দেখা হল গুপ্ত মণ্ডলীর পুরাতন সাথীদের সঙ্গে। যাঁরা এখনও বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন এবং সৌভাগ্য ও সতর্কতার সঙ্গে মুক্তই রয়েছেন এবং যাঁরা কারাবাসের মেয়াদ পূর্ণ করে ফিরে এসে পুনরায় সেই গোপন অবিস্মরণীয় সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। একে একে এঁরা সকলেই এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং সকলেই বললেন, যেন আমি পুনরায় এঁদের সঙ্গে যোগদান করি।

St. Anthony the Great-এর কথা আমার মনে পড়ে। তিনি ত্রিশ বৎসর কাল মরুভূমিতে জীবন অতিবাহিত করেন। পৃথিবী ও সংসার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে তিনি উপবাস, প্রার্থনা ও তপস্যার মধ্যেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি অপরের মুখে St. Athanasius এবং Arius-এর মধ্যে সংঘর্ষের কথা শুনলেন—খ্রীষ্টের পবিত্র ভূমিকা সম্পর্কে—তিনি মরুভূমির জীবন পরিত্যাগ করে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে পৌছালেন—সত্য ও পবিত্রতার পক্ষে সংগ্রামে

যোগদানের জন্য। St. Bernard de clairvaux-এর কথাও আমার মনে পড়ল। তিনিও পর্বতের উপরে একটি মঠে থাকতেন। তিনিও শুনলেন যে 'ধর্মযুদ্ধে'র নামে খ্রীষ্টীয়ানেরা নির্বোধের মতন আরবীয় ও যীহুদিদের হত্যা আরম্ভ করেছে। তিনিও তৎক্ষণাৎ সেই মঠ পরিত্যাগ করে সমতলে নেমে আসলেন ধর্মযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করার জন্য!

খ্রীষ্টীয়ানের যা কর্তব্য—আমিও তাই-ই স্থির করলাম। খ্রীষ্ট, সাধু পৌল ও অন্যান্য সাধুদের অনুসরণ করে শান্তি ও নীরবতা-পূর্ণ অবসর যাপনের চিন্তা ত্যাগ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াই স্থির করলাম।

কিন্তু এ সংগ্রাম কি রকম হবে?

কারাগারে খ্রীষ্টীয়ানেরা সর্বদাই তাদের অত্যাচারী বিপক্ষীয়দের জন্য প্রার্থনা করেছেন—নিজেরাও সেই দরদী ও সুন্দর সাক্ষ্য স্থাপন করেছেন। আমাদের সকলেরই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা যেন তারা সকলেই উদ্ধার পান। কিন্তু এই কম্যুনিজমের মন্দতাকে আমি ঘৃণা করি এবং গুপ্ত মণ্ডলীর উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির কামনা করি, যেন এই একমাত্র শক্তির সাহায্যেই সুসমাচারের সহায়তায় ঐ উৎপীড়নের শাসন-শক্তি উৎপাটিত হয়। কেবল রুমানিয়া সম্পর্কে নয় সমগ্র কম্যুনিষ্ট পৃথিবী সম্পর্কেই আমার এই কামনা।

কিন্তু পশ্চিমের মুলুকে আমি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনাগ্রহ লক্ষ্য করেছি। যখন দুজন কম্যুনিষ্ট লেখক—Siniarski ও Daniel-এর কারাদণ্ড হয়, তখন পৃথিবীব্যাপী বহু লেখক তার প্রতিবাদ ধ্বনি তুলেছিলেন, কিন্তু মাত্র বিশ্বাসের জন্য খ্রীষ্টীয়ানদের যখন কারারুদ্ধ করা হয়, তখন কোথাও কোন খ্রীষ্ট-মণ্ডলী কোন রব তোলেন না।

খ্রীষ্টীয় সাহিত্য বিতরণের অপরাধে Brother Kuzyck যখন কারারুদ্ধ হলেন—তখন সে খবর কে জানতো? লিখিত সার্মন বিতরণ

করার অপরাধে Brother Prokofiev-এর কারাবাসের খবরই বা কে জানতো? হিব্রু খ্রীষ্টান Grunvald যখন রাশিয়ায় ঐ একই অপরাধে কারারুদ্ধ হন এবং তাঁর ছেলেকেও চিরতরে কেড়ে নেয়—সে সংবাদও পৃথিবীর কোন খ্রীষ্টান মণ্ডলীই জানতে পারেন নি! এই সকল নির্যাতিত খ্রীষ্ট-সেবকদের আমি প্রণাম করি এবং তাদের বন্ধন শিকলকে ভক্তিপূর্ণ চুম্বন করি। প্রথম যুগের খ্রীষ্টীয়ানরা যেমন বধ্যভূমিতে আনীত বন্দী খ্রীষ্টীয়ানদের শেকল চুম্বন করত।

পশ্চিমের কোন কোন মাণ্ডলিক নেতা এ সকল বিষয়ের জন্য কোন আগ্রহই পোষণ করেন না। এই সব সাক্ষ্যমরদের নামের কোন উল্লেখই তাঁদের প্রার্থনার সময়ে হয় না। এমন কি, ঠিক যে সময়ে কারাভ্যন্তরে তাদের উপর অমানুষিক অপমান ও নির্যাতন চলেছে সেই সময়ে নয়া-দিল্লীতে, জেনেভাতে এবং অন্যান্য ধর্ম সম্মিলনে সোভিয়েত-সমর্থনপুষ্ট সরকারী ব্যাপটিষ্ট ও Orthodox মণ্ডলীর নেতাদের অভিনন্দন অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছিল। তাঁরাও সকলকে নিশ্চিত আশ্বাসের সঙ্গে জানাতে থাকলেন, রাশিয়াতে এখন পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরাজ করছে। বলা বাহুল্য যে, এই সকল অভিনন্দন ও প্রশংসামূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে বলশেভিক আর্চবিশপ নিকদীম-ও উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু এই ভাবেই চিরদিন চলতে পারে না। এই জন্য গুপ্ত মণ্ডলী সিদ্ধান্ত করলেন যে, সম্ভব হলে, আমি দেশত্যাগী হবো এবং পৃথিবীর অন্যান্য খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে যথার্থ পরিস্থিতির কথা জ্ঞাত করব। কম্যুনিষ্টদের আমি ভালবাসি কিন্তু কম্যুনিজমকে মুক্ত কণ্ঠে নিন্দা করি। সুসমাচার প্রচারের সময়ে কম্যুনিজমের নিন্দা ও অপবাদ না করাটা আমি অন্যায় মনে করি।

কেউ কেউ আমাকে বলেন, "কেবল পবিত্র সুসমাচার প্রচার করুন!" সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে—কম্যুনিষ্ট গোয়েন্দা পুলিসও আমাকে

আদেশ করেছিল, খ্রীষ্টকে প্রচার করুন, কিন্তু সাবধান, কম্যুনিজম সম্বন্ধে কিছু বলবেন না। এঁরা সকলেই কি একই অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত?

কিন্তু পবিত্র সুসমাচার কি?

যোহন বাপ্তাইজকের প্রচার কি পবিত্র ছিল? কিন্তু তিনি যখন বলতেন, "অনুতাপ করো, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট"—তখন সঙ্গে সঙ্গে বলতেন "তুমি হেরোদ, তুমি মন্দ।" কেবল পবিত্র প্রচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নি বলেই তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল! যীশু নিজেও কেবল পবিত্র পার্বতীয় উপদেশ প্রদান করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণস্বরে "ধিক তোমাদিগকে ফরিশী ও প্রতারকদের, তোমরা সর্পের বংশ" এ-কথাও বলেছিলেন। এই প্রকার "অপবিত্র" প্রচারের জন্যই তাঁকে ক্রুশার্পিত হতে হয়েছিল। ফরিশীরাও পার্বতীয় উপদেশ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করেনি!

আজ পাপকে 'পাপ' বলে অভিহিত করতে হবে। পৃথিবীতে কম্যুনিজম আজ সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক পাপ। সুসমাচারের মধ্যে যদি এই অপবাদ না থাকে তবে সে যথার্থ সুসমাচার নয়। গুপ্ত মণ্ডলী এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে—নিজেদের নিরাপত্তা ও জীবন তুচ্ছ করেও এই পথ বেছে নিয়েছে।

॥ পশ্চিমে এসেও আমার দুঃখভোগ কেন? ॥

প্রকৃত কথাটি হচ্ছে—কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ছেড়ে পশ্চিমে এসে আমার দুঃখের মাত্রা বেড়েছে। এই দুঃখের প্রথম কারণ হচ্ছে: ফেলে আসা গুপ্ত মণ্ডলীর অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের জন্য মনের পিপাসা। যে সৌন্দর্যের প্রধান বিষয়টি হল সেই বিখ্যাত ল্যাটিন জনশ্রুতি: Nudis Nudum Christi Sequi—অর্থাৎ হে উলঙ্গ, তুমি উলঙ্গ খ্রীষ্টের অনুসরণ কর!

কম্যুনিষ্ট এলাকায়, মনুষ্যপুত্র এবং তাঁর নিজের লোকদের মাথা

রাখার ঠাঁই নেই। খ্রীষ্টীয়ানরা সেখানে নিজেদের জন্য গৃহ নির্মাণ করেন না। কিসের জন্য করবেন? প্রথম বার গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে! আপনার নিজের নতুন বাড়ী আছে—এই জন্যই তো আপনার ওপর আরও সন্দেহ আকর্ষিত হবে এবং কম্যুনিষ্টদের জন্য বাড়ীটি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠবে! সেখানে কেউ কারো মৃত পিতার সমাধি-ব্যবস্থা করেন না অথবা খ্রীষ্টকে জীবনে গ্রহণ করার সময়ে কেউ আপন পরিবারের নিকটে বিদায়-ভিক্ষা করেন না। সে হিসাবে, আপনি খ্রীষ্টেরই মতন। আপনার পিতা ও মাতা কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যই। ক্রমে ক্রমে কেবল আধ্যাত্মিক সম্পর্কটাই প্রধান ও স্থায়ী হয়।

গুপ্ত মণ্ডলী দরিদ্র ও নির্যাতিত। কিন্তু এ মণ্ডলীতে কোন উদাসীন বা নিরুৎসাহ সভ্য নেই। এ মণ্ডলীয় ধর্মীয় উপাসনাকে উনিশ শত বৎসর পূর্বের সেই আদি মণ্ডলীর উপাসনার সঙ্গে তুলনা করা চলে। প্রচারক নিখুঁতভাবে ধর্মতত্ত্বে পণ্ডিত নন। বাইবেলের পদাবলী কিছুই নির্ভুল ভাবে এই প্রচারকদের জানা নাই। কেননা বাইবেল-ই এখানে দুষ্প্রাপ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচারক মহাশয়েরা জীবনের অধিক সময় হয়তো কারাগারেই বাইবেলবিহীন অবস্থায় যাপন করেছেন!

ঈশ্বরের প্রতি এই সভ্যদের ভালবাসা কতকটা ইয়োবেরই মত। তাঁদের উক্তিও কতকটা ইয়োবেরই মত: যদি ঈশ্বর আমাদের জীবন শেষ করে দেন, তথাপি তাঁকেই আমরা ভালবাসবো। ক্রুশের অকথ্য যন্ত্রণার মধ্যেও যে যীশু 'পিতঃ' 'পিতঃ' বলে ডেকেছিলেন, গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্যদেরও ঈশ্বরের প্রতি সেই একই ভালবাসা। একবার গুপ্ত মণ্ডলীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হলে পশ্চিমের কোন কোন অন্তঃসার-শূন্য মণ্ডলীতে আকৃষ্ট হওয়া বা মনে মনে সন্তুষ্ট থাকা কখনই সম্ভব নয়।

পশ্চিমে এসে আমার দুঃখ বৃদ্ধির আর একটি কারণ এই যে, আমি স্বচক্ষে দেখছি—পশ্চিমী সভ্যতা অস্তগমনের পথে ধাবিত।

Oswald Spengler তাঁর 'Decline of the West' পুস্তকে লিখেছেন: "তুমি মৃত্যু-পথিক। তোমার মধ্যে ধ্বংসের পরিচিত লক্ষণ সুপরিস্ফুট! তোমার অসীম সম্পদ এবং অশেষ দারিদ্র্য তোমার পুঁজী-বাদ এবং সমাজবাদ, তোমার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপ্লব, তোমার নিরীশ্বরবাদ অমঙ্গলবাদ ও সন্দেহ-বাদ। তোমার নৈতিক অধঃপতন, ব্যর্থ বিবাহ-সমস্যা ও জন্ম-শাসনের অভিনব বিধি-ব্যবস্থা—এই সমস্ত দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, পুরাতন ও ক্ষয়প্রাপ্ত আলেকজান্দ্রিয়া গ্রীস ও রোমের ন্যায় তোমারও ধ্বংস আসন্ন।"

উপরোক্ত কথাগুলি লিখিত হয়েছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর, অর্ধেক ইউরোপ হতে গণতন্ত্র ও সভ্যতা বিদায় নিয়েছে। বাকী অর্ধেক আজ নিদ্রামগ্ন! কিন্তু আজ একটি শক্তি নিদ্রামগ্ন নয়—সাম্যবাদী শক্তি! পূর্বাঞ্চলের দেশগুলি আজ কম্যুনিজমের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছে কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের সাম্যবাদ আজ দৃপ্তবেগে অগ্রসরমান। কম্যুনিষ্ট দেশগুলির অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী পশ্চিমী দেশগুলি আজ বিশ্বাস করতে সক্ষম হয়নি। সমাজের উচ্চস্তরে, ক্লাবে, কলেজে ও শিক্ষিত সমাজের সমাবেশে অদম্য উৎসাহের সঙ্গে এখানে কম্যুনিজমের প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের প্রচার চলেছে। আমরা, খ্রীষ্টীয়ানেরা ভগ্ন ও আধা-উৎসাহের সঙ্গে সত্যের দিকেই উপস্থিত আছি কিন্তু পশ্চিমীরা পরিপূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে মিথ্যার পিছনে দণ্ডায়মান!

পশ্চিমের ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা ইতিমধ্যে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর আলোচনায় মগ্ন!

আমার মনে পড়ে, ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহম্মদের সৈন্য বাহিনী কনস্তান্তিনোপাল আক্রমণ করে এবং বলকান দেশগুলির ভবিষ্যৎ খ্রীষ্টীয়

ও মুসলিম শক্তির মধ্যে মীমাংসাধীন সেই সময়ে পরিবেষ্টিত শহরের মণ্ডলীতে তীব্র বাদানুবাদ চলেছিল : পবিত্র মাতা মেরীর চোখের রং কি ছিল এবং স্বর্গদূতেরা পুং অথবা স্ত্রী জাতীয় ! এগুলি হয়তো গল্পকথা কিন্তু বর্তমান কালের মাণ্ডলিক পত্রিকাগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, প্রায় এই ধরনের প্রসঙ্গ ও প্রশ্ন নিয়েই পশ্চিমী খ্রীষ্টীয় নেতারা নিমগ্ন। কম্যুনিজমের বিভীষিকা বা গুপ্ত মণ্ডলীর সংগ্রাম-পূর্ণ ঐতিহ্য যেন এখনও তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি !

যীশু বলেছেন, "সত্যই মুক্তি আনে" কিন্তু "একমাত্র স্বাধীনতাই সেই সত্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম।" সেইজন্য, অপ্রয়োজনীয় বিষয় ও প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদ না করে কম্যুনিজমের বিপক্ষে এবং স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রামে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

লৌহ-যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত মণ্ডলীগুলির ক্রমঃবর্ধমান যাতনা-ভোগের সংবাদও আমার বর্তমান দুঃখের একটি কারণ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে আমি সেই যাতনা যেন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করছি।

পশ্চিমী মুক্ত দেশের অধিবাসী হয়ে ঐ সমস্ত কষ্টদায়ক চিন্তা ও স্মৃতি মনে মনে বহন করা রীতিমত অসহনীয় অভিজ্ঞতা !

কালুগা (U.S.S.R) শহরের আর্চবিশপ Yermogen এবং অন্যান্য সাতজন বিশপ যাঁরা ধর্মাধ্যক্ষ Alexei এবং আর্চবিশপ নিকোদীমের মত সোভিয়েট শাসক শ্রেণীর সঙ্গে অত্যধিক সহযোগিতার প্রতিবাদ করেছিলেন—তাঁরা আজ কোথায়? রুমানিয়ার কারাগারে এই বিশপগুলির মৃত্যু আমি স্বচক্ষে না দেখলে আজ আমার মনে এই সাধু-প্রকৃতি বিশপগুলির জন্য এতখানি আলোড়ন হত না।

Nikolai Eshliman এবং Gleb Yakumin নামক পুরোহিতদ্বয়ও মণ্ডলীর আরও স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করার জন্য উপরোক্ত ধর্মাধ্যক্ষের দ্বারা শাসিত হয়েছিলেন।—পশ্চিমের সংবাদে এইটুকুই জানা

গিয়েছিল। কিন্তু রুমানিয়ার কারাগারে Father Ioan-এর সঙ্গে আমি সহবন্দী ছিলাম, সুতরাং আমার জানা আছে যে, এই শাসন-ক্রিয়াটার অর্থ কি ? সরকারীভাবে বলা হল মাওলিক ব্যবস্থায় 'ভৎ´সিত' ! কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত মণ্ডলীর অধ্যক্ষের দ্বারা 'ভৎ´সিত' যে গোপনে সরকারী গোয়েন্দার দ্বারা কতদূর নিপীড়িত ও প্রহার-জর্জরিত হয়ে থাকেন, সে কথা কোন দিনই প্রকাশ হয় না !

কম্যুনিষ্ট বন্দী শিবিরের মধ্যে সেই সকল নির্যাতিত বন্দীদের কথা স্মরণ করে আমার শরীর কাঁপতে থাকে। এই অত্যাচারী ও হত্যাকারীদের অনন্ত ভবিতব্যের কথা চিন্তা করেও আমার হৃৎকম্পন হয়। আমার আরও হৃৎকম্পন হয়, এই সকল অত্যাচারিত ও যন্ত্রণা-দগ্ধ ভ্রাতাদের সম্বন্ধে পশ্চিমী খ্রীষ্টীয় নেতাদের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে !

অন্তরের অভ্যন্তরে এই সকল সংগ্রাম ও সংঘর্ষ থেকে দূরে আপন গৃহ-প্রাঙ্গণের শান্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে থাকাই আমার কামনা। নীরবতার ও বিশ্রামের জন্যই আমার প্রাণ লালায়িত। কিন্তু তা এখন সম্ভব নয়। কম্যুনিজম এখন দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তিব্বত আক্রমণ করার পরে কেবল আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও তপস্যায় মগ্ন সকলকেই ওরা নিঃশেষে নির্মূল করে দেয়। আমাদের দেশেও যারা জীবনের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দূরে থাকতে চায়—তাদেরও ওরা শেষ করে ফেলে। গির্জা, মঠ প্রায় সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিদেশী পরিদর্শকদের জন্যই কেবল কয়েকটি সাজিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখা হয়। ক্রমেই মনে হতে লাগলো যে, শান্তি, বিশ্রাম ও নীরবতার জন্য আমার এই গভীর আকাঙ্ক্ষাটিও বাস্তবের সংঘাত ও রূঢ়তার প্রভাব থেকে পলায়নেরই মনোভাবপ্রসূত।

না। হাজার বিপজ্জনক হলেও আমাকে এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করতেই হবে। হঠাৎ যদি আমি অদৃশ্য হয়ে যাই—সকলেই বুঝে

নেবেন, কম্যুনিষ্টরাই আমাকে পুনরায় হরণ করে নিয়ে গেছে। যদি আমি নিহত হই তাহলে সকলেই বুঝবেন যে, সে হত্যাকারী কম্যুনিষ্টদের দ্বারাই নিযুক্ত ও আদিষ্ট। আমাকে হত্যা করার জন্য পৃথিবীতে আর কারও কোন উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নয়। আমার সম্বন্ধে কোন প্রকার দুর্নাম, যেমন—চৌর্য, লাম্পট্য, ব্যভিচার, রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা বা অনুরূপ অন্য কোন কিছু যদি প্রচারিত হয়, তখন আপনারা জানবেন যে আমার সম্বন্ধে সেই পুরাতন প্রতিশোধ পরিকল্পনাই তারা কার্যকরী করেছে!

যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে সাক্ষ্যদানের পরেই আমি শুনতে পেলাম যে, রুমানিয়ার কম্যুনিষ্টরা আমাকে হত্যা করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে! শারীরিক বা নৈতিক যে কোন ভাবেই হোক—আমার ধ্বংসই এখন ওদের কামনা। হয়তো, রুমানিয়ায় আমার বন্ধু, সহকর্মী ও আত্মীয়দের উপরে অত্যাচার বৃদ্ধির ভয় দেখিয়েও তারা আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করতে পারে।

কিন্তু নীরবে থাকা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি কারো মনে হয় যে দীর্ঘকাল যন্ত্রণাভোগ করার জন্য আমারও একটা মানসিক ভীতির ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে গেছে তবু চিন্তা করে দেখা দরকার যে কম্যুনিজমের অন্তর্নিহিত সেই ভয়াবহ শক্তি এমন কি বিভীষিকাময়-যার জন্যে ভুক্তভোগীদের চিরদিন এর ভয়ের ছায়াতেই দিনাতিপাত করতে হয়? সে বিভীষিকা কত ভীষণ যার ভয়ে পূর্ব জার্মানীর লোকেরা ছোট ছেলে-মেয়েদের পর্যন্ত অন্ধকার রাত্রে কাঁটাতারের সীমানা অতিক্রম করে নিরাপত্তার এলাকায় পালিয়ে নিয়ে যায়, ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেয়ে মরতে হবে—তা জেনেও?

পশ্চিমের খ্রীষ্টীয় অঞ্চল নিদ্রামগ্ন—তাদের কে জাগাবে?

* * * *

যন্ত্রণাভোগের সময়ে, কষ্টের সময়ে, অপর কাউকে সেজন্য দায়ী বা

দোষী করতে পারলে অনেকের যন্ত্রণা শুনেছি লাঘব হয়। কিন্তু আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়।

পশ্চিমাঞ্চলের খ্রীষ্টীয় নেতাদের কারোর ওপরেই কম্যুনিজমের সঙ্গে যোগসাজসের অপরাধ চাপিয়ে আমি বিন্দুমাত্রও আরাম পাবো না। কেননা, আমি জানি—তাঁরা কোনই অন্যায় করেন নি। এ অন্যায় আরও পুরাতন দিনের। বর্তমান নেতারা এ অন্যায়কে সৃষ্টি করেন নি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন।

এদেশে আসার পরে আমি বহু ধর্ম-শিক্ষালয়ে গিয়েছি এবং তাদের পঠন-পাঠন লক্ষ্য করেছি। উপাসনা মন্দিরের ঘণ্টা, গান, স্তোত্র-সঙ্গীত, পৌরোহিত্যবিধি অথবা মাণ্ডলিক শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রশ্নের বহু ভাষণ ও আলোচনা আমি শুনেছি। আমি শুনেছি যে, বাইবেলের বর্ণিত সৃষ্টি কাহিনী সঠিক নয়। আদম, নোহের জলপ্লাবন, মোশীর অলৌকিক-ক্রিয়া—এ সকলও যথার্থ ও প্রামাণ্য নয়। কুমারী মাতার গর্ভে যীশুর জন্ম অথবা তাঁর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান—এ সকলই মোটামুটি গল্পকথা মাত্র! প্রকাশিত বাক্য—পুস্তকটি উন্মাদের রচনা, এমন কথাও আলোচনা প্রসঙ্গে আমার কানে এসেছে। তথাপি বলা হয়েছে যে—বাইবেল পবিত্র ধর্মশাস্ত্র। (যার মধ্যে কম্যুনিষ্ট সংবাদপত্রের চেয়েও অধিকসংখ্যক মিথ্যার সমাবেশ হয়েছে!)

বর্তমান কালের মাণ্ডলিক নেতারা এই সকল বিষয়েই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এই প্রকার সন্দেহ ও আলোচনা ও বিতর্কমূলক মনোভাবের মধ্যেই তাঁরা জীবনযাপন করে এসেছেন। তাঁদের নিকটে খ্রীষ্টের প্রতি আরও অনুরাগ, বিশ্বাস বা ভালোবাসার দাবী কিরূপে আশা করা যায়? ঈশ্বর জীবিত না মৃত যেখানে আলোচনা হয় সে মণ্ডলীর নেতারা আপন আপন মণ্ডলীর জন্য জীবন উৎসর্গ করার কথা চিন্তা করবেন কি করে? সুতরাং অতি স্বাভাবিক ভাবেই পূর্বাঞ্চলের শহীদ

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কোন কর্মীকে এঁরা একটা আশ্চর্যজনক মানুষ হিসাবেই অবলোকন করেন !

তথাপি, এই একটি কারণের জন্যই এই সব নেতাদের দোষী করা আমাদের উচিত নয়। কম্যুনিজমের প্রতি ভ্রান্ত মনোভাব পোষণ করলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে তাঁদের মধ্যে প্রশংসাযোগ্য গুণপনা আছে, এবং মনে হয়, যোগ্য আবহাওয়ায় উপরোক্ত ভ্রান্তিও তাঁদের বিদূরিত হওয়া খুবই সম্ভব !

আমার মনে পড়ে—কারাগারের সেই Orthodox পুরোহিত সঙ্গীটির কথা। তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবার আশায় তিনি নিরীশ্বরবাদ সম্পর্কে কয়েকটি ভাষণ রচনা করেছিলেন। জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে একদিন আমি কথা বললাম। ফলে, মুক্তির সকল আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়েও তিনি সেই ভাষণ রচনাগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন !

* * * *

আমার বেদনাভোগের আর একটি কারণ আছে।

বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ভুল বোঝেন। তাঁরা বলেন, কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে এতখানি তিক্ততার ভাব পোষণ করা আমার উচিত নয়।

আমি জানি যীশুর সম্বন্ধে বহু খ্রীষ্টীয় পণ্ডিত বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, শত্রুকে প্রেম করবে, কেউ অভিশাপ দিলে তাকে আশীর্বাদ করবে এই শিক্ষা দিয়ে যীশু নিজে ফরিশী ও সদ্দূকীদের ঘৃণা ও নিন্দাবাদ করে একটা স্ব-বিরোধিতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। পরবর্তীকালে অন্য পণ্ডিতেরা বলেছেন, সরল ও আন্তরিক হলেও উচ্চ-শিক্ষার অভাবের জন্যই যীশুর আচরণের মধ্যে এই স্ব-বিরোধিতার দৃষ্টান্ত সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু আমরা জানি, এগুলি সর্বাংশেই ভ্রমাত্মক। সদ্দূকি ফরিশীদের

যীশু ভালই বাসতেন। তবে, তাদের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাকে প্রকাশ্যে নিন্দা করতেন। আমি কম্যুনিষ্টদের ভালবাসি কিন্তু কম্যুনিজমের সম্বন্ধে তীব্র অপছন্দ ও ঘৃণা পোষণ করি।

আমাকে প্রায়ই অনুরোধ করা হয়: কম্যুনিষ্টদের ভুলে যান! আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে থাকুন।

নাৎসী জার্মানীর কবলে কষ্ট পাওয়া একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্যদানের প্রসঙ্গে তিনি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই আছেন—কিন্তু কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন কথা যেন আমি না বলি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যারা হিটলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল —তারা বাইবেল প্রচার ছাড়া নাৎসী অত্যাচার সম্পর্কে কি কিছুই বলতেন না?

"আপনি বুঝতে পারছেন না? হিটলার যে ষাট লক্ষ যীহুদি হত্যা করেছিল? তার তো প্রতিবাদ করতেই হবে?"

আমি বললাম, কিন্তু কম্যুনিজম যে তিন কোটি রাশিয়ানদের হত্যা করেছে এবং লক্ষ লক্ষ চীনা ও অন্যান্যদেরও নিঃশেষ করেছে? যীহুদীরাও তো বাদ যায়নি। কেবল যীহুদি নিহত হলেই বুঝি প্রতিবাদ করতে হবে?

তিনি উত্তর দিলেন, সে তো সম্পূর্ণ অন্য কথা।

অর্থাৎ আমি কোনই সদুত্তর পেলাম না।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, মানব সভ্যতার বর্তমান পরিস্থিতিতে কম্যুনিজমই খ্রীষ্ট ধর্মের প্রধানতম শত্রু—এবং এই শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের একতাবদ্ধ হতেই হবে। আমি আবার বলতে চাই: খ্রীষ্টের আদর্শে চলাই মানব জীবনের লক্ষ্য, এই পথে প্রবলতম বাধা দেওয়াই কম্যুনিজনের পরম লক্ষ্য। ওরা প্রথমতঃ ধর্ম-বিরোধী।

ওদের বিশ্বাস—মৃত্যুর পরে মানুষ—লবণ ও অন্যান্য ধাতুতে পরিণত হয়, অন্য আর কিছুই নয়। মানবের প্রতি ঈশ্বরের পরম উপহার—ব্যক্তিত্ব—একে তারা সমূলে ধ্বংস করতে উদ্যত। ওদের অভিধানে ব্যক্তিগত মানুষের কোন পরিচয় বা গুরুত্ব নেই। জনতা বা জনগণই ওদের লক্ষ্য।

যীশু চান যেন আমরা প্রত্যেকেই আদর্শ ব্যক্তি হই। অতএব, আমাদের সঙ্গে কম্যুনিজমের মিল হওয়ার কোনই উপায় নাই। কম্যুনিষ্টরাও এটি জানে।

সুতরাং কম্যুনিজমের সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের সহাবস্থানের কোনই সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে কম্যুনিষ্টদের সুস্পষ্ট উত্তর: "হ্যাঁ, কম্যুনিজম সকল ধর্মমতের মৃত্যুবাণ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত মণ্ডলীর কথায় ফিরে আসা যাক।

অতিশয় কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যেই এর কাজকর্ম চলে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির একমাত্র ধর্ম—নিরীশ্বরবাদ। দেশের বয়স্ক ও বৃদ্ধদের মত-বিশ্বাস সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধা তারা দেয় না কিন্তু ছেলেমেয়ে ও তরুণ-তরুণীদের কোন প্রকার ধর্ম-বিশ্বাস তারা বরদাস্ত করে না। রেডিয়ো, টেলিভিসান, চলচ্চিত্র, অভিনয়, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রকাশনা—সর্বদিক থেকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসকে ধ্বংস করার সম্মিলিত আয়োজন।

একনায়কত্বমূলক এই বিরাট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুপ্ত মণ্ডলীর সামর্থ্য কতটুকু? গুপ্ত মণ্ডলীর কোন শিক্ষণপ্রাপ্ত পুরোহিত-প্রচারক নেই। সম্পূর্ণ বাইবেল শাস্ত্র পাঠ করেন নি এমন বহু পুরোহিত রাশিয়ায় আছেন।

অভিষিক্ত পুরোহিত কতজন আছেন—তাও অনিশ্চিত। একজন তরুণ রুশ পুরোহিতকে প্রশ্ন করেছিলাম: আপনি কোথায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন?

আমাদের অভিষেক করার জন্য কোন বিশপ ছিলেন না। সরকারী বিশপ যিনি ছিলেন, তিনি কম্যুনিষ্ট সরকারের অনুমোদন ছাড়া কাউকেই অভিষেক দেবেন না। সুতরাং আমরা দশজন যুবক খ্রীষ্টীয়ান একজন পরলোকগত বিশপের সমাধি-প্রস্তরের ওপরে হস্ত স্থাপন করে সমবেত প্রার্থনা করলাম যেন পবিত্র আত্মা আমাদের অভিষেক প্রদান করেন। সেদিন আমাদের সকলেরই মনে হয়েছিল যীশুর প্রেক-বিদ্ধ সেই হাত দুখানি যেন নেমে এসে আমাদের অভিষেক প্রদান করল!

কম্পিত হৃদয়ে ভাবলাম, এই যুবকটির অভিষেক ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবশ্যই গ্রাহ্য ও স্বীকৃত হয়েছে! এই প্রকার অভিষেক পাওয়া ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষাদীক্ষাহীন, এমনকি বাইবেল সম্বন্ধেও অসম্পূর্ণ জ্ঞান-যুক্ত কর্মীরাই আজ গুপ্ত মণ্ডলীর ধারক ও বাহক!

এ যেন সেই প্রথম যুগের মণ্ডলী।

যাঁরা পৃথিবীর আধ্যাত্মিক স্তরে খ্রীষ্টের নামে বিপ্লবের সৃষ্টি করলেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমস্ত কিছু উলটিয়ে দিলেন—তাঁরা কোন বিদ্যালয়ে কতখানি ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন? তাঁরা সকলেই কি লেখাপড়া জানতেন? কোথা থেকে বাইবেল পেয়েছিলেন তাঁরা?

আমাদের কোন ক্যাথিড্রেল নাই। কিন্তু অরণ্য অভ্যন্তরে সমবেত হয়ে আমরা যখন উপাসনায় যোগ দিই—তখন সেই উন্মুক্ত আকাশের চেয়ে মনুষ্যনির্মিত কোন ক্যাথিড্রেল কি অধিক সৌন্দর্যময়? বনের পক্ষী কাকলি আমাদের অর্গ্যান বাদ্য—নাম-না-জানা বন কুসুমের সৌরভই ধূপের কাজ করত এবং সদ্য কারামুক্ত প্রচারকের ছিন্ন ও অপরিচ্ছন্ন জীর্ণবাসই কোন জাঁকজমক পূর্ণ পুরোহিতের ক্যাশাক হয়ে উঠতো।

আমাদের সেই গুপ্ত মণ্ডলীর পূর্ণ সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার ক্ষমতার বাইরে!

কিন্তু, আমাদের গোপনতা প্রায়ই প্রকাশিত হয়ে পড়ত।

উপাসনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচারক ও পরিচালকদের গোয়েন্দা পুলিস এসে গ্রেফতার করে নিয়ে যেত! খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকদের নিকটে কারাগারের শিকল ও হাতকড়া নূতন বিবাহিতা পাত্রীর অলঙ্কারের মতই প্রিয় ও আদরণীয় হত! খ্রীষ্টের জন্য নির্যাতিত গোপন কর্মীরা কারা-যন্ত্রণার পরিবর্তে অন্য কোন বিলাস বা সুখের জন্য কোন দিনই লালায়িত নয়।

আমার জীবনে প্রকৃত উল্লাস-দীপ্ত খ্রীষ্টীয়ানের সাক্ষাৎ আমি কেবল তিনটি জায়গায় পেয়েছি—বাইবেলে, গুপ্ত মণ্ডলীর গোপন কার্য পরিচালনার সময়ে এবং কারাগারে ··

গুপ্ত মণ্ডলী উৎপীড়িত হলেও অনেক বন্ধু ও সহায় এর আছে, এমন কি, গোয়েন্দা পুলিসের মধ্যে এবং সরকারী দফতরের কর্মচারীদের মধ্যেও। কোন কোন সময়ে এই গোপন বিশ্বাসীরাই বহু প্রকারে গুপ্ত মণ্ডলীকে রক্ষা করেন। সম্প্রতি রুশীয় সংবাদপত্রেও একথা উল্লিখিত হয়েছিল। তাঁদের মতে সরকারী দফতরের বিভিন্ন পদে প্রকাশ্যে কম্যুনিষ্ট হলেও এমন অনেক কর্মচারী আছেন যাঁরা গোপনে খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসী এবং গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্য। এই প্রকার গোপন বিশ্বাসীর সংখ্যা সমস্ত রাশিয়ায় আজ হাজার হাজার! এঁরা প্রকাশ্যে সরকার সমর্থিত গির্জায় কখনও যান না। কেননা, সেখানে গোয়েন্দা বিভাগের চর সকল আগমন-কারীদের ওপরে দৃষ্টি রাখে এবং উপাসনার মধ্যেও নির্জীব ও অবান্তর উপদেশ তাঁদের মনকে স্পর্শও করে না।

গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্যদের মধ্যে শিশু অথবা বয়স্ক বাপ্তিস্ম, পোপের সর্বময় কর্তৃত্ব অথবা ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ-ভাষ্য নিয়ে কোন দিন কোন বিসম্বাদ বা

বিতর্ক হয় না। কিন্তু নিরীশ্বরবাদীদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য অতিশয় স্পষ্ট ও যুক্তিসহ।

নিরীশ্বরবাদীদের নিকটে গুপ্ত মণ্ডলীর প্রচারকদের বক্তব্য হচ্ছে: যখন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে নানা প্রকার ভোজ্য দ্রব্যের সম্মুখে আপনি বসেন, তখন কি মনে হয় না যে, সেইসব ভোজ্য বস্তু প্রস্তুতির পিছনে কোন রন্ধনকারী নিশ্চয়ই আছে? আপনি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেন, তবে আপনার জন্য পৃথিবী ভরা এত আয়োজন ও ব্যবস্থার পিছনে কার হস্ত আছে বলে আপনি মনে করেন?

অক্ষয় অনন্ত-জীবনের প্রমাণটিও এঁদের বড় চমৎকার। একজনকে বলতে শুনেছি: মায়ের জঠরে স্থিত ভ্রূণটির সঙ্গে যদি কথা বলা সম্ভব হত এবং যদি তাকে আপনি বলতেন যে, তোমার এই অন্ধকারের মত অপরিসর জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী। বৃহত্তর ও আলোকোদ্ভাসিত জীবন তোমার জন্য অপেক্ষায় আছে,—সে কি উত্তর দিত বলুন তো? স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে আমাদের উক্তির উত্তরে আপনারা যা বলে থাকেন—ঠিক সেই কথাই ভ্রূণটি বলত। মায়ের জঠরের অপরিসর ও অন্ধকার জীবনই সত্য জীবন—আলো বাতাসপূর্ণ মুক্ত জীবনের কথা সবই কবির বন্দনা?

মাতৃজঠরে শিশুর যেমন ধীরে ধীরে হাত-পা চোখ-কান ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জন্মায়—চিন্তাশক্তি থাকলে ভ্রূণটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো যে, এইসব আয়োজনের কোন অর্থ ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। এই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও সঞ্চালন করার যোগ্য সময় নিশ্চয়ই আসবে! আমাদের জীবনের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা? পরবর্তী জীবনের জন্য আমরাও প্রস্তুত হচ্ছি—হয়েই চলেছি!

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের এই সকল গুপ্ত মণ্ডলী এবং সরকারী মণ্ডলীগুলির মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা বা প্রাচীর-চিহ্ন নেই। নানাস্থানে নানা-ভাবে এদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। সরকার সমর্থিত বহু গির্জার

পুরোহিত অতিশয় গোপন আর একটি বৃহত্তর মণ্ডলীর পরিচালনা ও নেতৃত্ব করেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকাশ্য মণ্ডলীর অন্তরালে এই গোপন অভিযানই তাঁর আসল ব্রত লক্ষ্য!

সরকার-সমর্থিত মণ্ডলীর ইতিহাস বেশ দীর্ঘ! রুশ বিপ্লবের পরেই তৎকালীন 'জীবন্ত মণ্ডলীর' পুরোহিত Sergius এর সময় থেকেই এর আরম্ভ। মস্কো শহরে এই জীবন্ত মণ্ডলী ঘোষণা করল যে, মণ্ডলীর পুনর্গঠন বা বিস্তৃতি সাধন আমাদের লক্ষ্য নয়, এর অবলুপ্তি এবং সর্ব-প্রকার ধর্ম বিশ্বাসের অবসান-ই আমাদের লক্ষ্য!

প্রায় প্রতি রাষ্ট্রেই এই ধরনের Sergius আছেন। হাঙ্গারীতে, ক্যাথলিকদের মধ্যে ছিলেন ফাদার Balogh, তিনি কয়েকজন প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিতের সহায়তায় সমস্ত দেশে কম্যুনিষ্টদের সর্বময় কর্তৃত্ব দখলের জন্য প্রভূত সহায়তা করেছেন। রুমানিয়াতে ছিলেন Orthodox পুরোহিত Burducea, তাঁর পূর্বে অত্যাচারী Fascist বলে দুর্নাম ছিল। পূর্ব পাপ স্খালনের জন্য তিনি এখন রুশ কম্যুনিষ্টদের অগ্রগণ্য সমর্থক হয়ে উঠলেন। এর পরে উল্লেখ করতে হয় আর্চবিশপ নিকোদীম-এর কথা। কাগজপত্রে একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তিনি রুশ সরকারের গোপন চর। রাশিয়ান গোয়েন্দা পুলিসের দলত্যাগী মেজর Deriabin প্রকাশ্যেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নিকোদীম তাঁদের প্রতিনিধি ছিলেন।

প্রত্যেক মণ্ডলীতেই একই অবস্থা।

রুমানিয়ার ব্যাপটিষ্ট নেতৃত্ব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত! এরা প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ানদের বিপক্ষতা করে। রাশিয়ার ব্যাপটিষ্ট নেতৃত্বও সেই পথের পথিক। রুমানিয়ার Adventist মণ্ডলীর সভাপতি Tachici আমাকে নিজেই বলেছেন যে, গদি দখলের প্রথম থেকেই কম্যুনিষ্ট শাসকদের 'চর' হিসাবে তিনি সহযোগিতা করে এসেছেন!

সহস্র সহস্র গির্জা বন্ধ করে দিলেও ধূর্ত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি বিশেষ

উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকটাকে খোলা রাখা সঙ্গত মনে করেছেন। এই উপায়ে দেশের খ্রীষ্টান নাগরিকদের উপরে নজর রাখা সহজ হবে এবং সেই উপায়ে অতি সহজেই খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয়ানদের ধীরে ধীরে ধ্বংস করাও সম্ভব হবে। এছাড়া, অন্যান্য দেশের আগন্তুক অতিথিদের কাছে এই মণ্ডলীগুলি প্রকাশ্য সাক্ষ্যের দৃষ্টান্ত হবে।

নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বলা যায় যে, এই মণ্ডলীর সমস্ত নেতারাই যে কম্যুনিষ্টদের আজ্ঞাবাহক তা নয়। তাঁদের অনেকেরই জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। এই সকল মণ্ডলীর মধ্যে গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্যরাও যথেষ্ট সম্মানীয়, যদিও তাঁদের অনেকেই আত্মপ্রকাশ করেন না।

কিন্তু—সরকারী মণ্ডলীর সংখ্যা দিনে দিনে কম হয়ে আসছে। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে সম্ভবতঃ পাঁচ থেকে ছয় হাজার গির্জা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যার লোকসংখ্যা প্রায় একই—সেখানে গির্জার সংখ্যা তিন লক্ষাধিক। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই গির্জাগুলি—প্রচলিত অর্থে আমরা যা বুঝি—তা মোটেই নয়। ছোট ছোট কক্ষ বা বারান্দার অংশ! মস্কো শহরে একমাত্র প্রোটেষ্টাণ্ট গির্জাটি বেশ বড়। বিদেশী অতিথিদের এই গির্জাটিই দেখানো হয়! বিশেষতঃ সাংবাদিক প্রতিনিধিদের। তাঁরাও উচ্ছ্বসিত ভাবে বিবরণী প্রকাশ করেন—"সোভিয়েতের গির্জায় গির্জায় অসম্ভব লোক সমাবেশ!" অন্যান্য গির্জাগুলি দেখা বা তার সন্ধান নেওয়ার সময় এঁদের থাকে না। সমগ্র দেশের সত্তর লক্ষ খ্রীষ্টীয়ানের উপাসনার জন্য কি কষ্টকর ও অপ্রতুল ব্যবস্থা, কত দূরবর্তী স্থানে গিয়ে এদের উপাসনায় যোগ দিতে হয়—একথা আড়ালেই থেকে যায়।

অতএব, গুপ্ত মণ্ডলীর ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। দেশের মধ্যে কম্যুনিজম যতই শক্তিশালী হবে—ততই মণ্ডলীগুলিকে গুপ্ত মণ্ডলীতে রূপান্তরিত হতে হবেই।

॥ গুপ্ত মণ্ডলী ও নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য ॥

ধর্মবিশ্বাসকে শিথিল ও দুর্বল করার অভিপ্রায়ে কম্যুনিষ্টরা নানা প্রকারের নিরীশ্বরবাদীর সাহিত্য প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। এমন কি, বাইবেলের নানা স্থান থেকে উদ্ধৃত করে তার কদর্থ, ব্যঙ্গ ও প্রহসনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু—এতেও আমাদের প্রভূত সাহায্য হয়েছে। বিদ্রূপ ও প্রহসন করার উদ্দেশ্যে এই বইগুলিতে বাইবেলের প্রচুর অংশ উদ্ধৃত করায় এবং বাইবেল সংগ্রহ করা অসম্ভব হওয়ায় আমরা এই বইগুলিই কিনতে লাগলাম। বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি বাদ দিয়ে বাইবেলের প্রচুর অংশ এমন সুন্দরভাবে পেয়ে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। আমি জানি, দেশের বহুস্থান থেকে প্রকাশকদের কাছে এই বই আরও ছাপবার জন্য প্রায়ই অনুরোধ আসত! প্রকাশকরা এই বই-এর চাহিদার প্রকৃত রহস্য বুঝতে না পেরে নূতন উদ্যমে বইগুলির পুনর্মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করতেন।

খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে মতান্তর ও ধর্মবিশ্বাস শিথিল করার জন্য প্রায়ই নিরীশ্বরবাদ সংস্থার সভার আয়োজন করা হত। আমরা অনেকে এই সভাগুলিতে যোগদান করতাম। কোন কোন সময়ে আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ সামান্য কয়েকটি কথা ও যুক্তি দিয়েই সমস্ত সভার কার্য পণ্ড ও বিফল করে দিত! একজন কম্যুনিষ্ট অধ্যাপক একটি সভায় বলেছিলেন: আমার সম্মুখে এই যে এক পাত্র জল আছে—এই দিয়েই আমি প্রমাণ করে দেব যে, যীশু একজন ভেল্কীওয়ালা ও যাদুকর ছিলেন। কিছু গুঁড়া পাউডার সেই জলে ফেলে দিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জলই লাল হয়ে গেল।

তিনি বললেন: এই হল যীশুর যাদুবিদ্যা। তাঁর সঙ্গেও এই রকম কোন গুঁড়া ছিল, সুতরাং অলৌকিক ক্রিয়া করতে তাঁর কোনই অসুবিধা হয়নি!

সহসা একজন খ্রীষ্টীয়ান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন: আপনি আমাদের অবাক করে দিয়েছেন, অধ্যাপক! চোখের সামনে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে! আমাদের কেবল একটি মাত্র অনুরোধ আছে—সেটুকু পূর্ণ করে দেখালেই আমরা সন্তুষ্ট হব। আপনি ঐ রূপান্তরিত দ্রাক্ষারস একটু পান করুন, আমরা দেখি।

অধ্যাপক বললেন, তা হয় না। ওটা বিষ!

খ্রীষ্টীয়ান বললেন, "যীশু এবং আপনার মধ্যে তাহলে এটাই একমাত্র তফাৎ। তিনি তাঁর দ্রাক্ষারস দিয়ে বিগত দুই হাজার বৎসর ধরে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন, কিন্তু আপনি আপনার বিষ দিয়ে আমাদের মন বিষাক্ত করতে চান!" বলাই বাহুল্য যে, খ্রীষ্টীয়ান সভ্যটির কারাবাস হয়েছিল। কিন্তু সভার এই বিতর্কের কথাটিও বহুস্থানে প্রচারিত হয়ে গেল।

অপর একটি দিনের কথা বলি:

একজন কম্যুনিষ্ট প্রচারক নিরীশ্বরবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। বৃহৎ কারখানার সকলেই সেই সভায় যোগ দিতে বাধ্য হল। তার মধ্যে অনেক খ্রীষ্টীয়ানও ছিল। সকলেই নীরবে ও ধৈর্যের সঙ্গে বক্তার ভাষণ শুনে যেতে লাগল।

বক্তা এইবার আরম্ভ করলেন, ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানুষের সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস কি ভীষণ অনিষ্ট করতে পারে। ঈশ্বর নেই, খ্রীষ্ট নেই, পরকাল নেই, মানুষের মধ্যে আত্মা বলতে কিছু নেই—অন্য সব কিছুর মত মানুষও সাধারণ পদার্থ বিশেষ! শেষ পর্যন্ত এই পদার্থই টিকে থাকে আর সমস্তই ক্ষয় হয়ে যায়!

একজন খ্রীষ্টীয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি কিছু বলতে পারি কি?

বক্তা অনুমতি দিলেন।

খ্রীষ্টীয়ানটি তাঁর হালকা চেয়ারখানা নিয়ে সজোরে মাটিতে ফেলে

দিলেন। ক্ষণকাল সেইদিকে তাকিয়ে তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বক্তার গণ্ডদেশে একটি চড় বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বক্তা ভীষণ উত্তপ্ত ও রাগত হয়ে তাঁকে গালমন্দ করতে লাগলেন, বললেন, কি হয়েছে তোমার? এতখানি দুঃসাহস কোথায় পেলে তুমি?

খ্রীষ্টীয়ানটি এইবার বললেন, আপনার কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা—তার প্রমাণ হয়ে গেল। আপনি বললেন, সমস্তই পদার্থ—অন্য কিছু নেই। আমি চেয়ারটাকে ফেলে দিলাম। দেখলাম—কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না। কিছুই হল না। ওটা সত্যই পদার্থ। কিন্তু আপনাকে যখন আঘাত করলাম, আপনি চেয়ারের মত আচরণ করলেন না! পদার্থ রাগ করে না, ক্ষেপে যায় না, উত্তেজিত হয় না। আপনি তো সবই হয়েছেন। সুতরাং, মাননীয় অধ্যাপক, আপনি আমাদের মিথ্যা কথা বলেছিলেন!

এইভাবে বহু সময়ে অতি সাধারণ খ্রীষ্টীয়ানও কম্যুনিষ্টদের নিরীশ্বরবাদিতার উপযুক্ত জবাব দিয়ে থাকেন। আমাকে একজন উচ্চপর্যায়ের কারা-অফিসার প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কতদিন আর এই মূর্খ ধর্মমত নিয়ে পড়ে থাকবেন?"

আমি তাঁকে বলেছিলাম: আমি দেখেছি অসংখ্য নিরীশ্বরবাদী মৃত্যুশয্যায় ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করার জন্য অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। সেই শেষ মুহূর্তেও তাঁরা কেউ কেউ 'যীশু' 'যীশু' বলে ক্রন্দন করেছেন। আপনি কল্পনা করতে পারেন কি, কোন খ্রীষ্টান আজও মৃত্যুশয্যায় মার্কস বা লেনিনের নাম নিয়ে ডাকাডাকি করছেন?

অফিসারটি দুর্বলভাবে হেসে বললেন, "ভারী চোখা জবাব দিয়েছেন আপনি!"

আমি বলে চললাম, কোন এঞ্জিনীয়ার নতুন সেতু নির্মাণ করলে এ-পরীক্ষা কেউ-ই করেন না যে তার ওপর দিয়ে একটি কুকুর বা বিড়াল

যেতে পারে কি না—লম্বা রেলগাড়ী চালিয়েই তার যথার্থ পরীক্ষা হয়। যখন সুখে থাকেন, আরামে থাকেন, তখন নিরীশ্বরবাদিতায় কোন হাঙ্গামা বা অসুবিধা নাই, কিন্তু বিপদের ও ঝড় ঝাপটার সময় সে সব মতবাদ নিমেষে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আপনি তো জানেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পরে বিশেষ সঙ্কটের সময়ে লেনিন নিজেও প্রার্থনা করতেন। আসল কথাটি সাধু অগাষ্টিন বলে গেছেন : ঈশ্বরে সমর্পিত না হলে হৃদয় অধীর ও অশান্ত থাকবেই!

॥ কি ভাবে কম্যুনিষ্টদেরও পরিবর্তন সম্ভব ॥

গুপ্ত মণ্ডলী আজ যদি বাইরের স্বাধীন ও মুক্ত মণ্ডলীগুলির সাহায্য পায়—তারা ধীরে ধীরে সমস্ত কম্যুনিষ্টদের মধ্যে পরিবর্তন আনবে এবং পৃথিবীর চেহারাও বদলিয়ে দিতে সক্ষম হবে। ওরা বিজিত হবে এই কারণে যে, কম্যুনিষ্ট হওয়া মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে। ওদের অনেকের মনেই মধ্যে মধ্যে বিরোধিতা জমে ওঠে এবং অসম্ভব বিশ্বাসসূত্র সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব প্রকাশ পায়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে সুরাপান ও মত্ততার সংখ্যা খুব বেশী। বিশেষতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে! মনে হয়, মানুষের মনের মধ্যে বৃহত্তর জীবন-সার্থকতার জন্য যে পিপাসা আছে—কম্যুনিজম কোন দিনই সে পিপাসা মিটাতে সক্ষম নয়। সাধারণতঃ রাশিয়ানরা উদার হৃদয়বিশিষ্ট মুক্ত প্রকৃতির মানুষ—তাদের কাছে কম্যুনিজম যেমন অগভীর তেমনি লঘু! গভীর জীবনের অনুসন্ধান পিপাসায় ব্যর্থ হয়ে অধিকাংশ চিন্তাশীল ও শিক্ষিত রাশিয়ান অবশেষে সুরাপানের আশ্রয় গ্রহণ করে। জীবনের ব্যর্থতা ও পাশবিকতাকে ঢাকা দিতে বা চেপে রাখতে সুরাই তাদের একমাত্র সহায় হয়ে ওঠে।

রুশ অধিকৃত বুখারেষ্টে একদিন একটা সুরার দোকানে আমি

ঢুকেছিলাম। আমার স্ত্রীকেও আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি, একজন রাশিয়ান ক্যাপটেন হাতে পিস্তল নিয়ে সকলকে ভয় দেখাচ্ছে—এবং আরও সুরা দাবী করছে। বুঝতেই পারলাম যে, ইতিমধ্যেই সে প্রচুর পান করেছে—ফলে এখন তার রীতিমত মত্ত অবস্থা। সেজন্যই তাকে আরও সুরা দেওয়া হচ্ছে না। উপস্থিত অন্য সকলে ভয় পাচ্ছে।

দোকানের মালিকের কাছে আমি গিয়ে বললাম, ওঁকে আপনি সুরা দিন, আমরা ওঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসব। কোন গোলমাল বা অশান্তির জন্য আমি দায়ী।

ভদ্রভাবে তিনটি গ্লাসেই ক্যাপটেন সুরা ঢাললেন, কিন্তু নিজেই একে একে তিন গ্লাস খেয়ে ফেললেন। আমার স্ত্রী ও আমি কিছুই পান করলাম না। মত্ত হলেও ক্যাপটেন বুদ্ধি-বিবেচনা হারায়নি। আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে যীশু খ্রীষ্টের কথাবার্তা আরম্ভ করলাম। দেখলাম, অতিশয় আগ্রহের সঙ্গেই আমার কথাগুলি তিনি শুনছেন।

শেষ কালে তিনি বললেন: নিজের পরিচয় তো আপনি জানিয়ে দিলেন, এবারে তবে আমার পরিচয়টাও আপনাকে দিই। আমি একজন Orthodox মণ্ডলীর পুরোহিত। প্রথম রুশ বিপ্লবের উৎপীড়নের সময়েই আমি সব পরিত্যাগ করি এবং শহরে ও গ্রামে গ্রামে প্রচার আরম্ভ করি যে, ঈশ্বর কোথাও নাই। পুরোহিত রূপে এতদিন আমি কেবল সকলকে প্রতারণা করে এসেছি। অন্য সমস্ত খ্রীষ্টান পুরোহিতেরাও আমারই মত প্রবঞ্চনা করে থাকেন।

আমার প্রচারে ও উৎসাহে ওরা এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে, অবিলম্বে গোয়েন্দা পুলিসের বিভাগে একটা উচ্চ পদে আমাকে ওরা নিযুক্ত করল। এর পরে আমি খ্রীষ্টীয়ান বিতাড়ন আরম্ভ করলাম। এই হাতে আমি অনেক খ্রীষ্টানকে গুলি করে মেরেছি,—আজ ঈশ্বর আমাকে শাস্তি

দিচ্ছেন। নিজের দুষ্কার্য ও বিশ্বাসঘাতকতা ভোলবার জন্য আজ আমি বোতল বোতল মদ খাচ্ছি—কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না।

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে আত্মঘাতীর সংখ্যাও ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রাশিয়ার দুজন প্রসিদ্ধ কবি Essenin এবং Maiakovski আত্মহত্যা করেছেন। একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক Fadeev-ও তাঁর শেষ উপন্যাস Happiness রচনা শেষ করেই আত্মহত্যা করেছেন। বইখানিতে তিনি প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, বর্তমানে কম্যুনিজমের প্রসারের জন্য অক্লান্ত, অবিরাম পরিশ্রম করার মধ্যেই মানব জীবনের সুখ আছে! সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বইখানা লিখে তিনি যে সুখের সন্ধান পেয়েছেন তারই পরিণতি তাঁর আত্মহত্যা! জারের সময়ের দুজন কম্যুনিষ্ট নেতা—Joffe এবং Tomkin কঠোর বাস্তবতার মধ্যে কম্যুনিজম কি রূপ নিতে পারে—স্বচক্ষে সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছিলেন।

কম্যুনিষ্টরা অ-সুখী! ওদের ডিক্টেটরেরাও। ষ্ট্যালিন-এর জীবন কি অশান্তিময় ছিল। সমকালীন সঙ্গীদের প্রায় সকলকেই একে একে হত্যা করে শেষ জীবনে তিনি সদা সর্বদাই মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত ও ভীত ভাবে সময় কাটাতেন।

আটটি শয়নকক্ষ তাঁর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতো! কোন্ রাত্রে কোন্ ঘরে তিনি শয়ন করবেন—কেউ-ই তা জানতো না। আহারে বসে প্রত্যেকটি খাদ্য অগ্রে তাঁর ভৃত্যকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে তবে তিনি গ্রহণ করতেন।

কম্যুনিজম কাউকেই সুখী করেনি, করতে পারেও না। সেজন্য চাই যীশু খ্রীষ্টকে। কম্যুনিজমকে বিতাড়িত করলে আমরা যে কেবল সেই সকল উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতদের মুক্তি আনবো তা নয়—কম্যুনিষ্টরা নিজেরাও মুক্তির সন্ধান ও তৃপ্তির আস্বাদ পেয়ে বাঁচবে!

গুপ্ত মণ্ডলী আজ মানবজাতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট-মোচনের মহাদায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সকলেরই তাকে সাহায্য করা দরকার!

গুপ্ত মণ্ডলীর একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—সভ্যদের বিশ্বাসের গভীরতা। এ সম্বন্ধে বহু ঘটনার কথা আমার জানা আছে।

একজন রাশিয়ান ক্যাপটেন একদিন হাঙ্গারীর একটি পুরোহিতের নিকটে এসে তাঁর সঙ্গে একাকী দেখা করতে চাইলেন। ক্যাপটেনটি খুবই তরুণবয়স্ক এবং প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন। আপন বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা সম্পর্কে যেন তার অসীম আত্মবিশ্বাস।

ছোট একটি অফিস ঘরে তাকে নিয়ে আসা হল। ঘরের দেয়ালে লম্বিত ক্রুশটির দিকে নির্দেশ করে সে বলে উঠলো, কেন ওগুলো আপনারা টাঙ্গিয়ে রাখেন? মনে মনে তো জানেন যে ওসব ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়! দরিদ্রদের ঐ দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখেন যেন ধনীরা আরও স্বচ্ছন্দে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে পারে। আচ্ছা, এখন তো আর কেউ এখানে নাই। এখন তো স্বীকার করতে পারেন যে ও-সব স্রেফ বুজরুকী! বলুন তো—আপনি নিজে কোনদিন বিশ্বাস করেন যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র?

পুরোহিত সস্নেহ হাস্যের সঙ্গে বললেন, কিন্তু, ওকথা কি করে বলি, বল তো? আমি যে সত্যি-সত্যিই তাই বিশ্বাস করি! এ যে পরম সত্য!

ক্যাপটেন এবারে উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করে উঠল, আমার সঙ্গেও সেই ধাপ্পাবাজি? আমি আপনার মণ্ডলীর সভ্য নই, সেটা মনে রাখবেন। আসল কথাটা বলুন—

বলতে বলতে কটিবন্ধনী থেকে সে একটা রিভলবার বার করে পুরোহিতের দিকে তুলে ধরল—

স্বীকার না করলে—আমি গুলি ছুড়বোই—

পুরোহিত এবারে অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বললেন, না—আমি মিথ্যা বলতে পারব না। যা বিশ্বাস করি—তা বলতে আমার কোনই ভয় নেই। প্রভু যীশু সত্য সত্যই ঈশ্বরের পুত্র!

একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল এর পরে। হাতের রিভলভার ফেলে দিয়ে পুরোহিতকে আলিঙ্গন করে যুবকটি বলে উঠলো—ঠিক বলেছেন আপনি—একথা নিশ্চয়ই সত্য। আমি শুনেছি বহুবার যে, বিশ্বাসের জন্য বহু খ্রীষ্টান প্রাণ দিয়েছে—আজ নিজের চোখেও তাই দেখলাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমিও যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করলাম আজ থেকে।

আর একটি ঘটনার কথা :

রুমানিয়া অধিকার করার পরে এক রবিবারের উপাসনার সময়ে কয়েকজন রাশিয়ান সশস্ত্র সৈনিক একটি গির্জায় প্রবেশ করল। তারপর ভীড় সরিয়ে মধ্যস্থলে এসে তারা বলল, আমরা আপনাদের এই ধর্মমতকে বিশ্বাস করি না। যারা এই বিশ্বাস এখনই পরিত্যাগ না করবে—তাদের আমরা গুলি করে মারবো! যারা পরিত্যাগ করতে সম্মত, তারা ডানদিকে সরে যাও—

জনকয়েক সভ্য ডান দিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

সৈনিকরা তাদের সোজা বাড়ী চলে যেতে বলল। তারাও প্রাণভয়ে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করল।

সৈনিকেরা এইবার বাকী সভ্যদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন ও আলিঙ্গন করল। আনন্দপূর্ণ অন্তরে তারা বলল, আমরাও খ্রীষ্টান। যারা এই বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত—আমরা আজ তাদের সঙ্গেই পরিচিত হতে এসেছি।

* * *

আমরা কম্যুনিষ্টদের পরাজিত করবই।

প্রথম কারণ হচ্ছে—ঈশ্বর আমাদের পক্ষে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—মানব হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার সম্পূর্ণ মীমাংসা আছে আমাদের এই মত-বিশ্বাসের মধ্যে!

নাজী কারাগারে কম্যুনিষ্ট বন্দীরা আমার কাছে স্বীকার করেছে যে, প্রাণ সংশয়ে ও বিপদে তারা প্রার্থনা করে। কম্যুনিষ্ট অফিসার অনেকেই মৃত্যুর সময়ে শেষ কথাটি উচ্চারণ করেছে—যীশু, যীশু—

আমরা যে বিজয়ী হবোই তার একটি মহৎ কারণ হচ্ছে: মানব-জাতির চিরদিনের সঞ্চিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদেরই দিকে সাম্প্রতিক কালের খ্রীষ্টীয়ানদের রচনাদি তারা বন্ধ করে রাখতে পারে,—কিন্তু Tolstoi ও Dostoievschi প্রভৃতিদের গ্রন্থ তো সকলেই পড়েছে এবং খ্রীষ্টীয় বার্তা ও আলোকে সেগুলি চিরদিনই উজ্জ্বল!

আমি যখন কোন কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে কথা বলি, তখন আমি মনে মনে জানি যে তার অন্তরের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ও পিপাসা আছে—সেগুলি এখন আমারই দিকে। সে বেচারীর পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর হচ্ছে আমার প্রশ্নকে এড়াতে না পারা। ওর নিজের বিবেককে দাবিয়ে রাখতে না পেরে ক্রমেই সে আরও ব্যাকুল ও বিহ্বল হয়ে পড়ে!

ব্যক্তিগতভাবে আমি কয়েকজন মার্কসিষ্ট অধ্যাপকের কথা জানি—তাঁরা নিরীশ্বরবাদ সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতার পূর্বে গোপনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় শক্তি ভিক্ষা করে থাকেন! বহু কম্যুনিষ্ট গোপনে আমাদের গুপ্ত মণ্ডলীর প্রার্থনা ও উপাসনায় যোগ দিয়ে থাকেন। কখনও ধরা পড়লে তাঁরা মৌখিক ভাবে অস্বীকার করেন কিন্তু গোপনে ক্রন্দন ও অনুতাপে ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু অবিশ্বাস বা ফিরে যাওয়ার কথা কেউ-ই ভাবতে পারেন না। বিশ্বাসের পথে যে কম্যুনিষ্ট একবার পদার্পণ করেছে—আমরা জানি যে সে খ্রীষ্ট কর্তৃক বিজিত হয়েছে—তার বিশ্বাস ও ভক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হতে থাকে! এ দৃশ্য আমরা বহু বহুবার লক্ষ্য করেছি।

খ্রীষ্ট ভালবাসেন এই কম্যুনিষ্টদের। সেই কারণেই এদের ফিরিয়ে আনতে হবেই। একাজ বর্তমানে গুপ্ত মণ্ডলী ছাড়া আর কেউ পারবে না। তিনি বলেছিলেন "সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও!" লৌহ যবনিকার দ্বারে এসে স্তব্ধ হবার কথা তিনি বলেন নি। বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতার সহিত আজ আমাদের সর্বত্রই এই উদ্ধার কার্য পরিচালনা করতে হবে। গুপ্ত মণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগিতা করেই একাজ আমরা সম্ভব করতে পারি।

॥ গুপ্ত মণ্ডলীর ত্রিবিধ সহায় ॥

প্রথম প্রচারক ও পুরোহিত। এঁদের সকলেই পূর্বতন অনুমোদিত মণ্ডলী হতে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত। সরকারী নীতি ও নির্দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার জন্য এঁদের পক্ষে প্রকাশ্য মণ্ডলীর সঙ্গে থাকা সম্ভব হয়নি। এঁদের বেশীর ভাগই কারাগারে প্রেরিত এবং নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলেও, মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুসমাচার প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এখন তাঁদের কাজের একমাত্র গোপন ক্ষেত্র—আমাদের গুপ্ত মণ্ডলী! সরকারী সমর্থিত মণ্ডলীতে তাঁদের বিশ্বাসভাজন পুরোহিতেরা নিযুক্ত আছেন—গুপ্ত মণ্ডলীতে সেই বিতাড়িত কর্মীরা লোকের ঘরে, উঠানে, জঙ্গলে, ক্ষেত্রভূমিতে—যেখানে সুবিধা হয়—এই উপাসনা ও প্রার্থনায় যোগ দিয়ে আপন আপন কার্য ও কর্তব্য পালন করে থাকেন। পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এঁদের কাজ অদম্য ও অপ্রতিহত ভাবে চলবে—

॥ গুপ্ত মণ্ডলীর দ্বিতীয় সহায় ॥

সাধারণ ও অ-যাজকীয় খ্রীষ্টান জনসাধারণ।

মনে রাখা দরকার যে রাশিয়া অথবা চীনে কেবল নামধারী খ্রীষ্টান কেউ নেই। এখানে খ্রীষ্টান হওয়ার ও থাকবার জন্য যে মূল্য দিতে

হয় তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এইসব দেশের সাধারণ খ্রীষ্টীয়ানরাও যে বিশ্বাসে ও নিষ্ঠায় কত উন্নত স্তরের—তা আমরা বুঝতে পারি—তাদের উপরে অবিরাম উপদ্রব ও অত্যাচারের বহর দেখে। এমনও বলা যায় যে, মুক্ত ও স্বাধীন দেশেও আজ এই ধরনের বলিষ্ঠ ও তেজস্বী খ্রীষ্টান সহসা দেখা যায় না। খ্রীষ্টান হয়েও অপরকে সেই সুসমাচার না জানিয়ে কি করে সন্তুষ্ট থাকা যায়—এঁরা তা বুঝতেই পারেন না।

রুশ সামরিক সংবাদপত্র Red Star দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের আক্রমণ করে বলেছিল, "খ্রীষ্টের এই সব পূজারীরা যাকে দেখে তাকেই আগ্রহভরে কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করে!" কিন্তু তাদের খ্রীষ্ট-সুলভ উজ্জ্বল জীবন সমগ্র পল্লী ও নগর অঞ্চলে সকলেরই ভক্তি ও ভালবাসার বিষয়! পল্লীর কোন গৃহিণী অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়লে—সেই গ্রামের খ্রীষ্টীয়ান মহিলারাই এসে তাঁকে সাহায্য করে থাকেন। পরিবারের পুরুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে—খ্রীষ্টীয়ান প্রতিবাসী এসে তার কাঠ কেটে ও জল তুলে দিয়ে যায়।

সুতরাং এই সকল খ্রীষ্টান যখন মুখে সুসমাচার প্রচার করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেকথা সকলেই আগ্রহ ও বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করেন। কেননা, এই প্রচারকেরা যে প্রকৃতই খ্রীষ্টীয়ান—তা সকলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন। সরকারী গীর্জায় সরকারী পুরোহিত উপদেশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসী ও উৎসর্গীকৃত খ্রীষ্টান গুপ্ত মণ্ডলীর কার্যসূচী অনুযায়ী ক্ষেতে, খামারে, কারখানায় ও অন্যান্য স্থানে এই প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। সকলেই আজ স্বীকার করছেন যে খ্রীষ্টের পক্ষে এই বিশাল সেবক দল আজ প্রতিটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে বহু কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বীকে পুনরুদ্ধার ও খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে ফিরিয়ে এনেছেন।

॥ তৃতীয় সহায়—নির্ভীক প্রচারক ও পুরোহিত ॥

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের খ্রীষ্টীয় সুসমাচার বাহক গুপ্ত মণ্ডলীর পক্ষে তৃতীয় সহায় হিসাবে নাম করা যায়—সরকারী সমর্থিত মণ্ডলীর সেই সকল পুরোহিত যাঁরা রাষ্ট্রীয় মণ্ডলীর পুরোহিত পদে নিয়মানুযায়ী কর্মব্রতী থেকেও গোপনে গুপ্ত মণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং প্রচুর কাজ করেন।

যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গারীর মণ্ডলীর কথা ধরুন। রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসারে ঐ সকল মণ্ডলীর নিযুক্ত পুরোহিতরা তাঁদের নির্দিষ্ট এক-কামরা গির্জার নিয়মিত উপাসনা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ক্রিয়া-কলাপ করতে পারেন না। ছেলেমেয়েদের সাণ্ডে স্কুল অথবা বড়দের জন্য বাইবেল ক্লাশ, কোন সভ্য-পরিবারে প্রার্থনা সভা, পীড়িত সভ্যগৃহে যাতায়াত অথবা এই জাতীয় কোন প্রকার কার্যেই তাঁদের স্বাধীনতা নাই। নিষেধ ও নিয়মের বাধায় চারিদিকেই তাঁদের হাত-পা বাঁধা বললেও হয়। অথচ, এই প্রকার মাণ্ডলিক ক্রিয়া-কলাপকেই রাষ্ট্রের তরফ থেকে 'পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা' বলে প্রচার করা হয়।

এই সকল পুরোহিতদের মধ্যে অনেকেই গোপনে অন্য একটি মণ্ডলীর পরিচালনা করে থাকেন এবং সেইখানেই তাঁরা তাদের মণ্ডলীর জন্য বাকী সমস্ত কার্য নীরবে ও গোপনে সমাধা করে থাকেন। পরিবারে পরিবারে প্রার্থনা সভা, ছেলেমেয়ে ও যুবক যুবতীদের মধ্যে বাইবেল ক্লাশ ও ধর্মশিক্ষা, এমন কি, মণ্ডলীর বাইরে সুসমাচার প্রচার, সুসমাচার পুস্তিকা আনয়ন ও বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ তাঁরা নিয়মিত ভাবে এই গোপন মণ্ডলীর মারফৎ পরিচালনা করে থাকেন! প্রকাশ্য বিচারে নিরীহ ও নিয়মানুগ অধস্তন কর্মচারীরূপে দেখালেও এই সকল খ্রীষ্ট-সেবক আজ সুমাচারের প্রচারের জন্য প্রতিদিনই বিপজ্জনকভাবে জীবন বিপন্ন করেও আদর্শব্রতী আছেন।

রাশিয়াতে এই ধরনের বহু প্রচারক ধরা পড়েছেন এবং কয়েক বৎসরের জন্য কারামেয়াদ ভোগ করছেন।

কোন কোন রাষ্ট্রে—এই তিনটি বিভাগই সমানভাবে কর্মতৎপর। অন্য কোথাও সুবিধা ও সুযোগ অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় যে কোন বিভাগের কাজ হয়ত অধিক অগ্রসর। কিন্তু প্রকাশ্যে এর কোন পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। একজন ভ্রমণকারী সম্প্রতি রাশিয়া পরিভ্রমণ করে এসে—বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকারে অনুসন্ধান চালিয়েও সমগ্র দেশে কোন গুপ্ত মণ্ডলীর সাক্ষাৎ পাননি বলে ঘোষণা করেছেন। এটি কিছুই আশ্চর্য নয়!

প্রথম যুগের খ্রীষ্টীয়ানরা জানতেন না যে তাঁরা খ্রীষ্টীয়ান। ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা হয়ত বলতেন যে তাঁরা যীহুদি, ইস্রায়েলীয়, মশীহরূপে যীশুতে বিশ্বাসী, ভ্রাতৃবর্গ, সাধুদের শিষ্য অথবা ঈশ্বরের সন্তান-সন্ততি। 'খ্রীষ্টীয়ান' কথাটি তখনও অপরিচিত ছিল। বহুদিন পরে আন্তিয়খিয়াতে এই 'খ্রীষ্টীয়ান' নামটির সৃষ্টি হয়।

গুপ্ত মণ্ডলী বা 'Underground Church' এই নামটি কম্যুনিষ্টরাই সর্বপ্রথম ব্যবহার করে। তারপরে, পশ্চিমী সন্ধানীরা পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে খ্রীষ্টধর্মের অবস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করার সময়ে এই পরিচয়-বাক্যটি ব্যবহার করেন। গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্যেরা নিজেরা তাঁদের মণ্ডলীকে ঐ নামে কখনও অভিহিত করেন না। নিজেদের সম্বন্ধে তাঁরা বলেন, আমরা বিশ্বাসী, আমরা খ্রীষ্টীয়ান, ঈশ্বরের অধম সন্তান-সন্ততি। তবে, তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা, উপাসনা সমস্তই গোপনে পরিচালনা করেন। সুসমাচার প্রচার ও বিতরণ-কার্যও গোপনেই চলে। সময়ে সময়ে বিদেশাগত মাণ্ডলিক নেতৃবর্গও এই সকল গোপন উপাসনায় যোগ দিয়েছেন—যাঁরা অজ্ঞতাপ্রসূত বলেছেন যে, গুপ্ত মণ্ডলী বা Underground Church বলে কোন কিছু তাঁরা দেখেন নি!

পশ্চিমের সর্বত্র বৎসরের পর বৎসর ভ্রমণ করেও রুশ-চর-চক্রের সন্ধান পাওয়া না যেতে পারে, কিন্তু সেজন্য বলা সঙ্গত হবে না যে পশ্চিম ইউরোপে কোথাও রাশিয়ান গুপ্তচর-বৃত্তি নাই! যা গুপ্তভাবে পরিচালিত হয় তা গুপ্তই থাকে,—প্রকাশ্য হওয়ার নির্বুদ্ধিতার অর্থ-ই ধ্বংস, সর্বনাশ ও অবলুপ্তি!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোভিয়েট সৈন্যবিভাগে এবং কম্যুনিষ্ট রুমানিয়াতে গোপনে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের অভিজ্ঞতার কথা আমি উল্লেখ করেছি। কম্যুনিষ্টদের নিকটে এবং তাদের কবলে উৎপীড়িত জনগণের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করার কাজের জন্য আমি সকলের সাহায্য প্রার্থনা করেছি।

আমরা এই চ্যালেঞ্জ কি কারও নিকটে অবাস্তব বা অকার্যকরী বলে অনুমিত হয়? এটি কি নির্ভরযোগ্য?

রাশিয়া এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে গুপ্ত মণ্ডলী কি এখনও কার্যকরী আছে? এই কার্যধারা কি সেসব দেশে এখনও সম্ভব?

এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আমরা সাম্প্রতিক বহু সুসংবাদসহ উত্তর দিতে পারি।

সম্প্রতি কম্যুনিষ্টরা কম্যুনিষ্ট শাসনের অর্ধশতাব্দী পূরণের উৎসব যাপন করেছে। কিন্তু গভীর অন্তরে তারা জানে যে তাদের জয় প্রকৃত প্রস্তাবে পরাজয়েরই নামান্তর!

রাশিয়াতে আজ কম্যুনিজম নয়—খ্রীষ্টধর্ম-ই বিজয়ী! আমরা নিজেরা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, রাশিয়ান সংবাদপত্রগুলি আজ খ্রীষ্টীয়ান গুপ্ত মণ্ডলী সম্পর্কে মুখর ও পরিপূর্ণ! এতদিন পরে এই

গুপ্ত মণ্ডলী এতখানি বল ও সাহস সঞ্চয় করেছে যে, বিশেষ বিশেষ দিনে ওস্থানে তারা সদলবলে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে! কম্যুনিষ্ট প্রেসের মারফৎ আমরা জানতে পারি যে খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের এই দুঃসাহসী প্রসার ও প্রভাবে আজ কম্যুনিষ্ট শাসকবর্গ নতুন করে চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন!

মনে রাখা দরকার যে ভাসমান বরফ-পাহাড়ের মতন এই গুপ্ত মণ্ডলীরও মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ভাগ প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর থাকে, বাকী দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ জলের নীচে গোপনে ও চক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। রাশিয়ায় খ্রীষ্টমণ্ডলীও আজ মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ভাগ দৃশ্যমান হয়েছে!

॥ বরফ পাহাড়ের শীর্ষভাগ ॥

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ককেশাস জেলার Suhumi শহরে মুক্ত আকাশের নীচে গুপ্ত মণ্ডলী এক বিরাট সভার আয়োজন করে। বিভিন্ন শহর থেকে বহু বিশ্বাসী নরনারী এই সভায় যোগদান করেন। বক্তৃতার শেষে বেদী-আহ্বানের ডাকে সাতচল্লিশ জন যুবক ও যুবতী অগ্রসর হয় এবং খ্রীষ্টকে সর্বসমক্ষে গ্রহণ করে। কৃষ্ণ সাগরের তীরে এদের সকলকেই বাপ্তিস্ম প্রদান করা হয়।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি সম্পাদিত হল সেই পুরাতন আমলের প্রথম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের গ্রহণ করার সময়ের মতই। দীক্ষার্থীদের পূর্ব-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কম্যুনিষ্ট শাসনের পঞ্চাশ বৎসরের শেষে সারা দেশে বাইবেল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধর্মপুস্তকের অভাব এবং ধর্ম-শিক্ষালয়ের অনুপস্থিতির কারণে গুপ্ত মণ্ডলীর শিক্ষণ-শিক্ষা-হীন পুরোহিতেরাই সমগ্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন।

Uchtelskaia Gazeta (শিক্ষকদের পত্রিকা) পত্রিকায় ১৯৬৬, ২৩শে আগষ্টের সংখ্যায় নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল :

ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর সভ্যরা বিগত ১লা মে তারিখে Rostov-on-Don শহরে একটা বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করেছিলেন।

পয়লা মে কম্যুনিষ্টদের বিরাট উৎসব দিবস (May Day); কিন্তু যীশু যেমন তৎকালীন ফরিশীদের শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ করে বিশ্রাম দিনেই তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতেন—গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্যেরা সেইরকম কম্যুনিষ্টদের উৎসবের দিনেই তাঁদের এই প্রতিবাদ সমাবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী এই সকল সভ্যেরা তাঁদের মণ্ডলীকে রাষ্ট্রের খাতায় নাম লেখাতে অথবা তাঁদের কর্তৃক নিয়োজিত পুরোহিত ও নেতাদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার জন্যই এই পথ-সমাবেশ!

"মে-ডে!"—রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুসারে এই উৎসবে সকলেই যোগদান করতে বাধ্য—সুতরাং Rostov-on-Don শহরের পথে পথে সেদিন প্রচুর জনতা—কিন্তু গুপ্ত মণ্ডলীর নেতাদের ব্যবস্থায় এই দিন রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তিও প্রায় দেড় হাজার সভ্য-সভ্যার একটি মিছিল সেই শহরের পথে আরম্ভ করলেন।

পনের শত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যোগ দিলেন এই মিছিলে। তাঁরা জানতেন এর শাস্তি কত নির্মম! তাঁরা জানতেন কারাগারের মধ্যে কি অসহনীয় প্রহার ও অন্যান্য যন্ত্রণা তাঁদের জন্য অপেক্ষমান! তাঁরা জানতেন Barnaul শহরের সুসমাচার প্রচার সঙ্ঘ কর্তৃক প্রচারিত সম্প্রতি Kulunda গ্রামের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী Hmara-র মন্দ ভাগ্যের কাহিনী। কারাগারে সম্প্রতি তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল। স্বামীর মৃতদেহ যখন সৎকারের জন্য তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হল—দেখা গেল, দেহের সর্বত্র অমানুষিক পীড়ন, যন্ত্রণা ও প্রহারের দাগে পরিপূর্ণ! স্থানীয় বিশ্বাসীদের সকলেই—যাঁরা আজ Rostov-on-Don-এর মিছিলে এসেছিলেন—

জানতেন যে—এই পরিণাম হয়তো তাঁদের সকলের জন্যই আজ রয়েছে!

কিন্তু এই আত্মদানকারী বিশ্বাসীর দৃষ্টান্তই যেন সেদিন সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

ডন নদীর তীরে বিরাট ব্যাপ্তিস্ম-দানের আয়োজন আরম্ভ হল। অন্ততঃ আশীজন দীক্ষার্থী সেখানে ব্যাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে মোটর ভর্তি কম্যুনিষ্ট পুলিস এসে পৌছাল, এবং নদীতীরে সমবেত বিশ্বাসীদের চারিদিকে ঘিরে ফেলল। তারা প্রথমে ব্যবস্থাকারী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের চেষ্টা করল, কেননা, সমবেত দেড় হাজার নর-নারীকে গ্রেফতার করা সহজ ছিল না। কিন্তু বিশ্বাসী নরনারী সকলেই জানু পেতে বসে সমবেত ভাবে প্রার্থনা আরম্ভ করে দিলেন—তাঁদের স্বর্গীয় সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য! সমগ্র অনুষ্ঠানটি রীতিমত উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যেই সেদিন শান্তির সহিত সম্পাদিত হয়েছিল।

উপরোক্ত পত্রিকা—শিক্ষকদের পত্রিকা—থেকে আরও জানা যায় যে, রস্টভ শহরের বে-আইনী ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর গুপ্ত মুদ্রণালয় থেকে ধর্ম-শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করা হত। যুবকদের প্রতি বিশ্বাসে স্থির থাকার শিক্ষা এবং খ্রীষ্টীয় পিতামাতাদের প্রতি সন্তানদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার উপদেশ—এই পুস্তিকায় থাকতো!

ছেলেমেয়েদের সমাধিভূমিতে নিয়ে গিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখানোর উপদেশ দিয়ে বলা হত—যেন বাল্যকাল থেকেই তারা মৃত্যুকে ভয় করা অথবা জাগতিক নশ্বর জীবনের জন্য চিন্তা-ভাবনা না করায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নিরীশ্বরবাদের যে কুশিক্ষা দেওয়া হয়—পিতামাতারা যেন গৃহে তাঁদের সন্তানদের সেই শিক্ষার কু-প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকেন এমন উপদেশও প্রচার করা হত।

আর একটি বিবরণীর কথা আমরা জানতে পেরেছি উপরোক্ত বে-আইনী, ব্যাপটিষ্ট প্রচার সঙ্ঘ প্রচারিত কয়েকটি ইস্তাহার থেকে। এই কাগজগুলি অতিশয় সতর্কতার সহিত গোপনে ও অবৈধভাবে আমাদের হাতে এসে পড়েছে।

আর একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কাহিনী এই কাগজে আমরা পেয়েছি। এবারের অভিযান খাস রাজধানী মস্কো শহরেই!

ইস্তাহারটির অনুবাদ আমরা প্রকাশ করলাম:

খ্রীষ্টেতে প্রিয়তম ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, পিতা ঈশ্বরের এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশীর্বাদ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক!

বিগত ১৬ই মে ১৯৬৬ তারিখে ব্যাপটিষ্ট প্রচার সঙ্ঘের প্রতিনিধি-বৃন্দ, সংখ্যায় পাঁচশত জন, মস্কো শহরে যাত্রা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে আমাদের বক্তব্য ও প্রতিবাদ পেশ করার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অফিসে উপস্থিত হয়ে আমরা সাক্ষাতের জন্য আবেদন পাঠাই।

প্রধান সম্পাদক শ্রী ব্রেজনেভ-এর নামেই আমরা আমাদের দরখাস্ত প্রেরণ করেছিলাম।

ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, এই পাঁচশত প্রতিনিধি সেই কেন্দ্রীয় দফতর ভবনের সম্মুখে সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন! বলা যায় যে, রাজধানী মস্কো শহরে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এই প্রথম ও প্রকাশ্য জন-আন্দোলন! আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই আন্দোলনের সমস্তটাই গুপ্ত মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত।

দিনের শেষে—সেক্রেটারী ব্রেজনেভ-এর উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় একটি আবেদন পত্রও প্রেরিত হল। এর পরে সেই পাঁচশত প্রতিনিধি—সারারাত সেই পথের উপরে অপেক্ষারত থাকলেন। বৃষ্টির মধ্যে—কত-বার কত সরকারী মোটর গাড়ী তাঁদের পাশ দিয়ে পথের জল-কাদা

ছিটিয়ে আসা-যাওয়া করল—অন্যান্য টিটকারী ও বিদ্রূপ-ও তাঁদের সহ্য করতে হল।

অপেক্ষার দ্বিতীয় দিনের প্রভাত হল!

এইবার প্রতিনিধিদের এক অংশ প্রস্তাব করল যে, তাঁরা সদলবলে সরকারী দফতরে প্রবেশ করবেন, কিন্তু তার ফলে ভবনের মধ্যে কোন সাক্ষী প্রমাণের অন্তরালেই যে তাঁদের প্রতি অমানুষিক প্রহার ও নির্যাতন আরম্ভ হবে—তার নিষ্ফলতার কথা চিন্তা করেই তাঁরা পথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন।

কিন্তু সম্পাদক ব্রেজনেভ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করলেন না এবং বেলা পৌনে দুটোর সময়ে এ ক্ষেত্রে যা অবশ্যম্ভাবীরূপে সকলেই জানতেন—তাই-ই ঘটল।

অকুস্থলে একে একে আটাশটি পুলিসের বাস এসে পড়ল। তারপর আরম্ভ হল কম্যুনিষ্ট পুলিসের প্রতিক্রিয়া। সেই অমানুষিক ও বর্বর প্রহার-পর্ব! গুপ্ত মণ্ডলীর বিশ্বাসী প্রতিনিধিরা পরস্পরের হাত ধরে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে গান গাইতে লাগলেন:

"...যখন ক্রুশের বোঝা বই
যখন যীশুর শহীদ হই
—বড়দিন—শুভদিন—ধন্যদিন!.. "

প্রহার চলতে থাকলো আমাদের উপরে। যুবক, প্রৌঢ়, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দল থেকে টেনে বার করে এনে মারতে মারতে গান বন্ধ করে এমন কি, হতচেতন করে পথের উপরে ফেলে দেওয়া হল—পুলিসের অন্যরা এসে তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে বাসে ভরতে লাগল। মেয়েদের মাথার চুল ধরে টানতে টানতে ও মারতে মারতে গাড়ীতে তোলা হতে লাগলো!

বাসগুলি পূর্ণ হলে—কোন অজ্ঞাত ঠিকানার উদ্দেশ্যে সেগুলি রওনা

হয়ে গেল। প্রহারজর্জরিত দুর্বল কণ্ঠেও গাড়ীগুলির মধ্য হতে বিশ্বাসী ভ্রাতা ও ভগিনীদের গানের ধ্বনি শোনা যেতে থাকলো! মস্কো শহরের প্রকাশ্য রাজপথে অসংখ্য সাক্ষীর সমক্ষে সেদিন এই অমানুষিক ঘটনা সংঘটিত হল।

তার একটু পরেই আরও সুন্দর একটি ঘটনা ঘটল। সেই অত্যাচার ও নির্যাতনের জায়গাতেই গুপ্ত মণ্ডলীর আর দুই জন নেতা Brother G. Bius এবং Brother Horev সাহসে ভর করে উপস্থিত হলেন এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় ভবনের ভিতরে প্রবেশ করে পূর্বোক্ত পাঁচ শত খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতা ও ভগিনীর নিমিত্ত মুক্তি দাবী করলেন! তেজস্বী কণ্ঠে ও দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাঁরা সভ্যতা ও সুশাসনের দাবীতে এই অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিবিধান দাবী করলেন!

পরিণাম কি হল? এঁদের কেউ প্রহার করল না। হঠাৎ তাঁরা দুজন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে জানা গেল—অপেক্ষাকৃত ভদ্র আচরণের সঙ্গে এঁদের Lefortovskaia কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

ভয়? না—এই সকল গুপ্ত মণ্ডলীর তেজস্বী বিশ্বাসীরা কেউ-ই ভীত হননি! জেনে শুনে-সমস্ত যন্ত্রণা ও অপমানকে বরণ করতেই তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন। উক্ত ইস্তাহারের শেষে এই কথাই লিপিবদ্ধ আছে:—

"যেন কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস কর—তাহা নয়, কিন্তু-তাঁহার নিমিত্তে দুঃখ ভোগও কর—!"

আন্দোলনের নেতারা প্রতিনিধিদের বার বার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন—"যেন এই সকল ক্লেশে কেহ চঞ্চল না হয়; কারণ তোমরা আপনারাই জান—আমরা ইহারই জন্য নিযুক্ত!"

রাশিয়ার সর্বত্র যুব সমাজকে নিরীশ্বরবাদের ভ্রান্ত-শিক্ষায় প্রভাবিত করার বিরুদ্ধে গুপ্ত মণ্ডলী প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কম্যুনিজমের

বিষময় শিক্ষা এবং সরকারী মণ্ডলীর তাঁবেদার পুরোহিতদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধেও তারা সংগ্রাম আরম্ভ করে দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে গুপ্ত মণ্ডলীর গোপন ইস্তাহারে লিখিত হয়েছে—"আজকের এই দুর্দিনে শয়তানের আদেশগুলি তাঁবেদার মণ্ডলীর বিশ্বাসঘাতক পুরোহিতেরা পালন ও প্রচার করছেন। তাঁরা জানেন যে এই সকলই ঈশ্বরীয় নির্দেশের বিরোধী!"

(অক্টোবর ৪, ১৯৬৬, 'প্রাভদা' পত্রিকার উদ্ধৃতি)

তিনজন বিশ্বাসী ভ্রাতা Alexei Neverov, Boris Garmashov এবং Axen Zubov-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আদালতের বিচার-বিবরণীও প্রাভদা ভোষ্টোকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গোপন উপাসনা ও প্রার্থনা সভা পরিচালনার অপরাধে এঁরা অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বিস্তৃত অভিযোগের মধ্যে লিখিত হয়েছিল যে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বনভোজনের নির্দোষ আবরণের আড়ালে এঁরা গোপন সুসমাচারের বৈঠক পরিচালনা করতেন।

১৫ই সেপ্টেম্বরে ১৯৬৬ তারিখের Sovietscaia Moldavia পত্রিকায় অভিযোগ আনা হয়েছিল যে বহু গুপ্ত মণ্ডলী সুসমাচারের পুস্তকাবলী গোপনে মেমিয়োগ্রাফ বা অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। প্রকাশ্য স্থানে অথবা গৃহে গৃহে এঁরা খ্রীষ্টের সাক্ষ্যদান অনুষ্ঠানও পরিচালনা করতেন।

ছেলেমেয়েরা দলে দলে ট্রেনের কামরায় খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত করত, বিশ্বাসীরা দলে দলে রাস্তায়, পার্কে ও অন্যান্য সাধারণ স্থানে প্রচার আরম্ভ করত, রেলষ্টেশনে ও পথের মধ্যে পর্যন্ত তারা একাধিক কণ্ঠে সাহসের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত আরম্ভ করে দিত!

আদালতে এই সকল অপরাধীর সাজা উচ্চারণ করার সময়ে এরা নতজানু হয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করত: "পিতঃ তোমারই হস্তে আমরা

আত্মসমর্পণ করি। এই বিশ্বাসের জন্য যে বেদনা ও যন্ত্রণা ভোগের সুযোগ দিলে, হে পিতঃ সেজন্য তোমার মহানামের ধন্যবাদ করি··· !"

সেই বৎসর পয়লা মে তারিখে Copceag এবং Zaharovka গ্রাম দুটি—গির্জাঘরের অভাবে সমবেতভাবে নিকটের জঙ্গলে একটি পবিত্র উপাসনার আয়োজন করেন। এই গ্রাম দুটির খ্রীষ্টীয়ানরা অনেক সময়ে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের নাম দিয়েও প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন। কারা যন্ত্রণার কোন বিভীষিকাই এঁদের কাছে ভয়াবহ নয়। মনে হয় সেই প্রথম যুগের নিপীড়িত ও নির্যাতিত খ্রীষ্টীয়ান সময়েই ফিরে এসেছেন এই গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্যেরা !

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবরের Pravda Ukraini তে জানা গেল যে রুশীয় গুপ্ত মণ্ডলীর নেতা Brother Prokofiev সুসমাচার প্রচারের অপরাধে তিন তিন বার ধৃত ও কারারুদ্ধ হয়েছেন—কিন্তু—প্রতিবার মুক্তি পাওয়ার পরেই পুনরায় গোপনে ছেলেমেয়েদের সাণ্ডে স্কুল পরিচালনা আরম্ভ করেন। সম্প্রতি তিনি পুনরায় জেল খাটছেন। ব্রাদার প্রোকোফিভ বলেন, কম্যুনিষ্টদের বশ্যতা স্বীকার করতে গিয়ে সরকারী মণ্ডলীগুলি ঈশ্বরের আশীর্বাদে বঞ্চিত হচ্ছে। যখন কারাবাসের সংবাদ শোনেন, তখন যেন আপনারা পশ্চিমী দেশগুলির কারা-কাহিনীর কথা না মনে করেন। রাশিয়ার কারাবাস মানে, অনাহার, নির্যাতন এবং অবিরাম মগজ-ধোলাই !

১৯৬৬ সালের ৯ সংখ্যক Nawka i Religia (বিজ্ঞান ও ধর্ম) পত্রিকায় দেখা গেল, Ogoniok সাপ্তাহিক পত্রিকার মলাটের আবরণে খ্রীষ্টীয়ানেরা ধর্ম-পুস্তক বিলি করে ! বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিও টলষ্টয়ের Anna Karenina উপন্যাসটির মলাটের ভিতরেও সুসমাচারের পুস্তক ওরা পরস্পরকে দেওয়া-নেওয়া করে। ওরা খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত সমবেতভাবে করে—তার সুর হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের পরিচিত গানের, কিন্তু

কান পেতে শুনলে দেখা যাবে—গানটির কথা খ্রীষ্ট প্রশংসায় মুখর!
(প্রাভদা ৩০শে জুন, ১৯৬৬)

সাইবিরিয়ার কুলাণ্ডা শহরের খ্রীষ্টভক্তেরা একটি গোপন ইস্তাহারে প্রকাশ করেছেন যে, সরকারী ব্যাপটিষ্ট নেতৃত্ব আজ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ধ্বংস সাধন করে চলেছেন, যেমন প্রথম যুগে যাজক, পুরোহিত, পণ্ডিত ও ফরিশীরা পীলাতের নিকটে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, সুখের বিষয়, বিশ্বস্ত গুপ্ত মণ্ডলী নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য সাধন করে চলেছে।

১৯৬৬ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখের Bakinkii Rabocii পত্রিকায় নব দীক্ষিতা কম্যুনিষ্ট যুব সংঘের সভ্যা Tania Ciugunova কর্তৃক তার মাসীকে লেখা একখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। যথা সময়ে কম্যুনিষ্ট গোয়েন্দারা চিঠিখানি বাজেয়াপ্ত করেন :

"প্রিয় নদিয়া মাসী, প্রিয়তম প্রভুর আশীর্বাদ পাঠাই, মাসী নদিয়া—প্রভু আমাদের কত ভালবাসেন। তার এই উপদেশ বাণী সর্বদা বিশ্বাস করিবে : শত্রুকে প্রেম করিবে, যাহারা অভিশাপ দেয় তাহাদের আশীর্বাদ করিবে, যাহারা ঘৃণা করে তাহাদের মঙ্গল করিবে এবং তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিবে।"

এই পত্রখানি ধরা পড়ার পরে বহু যুব-কম্যুনিষ্টদের খ্রীষ্টের নিকটে আনয়ন করার অপরাধে Peter Serebrennikov-এর গ্রেফতার ও কারাদণ্ড হয়।

"আদালতে যখন তাঁকে বলা হল যে যুবকদের কাছে খ্রীষ্টের কথা বলা নিষিদ্ধ—এ আইন কি তুমি জানো না?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমার কাছে বাইবেল-ই একমাত্র আইন। পাপের পথ থেকে সকলকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম—বিশেষতঃ এই যুব-সমাজকে!"

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জানা যায় যে কম্যুনিষ্ট যুব সংঘের বহু সভ্য ও সভ্যা গোপনে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে এবং খ্রীষ্টান হয়েছে। কম্যুনিষ্ট

শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সম্মুখেই ছাত্ররা যীশু খ্রীষ্টের দিকে আকৃষ্ট ও আনীত হচ্ছে!

১৭ই জানুয়ারী (১৯৬৬) তারিখের প্রাভদায় একটি মাতৃ-সম্মিলনীর গোপন ইস্তাহার প্রকাশিত হয়: "আমাদের শিশুদের দোলনায় দেওয়ার সময় থেকেই খ্রীষ্টের নামে উৎসর্গীকৃত করতে হবে। জাগতিক দুষ্টতার প্রভাব থেকে তাদের সর্ব যত্নে রক্ষা করা দরকার!"

কম্যুনিষ্ট যুব-সমাজে আজ খ্রীষ্টের প্রভাব অপ্রতিহত! তার প্রমাণ ও সাক্ষ্য দিকে দিকে!

আদালতে আনীত খ্রীষ্টীয়ান সভ্যেরা সময়ে সময়ে বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে বিস্ময়কর উত্তর দিয়ে থাকেন:

"আপনাদের নিষিদ্ধ সংস্থায় বে-আইনীভাবে কেন আপনারা অন্যদের ডেকে আনেন?"

"সমস্ত পৃথিবীকেই খ্রীষ্টের নিকটে আকর্ষণ করা আমাদের লক্ষ্য!"

অন্য একটি আদালতে এই প্রকার মামলার সময়ে একটি তরুণী ছাত্রীকে বিদ্রূপ করে বিচারক বললেন,—"তোমরা কি জানোনা যে তোমাদের ধর্মমত বিজ্ঞানসম্মত নয়?"

মেয়েটি সবিনয়ে উত্তর দিল:

—ক্ষমা করবেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। আপনি কি আইনষ্টাইন বা নিউটনের চেয়েও অধিক বৈজ্ঞানিক? তাঁরা তো প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন! আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে 'Das Kapital'-এর ভূমিকায় KARL MARX কি লিখেছিলেন?

"পাপের দ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত মনুষ্য চরিত্রকে উদ্ধার করিতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশেষতঃ প্রটেষ্টান্ত মতে—আদর্শ ধর্মমত।"

আমি নিজেও তো পাপের দ্বারা বিনষ্টপ্রায় হয়েছিলাম, মার্ক্সের

উপদেশ অনুযায়ী আমি খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসের অনুগামী হয়েছি, আমাকে অপরাধী বলছেন কেন ?

বিচারক মহাশয় যে স্তব্ধবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন,—একথা সহজেই বোঝা যায়।

গুপ্ত মণ্ডলীর প্রধানতম শক্তি হচ্ছে—তার সভ্যদের আত্ম-বলিদানের জন্য চির-প্রস্তুতি। আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মিশনারী Albert Schweitzer এঁদের-ই সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, "যন্ত্রণা-ভোগীদের পবিত্র সহভাগিতা !"

এই সহভাগিতার সঙ্গেই শ্রেষ্ঠতম ব্যথার পাত্র যীশু সংযুক্ত ছিলেন। বেদনা ও দুঃখ যাতনায় দীক্ষায় গুপ্ত মণ্ডলীর সকল সভ্যেরা দীক্ষিত ! সেই সহভাগিতাতেই সকলে পরস্পর আবদ্ধ ও সংযুক্ত। পৃথিবীর কোন কিছুই আর তাদের পরাজিত করতে পারবে না ! এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সম্প্রতি গোপন সূত্রে প্রাপ্ত গুপ্ত মণ্ডলীর একটি লিখিত বাণীতে পাওয়া যায় :

" ..আরও উন্নত ও ভাল খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার জন্য আমরা প্রার্থনা করি না। ঈশ্বর যে-ধরনের খ্রীষ্টানদের তাঁর কাজের জন্য চান—আমরা সেই খ্রীষ্টের মত খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার জন্যই অবিরত প্রার্থনা করে থাকি। সেই সকল খ্রীষ্টীয়ান, যারা ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধির জন্য সকল কিছুই সহ্য করতে ইচ্ছুক··· !"

নিরীশ্বরবাদের একটি প্রকাশ্য জনসভায় প্রধান বক্তার সুদীর্ঘ ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন অশিক্ষিত বিশ্বাসী উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বক্তাকে নিরুত্তর করে ছাড়লেন।

"আপনারা কম্যুনিষ্ট শিক্ষার সঙ্গে যে সকল নীতি কথা শিক্ষা দেন—সেগুলি কোথায় পেলেন ? 'চুরি করবে না', 'হত্যা করবে না'—এসব নীতি কোথায় পেলেন আপনারা ? বাইবেল থেকে গ্রহণ করে আজ

সেই বাইবেলের বিরুদ্ধেই আপনারা সকলকে শিক্ষা দেন কি করে ?

বক্তা কেবল নিরুত্তর হলেন তাই-ই নয়। সে সভায় বহুলোক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হল এবং গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্য হতে মহা আগ্রহ প্রকাশ করল···

॥ গুপ্ত মণ্ডলীর সভ্যদের নির্যাতন মাত্রা বৃদ্ধি ॥

গুপ্ত মণ্ডলীর খ্রীষ্টীয়ানদের উৎপীড়ন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়াতে সমস্ত ধর্মমতই দমন করা হয়। কম্যুনিষ্ট দেশে যীহুদির উপর অমানুষিক তাড়নার কথা শুনে খ্রীষ্টীয়ানরা মর্মান্তিক বেদনা বোধ করে থাকেন—কিন্তু বর্তমানে তাঁদের প্রধান উৎপীড়ন লক্ষ্য হচ্ছে গুপ্ত মণ্ডলী। সোভিয়েট সংবাদপত্রেই সমষ্টিগত গ্রেফতার ও কারাদণ্ডের কথা প্রায়ই দেখা যায়। এক জায়গায় কোন উন্মাদ আশ্রমে বিরাশি জন খ্রীষ্টীয়ানকে জোর করে রাখা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে চব্বিশ জনের সেখানে মৃত্যু হয়। কারণ দেখানো হয় যে, তারা অবিরাম প্রার্থনার ফলে প্রাণত্যাগ করেছেন! অবিরাম প্রার্থনায় মানুষ মারা পড়ে এমন কথা কোথায় শোনা গেছে? সে চব্বিশ জন যে কি অমানুষিক ও অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় মৃত্যুকে বরণ করেছে—সে কথা কে প্রকাশ করবে? ছেলেমেয়েদের যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে শিক্ষা দিলে পিতামাতার হেফাজত থেকে তাদের কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়—চিরদিনের মত! এর চেয়ে বড় শাস্তি কেউ কল্পনা করতে পারেন?

জাতিপুঞ্জের সনদের মধ্যে আছে: "ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা—ধর্ম ও নৈতিক—করার অধিকার পিতামাতার নিজস্ব এবং পারিবারিক মত-বিশ্বাস অনুসারে তাঁরা সে অধিকার ও দায়িত্ব পালন করবেন।"

সোভিয়েট ইউনিয়ান এই সনদে স্বাক্ষর দিয়েছেন। সরকারী ব্যাপটিষ্ট সংঘের নেতা বিশ্বাসঘাতক Karev প্রকাশ্যে লিখেছেন যে

সোভিয়েট ইউনিয়ানে এই নীতি সম্মানিত হয় এবং পৃথিবীব্যাপী মূর্খের দল তাই বিশ্বাস করে। প্রকৃত সংবাদ ৪ঠা জুন (১৯৬৩) Sowjetskais Russia পত্রিকায় পাওয়া যাবে :—

ব্যাপটিষ্ট Makrin Kowa নামক খ্রীষ্টীয়ান মহিলার ছয়টি ছেলে-মেয়েকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার অপরাধে মায়ের হেফাজত থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারের সংবাদ শ্রবণ করে তিনি কেঁদে বলেছিলেন : 'ওদের ধর্মশিক্ষার জন্য আমারই শাস্তি হল!' সেই ছয়জন ছেলেমেয়ের বোর্ডিং-এর সমস্ত খরচ-ই তাঁকে দিতে হয় অথচ নিরীশ্বরবাদের বিষময় শিক্ষায় তারা লালিতপালিত হচ্ছে।

এমন সংবাদও আমরা শুনেছি যে এই সব খ্রীষ্টীয়ান ছেলেমেয়েদের যে সকল বোর্ডিং-এ রাখা হয়—কোন কোন স্থানে তাদেরই প্রভাবে অন্য ছেলেমেয়েরাও ধর্মবিশ্বাসের দিকে প্রভাবিত হয়েছে!

বাইবেলে আছে : "যারা যীশু খ্রীষ্টের চেয়েও আপন ছেলেমেয়েদের ভালবাসে—তারা তাঁর নামের যোগ্য নয়—" লৌহ যবনিকার অন্তরালবর্তী খ্রীষ্টীয়ানদের জীবনে এই কথার অর্থ আজ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

কেবল প্রোটেষ্টাণ্ট গুপ্ত মণ্ডলী নয়, Orthodox গুপ্ত মণ্ডলীও আজ কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে যথেষ্ট ত্যাগ ও নির্যাতনের ভাগী হয়েছেন। এই মণ্ডলীর অনেকেই কম্যুনিষ্ট শাসনের পীড়নে ও যন্ত্রণায় শহীদ হয়েছে। কে বলতে পারে কালুগা শহরের বয়োবৃদ্ধ আর্চ-বিশপ Yermogen আজ কোথায়? ঈশ্বর-হীন শাসকবর্গের সঙ্গে সরকারী মণ্ডলীর অধ্যক্ষদের প্রতারণামূলক যোগসাজসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার দুঃসাহসের জন্যই তিনি আজ চিরতরে নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

কম্যুনিষ্ট শাসনের দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট সংবাদপত্রে তত্রত্য গুপ্ত মণ্ডলীর ক্রিয়াকলাপ ও বিস্তৃতি দিনে দিনে আরও অধিক মাত্রায় খবর ও সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

"ইহারা সেই লোক যাঁহারা মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছেন এবং খ্রীষ্টের রক্তে আপনাদের বস্ত্র ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ করিয়াছেন।"

অকথ্য কষ্টভোগের মধ্য দিয়েও এই মণ্ডলীর কার্যসূচী দিনে দিনে বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

কম্যুনিষ্টদের খ্রীষ্টান করা যায়—খ্রীষ্টের নিকটে তাদের আনা যায়—তাদের হাতে নিপীড়িত খ্রীষ্টানদেরও উদ্ধার করা যায়—কেবল যদি আমরা—মুক্ত ও স্বাধীন জগতের খ্রীষ্টীয়ানরা তাদের আরও সাহায্য করি।

সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যেও খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতা ও ভগিনীরা রাশিয়ায় কি ভাবে আছেন—তার সাক্ষ্য হিসাবে নিম্নে কয়েকটি পত্র প্রকাশ করা হল :—

মারিয়ার পত্র—এই মহিলা পরে ভারিয়াকে খ্রীষ্টের কাছে আনয়ন করেছিলেন :

॥ প্রথম পত্র ॥

"...আমি এখনও এখানেই আছি। সকলেই আমাকে ভালবাসে। Komsomol-এর একজন প্রতিনিধি এখানে আছেন, তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তিনি একদিন বলছিলেন, তোমাকে দেখে আমার অবাক লাগে। সকলে তোমাকে অপমান ও বিদ্রূপ করে, তবু তুমি তাদের ভালবাসো? আমি বলেছিলাম, কেবল বন্ধুদের নয়, কিন্তু শত্রুদেরও ভালবাসতে ঈশ্বর শিক্ষা দিয়েছেন।

পূর্বে এই Komsomol প্রতিনিধি (কম্যুনিষ্ট যুবসংঘ) আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিত, আমার অনিষ্টও করত, কিন্তু আমি তার জন্যও প্রার্থনা করতাম। একদিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমি তাকেও ভালবাসতে পারি কিনা?—আমি তাকে আলিঙ্গন করে কাছে টেনে আনলাম এবং পরে দুজনেই খুব কাঁদতে লাগলাম! এখন, আমরা একসঙ্গেই প্রার্থনা করি।

আপনারাও তার জন্যে প্রার্থনা করুন। তার নাম ভারিয়া।

যারা চীৎকার করে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে—সর্বদা তাদের কথা সত্য বলে মনে করবেন না। জীবনের আচরণে অনেক সময়ে বিপরীত সাক্ষ্য দেখা যায়। মুখে অস্বীকার করলেও ওদের হৃদয় ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। এঁদের হৃদয় অশান্তি ও মনস্তাপে সর্বদাই ক্ষতবিক্ষত। ভিতরে অসহনীয় শূন্যতার বেদনাকে ঢাকবার ও লুকাবার প্রয়াসেই ওরা চীৎকার করে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে!

—খ্রীষ্টেতে তোমাদের ভগ্নী—মারিয়া"

॥ দ্বিতীয় পত্র ॥

"আমার পূর্বপত্রে আমি সেই অবিশ্বাসী তরুণী ভারিয়ার কথা বলেছিলাম। আজ আনন্দের সঙ্গে তোমাদের জানাই যে, ভারিয়া তার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তারূপে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে এবং সকলের সম্মুখেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আনন্দভোগের সঙ্গে সঙ্গেই বেচারীর নতুন অশান্তি আরম্ভ হয়েছে—এতদিন অন্ধের মত—ঈশ্বর নাই—এই ভ্রান্ত সংস্কারে দিন কাটিয়েছে বলে। সে এইবার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে স্থির সংকল্প গ্রহণ করেছে।

সেদিন আমরা দুজনে নিরীশ্বরবাদীদের একটি সভায় গেলাম। তাকে গম্ভীর থাকার জন্য বার বার অনুরোধ করলেও সে তা মানলো না। সভার প্রারম্ভে সাম্যবাদী গান হয়ে গেলেই কিছু বলার জন্য সে অনুমতি চাইল। তার পালা এসে গেল। সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সাহস ও সারল্যের সঙ্গে সে তার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের বিষয়ে বলতে লাগলো। পূর্ব-বন্ধুদের নিকটে সে ক্ষমাভিক্ষা করল যে, আধ্যাত্মিক অন্ধতার জন্যে সে নিজেও পূর্বে ধ্বংসপথের পথিক ছিল, অন্য সকলকেও সেই পথের কথা বলে ভ্রান্ত করেছিল। সকলকেই সে বিনীতভাবে

ভ্রান্তপথ ও মত পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টের নিকটে আসবার নিমন্ত্রণ জানালো।

সভার সকলেই বিস্ময়াহত ভাবে নীরবে রইলেন। ভাষণ শেষ করে ভারিয়া গান ধরল—তার সেই বলিষ্ঠ ও মধুর কণ্ঠে। তারপর··· ···তারপরে আমার স্নেহের পাত্রী ভারিয়াকে তারা নিয়ে গেল···

আজ ৯ই মে। তার সম্বন্ধে আজও আমি কোন সংবাদ পাইনি। কিন্তু জানি ঈশ্বর তাকে রক্ষা করার শক্তি যথেষ্ট-ই রাখেন। তোমরা প্রার্থনা কর।

—তোমাদের স্নেহের মারিয়া"

॥ তৃতীয় পত্র ॥

"গতকাল ২রা আগষ্ট কারাগারে আমি ভারিয়ার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। ওর কথা মনে করলে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। মাত্র উনিশ বৎসর তার বয়স—অনেক বিষয়েই সে এখনও বালিকা। প্রভু যীশুতে বিশ্বাসী হলেও আধ্যাত্মিক জীবনে সে বেচারী শিশু মাত্র! কিন্তু সে প্রভুর প্রতি একান্ত ও গভীর অনুরক্ত এবং সেজন্য সে কঠিন ও কষ্টকর পথই বেছে নিয়েছে। কারাগারের ঠিকানা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আমরা প্রায়ই পার্সেল পাঠাতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু, জানি, অতি সামান্য অংশই তার হাতে পড়ত।

কাল তাকে দেখলাম, রোগা, রক্তহীন এবং প্রহারজর্জরিত। দুটি চোখেই কেবল তার বিজয়ীর বীরত্বপূর্ণ আনন্দজ্যোতি!

হ্যাঁ, সত্যিই যারা ব্যক্তিগত ভাবে খ্রীষ্টেতে থাকার অবর্ণনীয় শান্তি উপলব্ধি না করেছে তারা এই আনন্দের মূল্য ও গভীরতা বুঝতে পারবে না। কিন্তু যাঁরা পারেন তাঁরা জানেন এই শান্তি ও আনন্দ কত গভীর ও কত অমূল্য···কোন যাতনা কোন ব্যর্থতাই যেন আমাদের আর বাধা দিতে পারে না।

আমি সেই লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি এখন ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়! ভুল করে ফেলেছ মনে হয়?

ভারিয়া উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ও ব্যথিত স্বরে বলল, না কখনই না। যদি ওরা আজ আমাকে মুক্তি দেয় আমি আগামী কালই আবার সেই সভায় গিয়ে খ্রীষ্টের আশ্চর্য প্রেমের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করব। আমি খুব কষ্টের মধ্যে আছি—তা মনে করো না। সমস্ত যন্ত্রণা ও কষ্টের ওপরে আছে আমার ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও সহায়তা। তাঁর শক্তিতেই আমি সব সহ্য করি ও আনন্দে থাকি।

আমিও আপনাদের মিনতি করি—আপনারা সকলেই ভারিয়ার জন্য প্রার্থনা করবেন। সম্ভবতঃ তাকে সুদূর সাইবীরিয়ায় পাঠানো হবে। তার সমস্ত জিনিসপত্র-ই ওরা কেড়ে নিয়েছে। পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া বেচারীর এখন আর কিছুই নেই। তার অপর কোন আত্মীয় আছেন কি না তাও আমরা জানি না। আপনারা যে টাকা পাঠিয়েছিলেন—তা এখনও আমার কাছে আছে। যদি ভারিয়াকে দূরে পাঠানো হয়, তবে সেটা ওর জন্যেই লাগবে। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর তাকে প্রচুর শক্তি ও সহনশীলতা যোগাবেন। তার সমস্ত ভবিষ্যতের তত্ত্বাবধান তিনিই করবেন।

—তোমাদের মারিয়া"

॥ চতুর্থ পত্র ॥

"প্রিয় মারিয়া, এতদিন পরে তোমাকে লেখবার এই প্রথম সুযোগ আমি পেলাম। আমরা···এখানে পৌঁছেচি। আমাদের বন্দী শিবির শহর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। এখানকার জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে কিছু লেখবার সাধ্য আমার নাই—তুমিও জানো। আমার নিজের সম্বন্ধে সামান্য কিছু আমি লিখতে চাই। প্রথমেই আমি ঈশ্বর পিতাকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি আমাকে সুন্দর স্বাস্থ্য ও শক্তি দিয়েছেন। যার বলে

আমি প্রচুর শ্রম করিতে পারি। এখানে কারখানায় ভগ্নী 'x' এবং আমি কাজে নিযুক্ত হয়েছি। ভগ্নী 'x'-এর স্বাস্থ্য তত ভাল নয়। সেজন্য আমার নিজের অংশের কাজ শেষ করে ওঁর অংশেরও কাজ আমাকে কিছুটা করে দিতে হয়। দিনে বার তের ঘণ্টা আমাদের কাজ করতে হয়। খাদ্য যা দেওয়া হয়—তার বিষয়ে তুমি তো জানই! খুবই কম। কিন্তু সেকথা আজ আমার বড় কথা নয়।

তোমার সহায়তায় আমি যে এইভাবে পরিত্রাণের পথ লাভ করেছি —যতবার সে কথা চিন্তা করি—প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এখন, যত কষ্টই ভোগ করি না কেন সর্বদাই জানি যে আমার এই জীবনের একটা অর্থ আছে—উদ্দেশ্য আছে। সকলের কাছে সে কথা উচ্চ কণ্ঠে বলবার জন্য সর্বদাই আমার ইচ্ছা হয়। মনে হয়, সংসারে এমন কিছুই এখন আর নাই যা আমাকে খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের প্রেম হতে আলাদা করতে সক্ষম!

কাজের সময়ে ওরা আমাদের খুবই পীড়ন করে এবং কথা বলার জন্য বেশী করে কাজ চাপিয়ে দেয়। কিন্তু আমি এই নতুন জীবনের কথা, আনন্দের কথা সকলকে না বলে থাকতে পারি না। মনে হয়, এত আনন্দ উপলব্ধি করার পরে আমার পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব!

বন্দী শিবিরে যাবার পথে আরও ভাই ও বোনদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। সহ-বিশ্বাসী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে সে যে কি অপূর্ব আনন্দ আমরা ভোগ করি তা বর্ণনা করাও যেন আমার সাধ্যের বাইরে। পথের মধ্যে একটি রেল ষ্টেশনে একজন ভদ্রমহিলা নিজের থেকে এসে আমাদের খাদ্য উপহার দিলেন এবং যাবার সময়ে ছোট দুটি কথা আমাকে বলে গেলেন: "ঈশ্বর আছেন!"

এখানে বন্দী শিবিরে আমাদের মধ্যে অনেক বিশ্বাসী আছেন। প্রায় অর্ধেক জন। আমাদের মধ্যে অনেক ভাল গায়ক ও বক্তা আছেন।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে সন্ধ্যার সময়ে কিছুক্ষণ আমাদের অতি আনন্দে অতিবাহিত হয়। অনেক ভাল ভাল গান আমি ওঁদের কাছে শিখে নিয়েছি।

সেদিন জীবনে এই প্রথম বার আমি যীশুর জন্মদিন পালন করলাম। কি আনন্দ! সেইদিন আমি ও অপর সাতজন বিশ্বাসী সন্ধ্যার পরে নদীর তীরে গিয়ে বরফ সরিয়ে শীতল ও স্বচ্ছ জলে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করলাম। ও মারিয়া, আজ তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে, তাহলে আমি যে কত সুখী হতাম তা বলবার নয়। প্রথম দিকে তোমার প্রতিও আমি যে সকল দুর্ব্যবহার করেছি সেজন্যও আজ আমার মনে অশেষ অনুশোচনা হয়। কিন্তু—আমার মনে ঈশ্বর এক অবর্ণনীয় ও গভীর শান্তি দিয়েছেন। মনে হয়, সমস্ত অন্যায় ও অপরাধ যেন ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সকলকে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিও—এখানে সমস্ত ভ্রাতা ও ভগ্নীরাও তাঁদের নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন! আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।

—তোমারই ভারিয়া"

॥ পঞ্চম পত্র ॥

"প্রিয় মারিয়া, অনেক দিন পরে পুনরায় তোমাকে এই পত্রটি লেখবার সুযোগ পেলাম। শুনে সুখী হবে যে, ঈশ্বরের দয়ায়—ভগ্নী 'x' এবং আমি, দুজনেই এখন খুব ভাল আছি। নতুন বন্দী শিবিরে '—'এসে আমাদের স্বাস্থ্য কিছুটা উন্নত হয়েছে। এখন এখানে কতদিন থাকবো জানি না।

মারিয়া, তোমার স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ও চিন্তার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ! যে সমস্ত তৈরী করে পাঠিয়েছিলে তার সবই আমরা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছি। বিশেষতঃ, একখানি বাইবেল পাঠিয়ে তুমি আমাদের

অশেষ ও অমূল্য উপকার করেছো! সকলকেই আমরা ধন্যবাদ ও প্রীতি নমস্কার পাঠাচ্ছি।

ঈশ্বরের অশেষ করুণায় আমি এখন নিজেকে সব চেয়ে সুখী মানুষ বলে মনে করি! এখানে যে সকল অপমানজনক আচরণ সহ্য করতে হয়—সেগুলি আমি স্বর্গীয় উপহার বলে গণ্য করি। আমার বিশ্বাসের প্রথম থেকেই যে সেজন্য এই কষ্ট ও যন্ত্রণাভোগ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে—এজন্য প্রতিনিয়তই আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। যেন শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে পারি—সেজন্য তুমি প্রার্থনা করবে। ভগ্নী 'x' এবং আমার ভালবাসা জানবে তোমরা সকলে। আমাদের জন্য দুর্ভাবনা করবে না। শত কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও আমরা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আশার সঙ্গে একথা স্মরণ করি যে, স্বর্গে আমাদের জন্য পুরস্কার আছেই।

—তোমাদের স্নেহের ভারিয়া"

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য এবং সর্বসমক্ষে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করার জন্য উনিশ বৎসরের তরুণীকে বিভিন্ন বন্দীশালায় নানা কষ্ট ও নির্যাতনের পরে অবশেষে সাইবীরিয়ার ক্রীতদাসী শ্রম-শিবিরে পাঠানো হয়। উপরোক্ত পত্রখানির পরে তার সম্বন্ধে আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ আমি গুপ্ত মণ্ডলীর সংবাদবাহক ॥

অনেকে আমাকে বলেছেন—"গুপ্ত মণ্ডলীর কণ্ঠস্বর"! যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী দেহের অমন পবিত্র একটি অংশের কণ্ঠস্বর হওয়ার যোগ্যতা আমার নাই! তবে, কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ

কয়েকটি গুপ্ত মণ্ডলী আমি পরিচালনা করেছি। নিতান্ত অলৌকিক আশীর্বাদের ফলেই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরের কারাবাস আমি সহ্য করতে পেরেছি। তার মধ্যে দুটি বৎসর আমার কেটেছিল—মৃত্যুঘরের মধ্যেই! সেই অন্ধকার কারাগৃহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে আজ এই পশ্চিম দেশগুলিতে আমি যে সেই সংবাদ ও বাণী বহন করে ফিরবার সুযোগ পেয়েছি এও সেই ঈশ্বরেরই অলৌকিক ক্রিয়া।

যে সকল সাক্ষ্যমর ভ্রাতা ও ভগিনীরা কম্যুনিষ্ট দেশের অসংখ্য অপরিচিত সমাধিভূমিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন—তাঁদের হয়ে এবং যাঁরা আজও গুপ্ত মণ্ডলীর বিশ্বস্ত সেবক রূপে, ক্ষেতে, খামারে, জঙ্গলে, কারখানায় ও অন্যান্য গুপ্ত স্থানে সুসমাচার প্রচারের কার্যে লিপ্ত আছেন—আমি তাঁদের সকলের হয়ে আজ কথা বলছি। গুপ্ত মণ্ডলীর তরফ থেকে আজ আমার বক্তব্য ও নিবেদন অতি সামান্য ও সংক্ষিপ্ত :

"আপনারা আমাদের পরিত্যাগ করবেন না। আমাদের কথা ভুলে যাবেন না। আপনাদের মন থেকে আমাদের মুছে ফেলবেন না। আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি দিন। রক্ত দিয়ে এবং প্রাণ দিয়ে সে ঋণ আমরা পরিশোধ করব।"

নির্যাতিত, নিপীড়িত ও গুপ্ত মণ্ডলী—যার কোন কথা আজ কেউ শুনতে পান না—এই বাণী পৌছিয়ে দেবার জন্যই আপনাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করেছেন!

দুটি ট্রেনের ধাক্কায় অসংখ্য যাত্রী আহত হয়ে রেলপথে পড়ে আছেন —রক্তাপ্লুত অর্ধ-মৃত—অচেতন ও যন্ত্রণাকাতর—অক্ষত-দেহ একজন সার্জন তাদের অবস্থা দেখে অসহ্য কষ্টের সঙ্গে কেবল বলছেন—হায়, আমার সঙ্গে যদি আজ যন্ত্রপাতি ও ঔষধি থাকতো—তাহলে কতজনকে যে বাঁচাতে পারতাম!—যদি যন্ত্রপাতি ও ঔষধি থাকতো···

আজ কম্যুনিষ্ট দেশে দেশে সমস্ত গুপ্ত মণ্ডলীর ঐ একই হাহুতাশ।

যদি আমরা প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতাম। বাইবেল, সুসমাচার ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় সাহিত্য—সমস্ত গুপ্ত মণ্ডলীর আজ কেবল এই গুলিরই অভাব। শ্রম দিতে, বিপদকে তুচ্ছ করতে, কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করতে, কারাদণ্ড গ্রহণ করতে এমন কি, প্রাণ দিতেও তারা প্রস্তুত ও উৎসুক—কেবল ধর্মশিক্ষার উপযুক্ত সমরোপকরণ আজ তাঁদের দরকার—বাকী সমস্তই তাঁরা করছেন এবং করবেন!

॥ স্বাধীন খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী কিভাবে সাহায্য করবেন ॥

নিরীশ্বরবাদীরা জীবনের অদৃশ্য শক্তি-উৎসের কথা বিশ্বাস করেন না। বিশ্ব প্রকৃতি ও জীবনী শক্তির অন্তরালে কি যে রহস্য আছে—এ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। তাঁদের সম্মুখে কেবল দৃশ্যমান ভাবে উপস্থিত থেকে নয়, বিশ্বাসগত ভাবে ঈশ্বরের সহিত সহভাগিতার জন্য সহৃদয় প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই খ্রীষ্টীয়ানরা প্রভূত সাহায্য করতে পারেন। ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত সুন্দর জীবন-দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কম্যুনিষ্টদের আমরা আকৃষ্ট ও উদ্ধার করতে পারি। কারাগারে থাকার সময়ে আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করেছি। ঠিক পরদিন তারা আরও কঠিন অত্যাচারে আমাদের পুরস্কৃত করেছে। তাই বলে আমাদের প্রার্থনা বিফল বা অর্থহীন হয়নি। যেরুশালেমের খ্রীষ্টও ক্রুশ থেকে নিরর্থক প্রার্থনা করেন নি। কিন্তু—মাত্র কয়েকদিনের পরেই বক্ষে করাঘাত করতে করতে একদিন পাঁচ হাজার যীহুদি দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রার্থনা কোন ক্ষেত্রেই বিফল হয় না। যার জন্য প্রার্থনা করবেন—তিনি সেই প্রার্থনার যোগ্য পাত্র না হলে সেই প্রার্থনার আশীর্বাদ দ্বিগুণ হয়ে আপনার উপরে বর্তায়।

প্রতিবাসীদের ভালবাসা আমাদের কর্তব্য।

কম্যুনিষ্টরাও অন্যদের মত আমাদের প্রতিবাসী। আমাদের আদর্শ

প্রণালীর কথা চিন্তায় আনা দরকার। রেডিয়োর সাহায্যে আজ আমরা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সুসমাচার ও খ্রীষ্ট ধর্মীয় প্রচারাদি সহজেই সহস্র সহস্র শ্রোতাদের মধ্যে পৌছিয়ে দিতে পারি। লক্ষ লক্ষ রাশিয়ান নরনারী ব্যাকুল ভাবে এই প্রকার প্রচার ও কথাবার্তা শোনবার আশায় জীবন যাপন করছেন—একথা যেন আমরা মনে রাখি! গুপ্ত মণ্ডলীর প্রচারক ও পুরোহিতেরাও এই প্রচারের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত ও উৎসাহিত হবেন। তাঁদের কাজ এতে আরও সহজ ও জোরদার হয়ে উঠবে।

॥ নির্যাতিত খ্রীষ্টীয়ান পরিবারগুলিকে সাহায্য দান ॥

রাষ্ট্রীয় কারাগারে এবং অন্যান্য বহু প্রকার নির্যাতিত ও শহীদ খ্রীষ্টীয়ানদের পরিবারের লোকদের অবস্থা আজ অবর্ণনীয়! গ্রাসাচ্ছাদন ও জীবনধারণের অসহনীয় অভাব ও দুর্দশার মধ্যে বহু পরিবার কাল-যাপন করছেন। এই সকল ক্ষেত্রে আজ নিয়মিত ভাবে সাহায্য করা দরকার। যখনই কোন খ্রীষ্টীয়ানকে গ্রেফতার করা হয়—অত্যাচার, নির্যাতন, হয়তো মৃত্যু তার জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু সেটা হচ্ছে কষ্টের আরম্ভ মাত্র! তার পরিবারের নিকটে যে অসহনীয় দুর্দশার দিন ঘনিয়ে আসে—তার সঠিক বর্ণনা বোধহয় কোন ভাষাতেই সম্ভব নয়!

গুপ্ত মণ্ডলীর একজন পলাতক ও জীবিত সভ্যরূপে আমি আজ সকলের নিকটে আমার সহকর্মী ভ্রাতৃমণ্ডলীর জন্য এই নিবেদন উপস্থিত করতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। ঈশ্বরের মহা দয়ায় একপ্রকার অলৌকিক ভাবেই আমি সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পেরেছি। কম্যুনিষ্ট দেশের জনসাধারণের নিকটে খ্রীষ্টকে পরিচিত করার প্রয়োজনীয়তা আজ অত্যন্ত অধিক। শহীদ খ্রীষ্টীয় সেবকদের দুঃস্থ পরিবারগুলির জন্য সাহায্য ব্যবস্থা করাও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তৃতীয় সাহায্যের বিষয় হচ্ছে: নিরীশ্বরবাদী ভ্রান্তিমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে আজ আরও সৎ-সাহিত্য ও ধর্মমূলক সাহিত্য মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবস্থার দরকার। 'নিরীশ্বরবাদীর সাথী' নামক একখানি পুস্তিকা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে আজ বহুল প্রচারিত ও পঠিত বই! শিক্ষিত তরুণ ও তরুণীদের সকলেই এই পুস্তিকা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাখে। অতিশয় দুঃখের বিষয়, আজ এতদিন পরেও এই বিষময় ও দুর্নীতিমূলক পুস্তিকার বক্তব্যকে ধ্বংস করে কোন পুস্তক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী প্রকাশ করেন নি! গুপ্ত মণ্ডলীর কর্মীরা এই সকল অভাব ও অসুবিধার মধ্যে যেন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছেন। এই বিভ্রান্ত ও কু-প্রভাবিত তরুণ দল আজও ঈশ্বরের উক্তি ও উত্তর শ্রবণ করেনি। শত সহস্র যুবক আজও "নিরীশ্বরবাদীর সাথীকেই" পরম নির্ভরযোগ্য সহায়রূপে জীবনে গ্রহণ করেছে।

চতুর্থ সাহায্যের বিষয় হচ্ছে: গুপ্ত মণ্ডলীর কর্মী ও প্রচারকদের সঙ্গে সাহায্য ও সহযোগিতার একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অবিলম্বে স্থাপন করা দরকার।

বই, ধর্মপুস্তক, সুসমাচার খণ্ড এবং পরিশেষে—গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ও বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণের জন্য এঁদের নিয়মিত ভাবে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার। এই অর্থের অভাবে ইচ্ছা ও প্রস্তুতি থাকলেও এঁরা সকলেই নিজ নিজ গ্রামেই আবদ্ধ আছেন—অন্যান্য স্থানের প্রয়োজন-সংবাদ জেনেও অসহায় ভাবে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রাক্তন পুরোহিত ও প্রচারক যাঁরা বারংবার কারাদণ্ড ভোগ করেও এই কাজে লেগে আছেন এবং উৎসর্গীকৃত জীবন যাপনে বদ্ধ-পরিকর, উপরোক্ত অভাবগুলির জন্য তাঁরাও একান্ত অসহায় ও নিরুপায়ের জীবনে দিন অতিবাহিত করে চলেছেন।

পরবর্তী সাহায্য হিসাবে আমাদের আজ আর একটু বৃহৎ প্রচার

একদিন আমার গৃহে দুইজন অতি দরিদ্র গ্রামবাসী এসেছিল। তারা গ্রাম থেকে এসেছে—শহরে মাটি কাটার কাজ করতে এবং সেই পারিশ্রমিক দিয়ে বাড়ী যাওয়ার সময়ে যে করেই হোক একখানি পুরাতন ও জীর্ণ বাইবেল হলেও তারা সঙ্গে নিয়ে যেতে মনস্থ করেছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই আমেরিকা থেকে কিছু বাইবেল আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদের একখানি নতুন বাইবেল দিলাম!

তারা হতচকিত হয়ে আমার দিকে কেবল তাকিয়েই রইল। একজন মূল্য দিতে উদ্যত হল। আমি নিলাম না! কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ও অশ্রুসিক্ত চোখে তারা গ্রামে ফিরে গেল এবং কয়েকদিন পরেই ত্রিশ জনের স্বাক্ষর দেওয়া একটা ধন্যবাদের পত্র আমার কাছে এসে পৌছালো! কি সেই পত্রের ভাষা, কি তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস! সেই বাইবেলটিকে সযত্নে ত্রিশ খণ্ডে তারা বিভক্ত করে ত্রিশটি পরিবারের মধ্যে অদলবদল করার নিয়মে সকলে পড়তে আরম্ভ করেছে।

আপনারা শুনলে বিশ্বাস করবেন না হয়তো যে, রাশিয়ার গ্রাম্য মানুষ বাইবেল ধর্মশাস্ত্রের একটা মাত্র পাতার জন্য আজ কত ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত! একজনকে আমি জানি যে তার বিবাহের আংটি দিয়ে একখানি নূতন নিয়মের খণ্ড ক্রয় করেছিল। আমাদের ছেলেমেয়েরা কখনও ক্রিসমাস কার্ড দেখেনি। একখানি কোন রকমে তাদের হাতে পড়লে, গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে সেটি দেখে। শেষ পর্যন্ত, কোন বয়োবৃদ্ধ আত্মীয় তাদের সেই ছবির অর্থ ও কাহিনী বুঝিয়ে বলেন। সেই ছবির কার্ড থেকেই যীশুর জন্ম-কাহিনী ও আনুষঙ্গিক অনেক কথা তারা জানতে পারে এবং ছেলেমেয়েদের মুখে মুখেই আরও ছড়িয়ে যায়··

স্বাধীন দেশের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী থেকে আজ আরও বাইবেল ও ধর্মীয় সাহিত্য এইসব কম্যুনিষ্ট দেশে পাঠানো দরকার।

ও কর্তব্যে দীর্ঘ অবহেলার জীবন্ত প্রতিফল হচ্ছে—কম্যুনিজম। খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "আমি জীবন দিতে আসিয়াছি। জীবনের উপচয় দিতে আসিয়াছি।" কিন্তু সেই জীবন আমরা সকলের জন্য লভ্য করিনি। কোন দেশের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীই সেই আদর্শ পালন করেনি। জীবন-সম্পদের বাহিরের অন্ধকারে বহু বহু অগণিত নর-নারী দুঃখের জীবন যাপন করছে। সামাজিক অসাম্য ও অবিচার তাদের এই অনাদৃত জীবনে বাধ্য করেছে! তারাই আজ নির্দয় ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে! তাদের বিরুদ্ধেই আজ আমাদের সংগ্রাম। কিন্তু—খ্রীষ্টীয়ান হিসাবে এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েও তাদের জন্য আমাদের ভালবাসাকে রক্ষা করতে হবে। তাদের বর্তমান বিকৃতিজনক অবস্থার জন্য খ্রীষ্টীয়ানরা অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত!

আমি বলি না যে কেবলমাত্র ভালবাসা দিয়েই আমরা এই কম্যুনিষ্ট সমস্যার মীমাংসা করতে পারবো। অন্যায়, অনাচার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে পুলিস, আদালত ও বিচারক নিযুক্ত করতে হবেই। কিন্তু—সেই সকল অসাম্য ও অবিচার দূর করার পরে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ানকে আজ চেষ্টা করতে হবে যেন প্রত্যেক কম্যুনিষ্ট আজ খ্রীষ্টীয় প্রেমের প্রকৃত পরিচয় ও আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ পায়। কৃত অপরাধ ও নিষ্ঠুরতার জন্য সাজা দেওয়া হলেও প্রত্যেক কম্যুনিষ্টের জন্য আমাদের প্রেম-পূর্ণ প্রার্থনা করা দরকার। রুমানিয়ায় থাকার সময়ে বারংবার নিবেদন ও ভিক্ষার ফলে কয়েকবারই আমার হাতে বাইরের অন্যান্য রাষ্ট্র হতে বাইবেল শাস্ত্র এসেছিল। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সকল প্রকার বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ি সত্ত্বেও প্রায়ই বিভিন্ন গোপন সূত্রে আমার কাছে বাইবেল ও সুসমাচার খণ্ড এসে পড়ত। এই সকল দেশে আজ বাইবেল অতি দুর্লভ গ্রন্থ। পঞ্চাশ বৎসর কম্যুনিষ্ট শাসনের ফলে সে দেশের অগণিত নরনারী এ গ্রন্থ চোখে দেখারও সুযোগ পায়নি।

যেদিন আমার পদতলে গোয়েন্দা পুলিশের জল্লাদেরা আঘাত করেছিল সেদিন যন্ত্রণায় আমার জিহ্বা চীৎকার করেছিল। কিন্তু—জিহ্বা তো আঘাত পায়নি। সে কেন চীৎকার করেছিল? কেননা জিহ্বা ও পদতল—সবই একই শরীরের বিভিন্ন অংশ। একের যন্ত্রণায় অপরেরও যন্ত্রণা। আজ আমরা এবং আপনারা—সকলেই যদি খ্রীষ্ট দেহের বিভিন্ন অংশ—তবে এই গুপ্ত মণ্ডলীর অসংখ্য, অপরিচিত ও নির্যাতিত সহ-কর্মীদের জন্য আপনারা কি কোন বেদনা ও যন্ত্রণা অনুভব করেন না? আপনারা কি মনে করেন না যে—আদি যুগের সেই অত্যাচারিত ও নিপীড়িত বিশ্বাসী সংঘের এই পুনরাবির্ভাব আজ সেই দিনের মতই সৌন্দর্য, মহত্ব, ত্যাগ, দুঃখ বরণ ও আত্মোৎসর্গের মহিমায় উদ্ভাসিত?

গেৎসিমানীর কাননে প্রভু যীশু যখন অসহনীয় মনোকষ্ট ও যন্ত্রণা-দগ্ধ অন্তরে প্রার্থনায় মগ্ন—পিতর, যাকোব ও যোহন অতিশয় নিকটেই তখন অঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন - ইতিহাসের এ এক অতি করুণ ও অবিস্মরণীয় অধ্যায়!

আজ লৌহ যবনিকার অন্তরালে—দুঃসাহস, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের অলৌকিক প্রেরণায় সেই মহান নাটকেরই পুনরাভিনয় হয়ে চলেছে—অদূরবর্তী স্বাধীন দেশের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কিন্তু আজ নিদারুণ ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন! যে অকুতোভয় ও নির্ভীক তেজস্বিতার সঙ্গে গুপ্ত মণ্ডলীর বীর সেবকবৃন্দ আজ সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগতের মহা গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ—স্বাধীন ও মুক্ত রাষ্ট্রগুলির খ্রীষ্টীয় নেতৃত্ব আজ যেন সে সম্বন্ধে—গেৎসিমানী কাননের পিতর, যাকোব ও যোহনের মতই নিদ্রাভিভূত!

আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন—গুপ্ত মণ্ডলীর সেই সাহায্য-ভিক্ষার কাতর আবেদন?—

"আমাদের কথা মনে রাখুন—সাহায্য প্রেরণ করুন!"

"এই মহা-সংগ্রামে আমাদের পরিত্যাগ করবেন না !"

আমার কর্তব্য ও বক্তব্য শেষ হয়েছে।

কম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে কর্মরত ও উৎসর্গীকৃত গুপ্ত মণ্ডলীর নির্ভীক ও অসহায় ভ্রাতা ও ভগিনীদের কথা এবং পরিস্থিতি আমি সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেছি। কম্যুনিজমের নিরীশ্বরবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের জীবন-পণ সংগ্রামের কথা আমার শেষ হয়েছে।

লেখকের নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠকেরা চিঠি লিখতে পারেন :

পোঃ অঃ বক্স ৬৫৬
বোম্বাই—১

কমিউনিষ্ট দেশে মিশনারী কাজের জন্য আর সেখানকার খ্রীষ্টীয়ান শহীদদের পরিবারের জন্য যদি কোন সাহায্য পাঠাতে চান তবে উপরের ঠিকানায় বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন।

"আমি কারাগারে বিশ্বাসীদের পায়ে ২৫ কিলোগ্রাম ওজনের শৃঙ্খল দেখেছি। উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে তাঁদের নির্যাতন করা হত। তাঁদের কণ্ঠে বলপূর্বক লবণ প্রবেশ করান হত। তারপর তাদের রাখা হত জলহীন ও অভুক্ত অবস্থায়। তাঁরা সহ্য করতেন বেত্রাঘাত ও শীতকষ্ট! তাঁরা তাঁদের নিগ্রহকারীদের জন্য আগ্রহভরে প্রার্থনা করতেন বুদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায়না। এ হচ্ছে সেই আমাদের হৃদয়ে বর্ষিত হয়েছিল"